মহিলা।

"সাধ দীপ জ্বলি হৃদি মাঝ,
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলায়।"

৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা।

২৬ নং বিডন ষ্ট্রীট,—নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৩০৩।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত।

প্রথম অংশ ... মাতা।

দ্বিতীয় অংশ ... জায়া।

মহিলা কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। এবারে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে মুদ্রিত হওয়ায় আশা করি পাঠকবৃন্দের সুবিধা হইয়াছে।

কবি এই কাব্যের যে যে স্থলে টিপ্পনী দেওয়ার মানসে চিহ্নাঙ্কিত করিয়া গিয়াছিলেন আমরা সেই সেই স্থলে চিহ্ন দিয়া যে কয়েকটি টিপ্পনী তাঁহার লেখা ছিল, পুস্তকের শেষভাগে তাহা সন্নিবেশিত করিলাম।

ভগ্নী সম্বন্ধে কবি যে কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছিলেন প্রথম বারে তাহা কবির জীবনী মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছিল, এবারে তাহা পৃথক্ করিয়া যথাস্থানে নিবদ্ধ করা গেল।

পরন্তু মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের ভারার্পণ করিয়াছি, তাঁহার যত্ন, আগ্রহ ও আর্থিক সহায়তার জন্ত আমি আন্তরিক ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি।

বশম্বদ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

জীবন-কাল

চল্লিশ বৎসর এক মাস নয় দিন।

জন্ম—১২৪৪ বঙ্গাব্দ।] [মৃত্যু—১২৮৫ বঙ্গাব্দ।
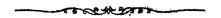
সুরেন্দ্রনাথ ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ২৫এ ফাল্গুন বুধবারে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইহাঁর পিতার নাম প্রসন্ননাথ মজুমদার;—যশোহর-বিভাগে ভৈরব-নদের তটবর্ত্তী জগন্নাথপুর, জন্মভূমি। ইনি ভট্টনারায়ণসম্ভূত, রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব ও পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিকটে বিদ্যালয় ছিল না, এ জন্য বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষা লাভ হয় নাই। পরন্তু, গৃহ-শিক্ষার কুশলতা হেতু, জন্মান্তরীণ স্মৃতির ন্যায় সত্বর ইহাঁর বুদ্ধিবৃত্তি জাগরূক হইয়াছিল। আট নয় বৎসর বয়সে সুরেন্ পরিষ্কার অক্ষরে চিঠিপত্র লিখিতেন ও জনৈক প্রতিবেশী আত্মীয়ের নিকট পার্সি পড়িতেন। তিনি মুগ্ধবোধসূত্র ও হিতোপদেশ প্রভৃতি কতিপয় নীতিগ্রন্থও কিছু কিছু অভ্যাস করেন। ১২৫৩ সালে তাঁহার গৃহাচার্য্য পিতামহ পরলোক-যাত্রা করেন ও কবি কর্ত্তৃপক্ষ-বিরহিত হয়েন,—যেহেতু ইতিপূর্ব্বে জীবনের সপ্তম বর্ষে (১২৫১ সালে) তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। এই সময়, সুদূর-প্রস্থিত এক মাত্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাদের জন্য অর্থচিন্তা করিতেন। সুতরাং সুরেন্দ্র অগত্যা

সংসার বহনার্থ শির নত করিতে বাধ্য হয়েন। অন্যত্র ইহাতে অপকার হইতে পারে, কিন্তু কবি বিষয়-বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক-চিত্ত-চর্চ্চার সুযোগ পান। তিনি সদ্ভাব ও সদাচার-রত এবং বিনয়-নম্রতায় বিভূষিত ছিলেন। রহস্য ও সঙ্গীত-প্রিয়তাও তাঁর কৈশোর-চরিতের কোমল ক্রিয়া। বিশেষ, কার্য্য-কুশলতার সহিত বৈষয়িক-বুদ্ধিমত্তার সম্মিলন ছিল, তজ্জন্য কিশোর বয়সে এরূপ লোকানুরাগ বা যশোলাভ করিয়াছিলেন, যাহা অন্যত্র অসুলভ বলিয়া বোধ হইতে পারে।

একাদশ বর্ষে (১২৫৪ সালে) সুরেন্দ্রনাথের বিধিবৎ উপনয়ন হয়। ১২৫৫ সালে কলিকাতায় আসিয়া "ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনে" (Free Church Institution) তিনি প্রথম ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হয়েন ;—কিন্তু কয়েক মাস পরেই "ওরিএণ্টাল সেমিনারী" (Oriental Seminary) স্কুলে নিয়োজিত হইয়া অখণ্ড তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। সত্য, সুরেন্ প্রতিভা-প্রদত্ত-সুবোধ ছিলেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বল পাইয়া উষাশোধিত বালার্কের ন্যায় উদয়শীল হয়েন। শিক্ষাগারে স্ব-শ্রেণীর শীর্ষস্থলে তাঁহার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইত। পীড়িত হইলে সহাধ্যায়ী ও অধ্যাপকগণ আত্মীয়বৎ ক্ষুণ্ণ ও কেহ কেহ বা সেবারত হইতেন। উচ্চ শিক্ষা-শিখরে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দ্রুতগতি দ্বারা তিনি সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সময়ের অপব্যয় ছিল না, অনুশীলনেও শ্রান্তিবোধ ছিল না। কবি স্বভাবতঃ মৈত্রীমুগ্ধ ছিলেন। কলিকাতায় অল্পকাল মধ্যে, তাঁহার বিস্তর বিদ্যামোদী বন্ধু লাভ হয় ;—সকলেরি প্রিয়সখা, জ্ঞানগুরু, ও সম্ভ্রমভাজন ছিলেন। যে উন্নত কবি-কীর্ত্তি তাঁহার উত্তর জীবনের উচ্চ গৌরব ও পরম সৌন্দর্য্য সাধন করে, এই সময়ে তাহার অঙ্কুর

উদ্ভিন্ন হইল। তাঁহার সুধাসিক্ত লেখনী শুভক্ষণে ঈশ্বরের মহিমাগীত গাইয়া প্রকৃতির ঋতু-পর্য্যায়* চুম্বন করিল। তাঁহার "ঊষা" "স্বপ্ন" "ঈশ্বরপরায়ণের মৃত্যু" প্রভৃতিও মার্জ্জিত চিন্তার পরিচায়ক। ক্রমে "টেলিমেকস্‌ ও "রোমান ইতিবৃত্তের" কিছু কিছু গদ্যানুবাদ পরীক্ষিত হয়, ইহাও পরিমিত ও প্রাঞ্জল হইয়াছিল।

ভাষা বোধগম্য হইলে, সুরেন্দ্র ইংরাজী-সাহিত্য-সাগরে সন্তরণ করিতেন,—সাহায্য চাহিতেন না। এইরূপে কলিকাতায় যখন তিনি সারস্বত-প্রেমে আত্মবিস্মৃত, দেশে ব্যাপক কালের অনুপস্থিতি তাঁহার সাংসারিক সাম্য শিথিল করিয়াছিল। ১২৫৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশে তিনি নৌকাযোগে স্বদেশ যাত্রা করেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠের মহা ঝড়ে যান জলমগ্ন হয়;—যাত্রিগণ কষ্টে রক্ষা পাইয়া দেশে উপস্থিত হয়েন। এবার কলিকাতায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে তাঁহার এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল;—কিন্তু বিদ্যানুশীলনের বিরতি ছিল না।

আমাদের স্মরণ আছে, যখন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, কবি তখন দেশীয়-বিদ্যা-বন্ধু হেয়ার সাহেবের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত ছাত্র। দুই জন প্রধান শিক্ষক তাঁহার শুভানুধ্যায়ী। কিন্তু অনেকে জ্ঞাত আছেন, বিদ্যালয়ের পরকীয় ও সীমাবদ্ধ শিক্ষা লাভে ইহাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না; গৃহে নিয়ত স্বাধীন চর্চ্চা দ্বারা গভীর জ্ঞান আত্মসাৎ করিতেন। এই জ্ঞান কেবল পুস্তক গত নহে, তিনি অনুসন্ধান শক্তি স্ফুর্ত্ত করিয়া অন্ধ

* "ষড়্‌ঋতু-বর্ণন" কোন বন্ধু কর্ত্তৃক মৃজাপুর বিশ্বাস কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এখন উহা আর পাওয়া যায় না।

বিশ্বাসকে সংস্কারস্থ করিতেন না। তাঁহার নিকট পুনঃপুন শুনিতে পাওয়া যাইত, "শুধু গ্রন্থ দেখিয়া লাভ কি? সংসার দর্শন কর, অন্তবিধ সংস্কার উদয় হইবে।" এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ প্রকাই তাঁহাকে বিষয়-জ্ঞানে ভূষিত করিয়াছিল, কি প্রথম-পরিচিত বিষয়-বিজ্ঞানই তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার প্রবর্ত্তক, স্পষ্ট বলা যায় না;—অথবা পরস্পর পরস্পরের আমন্ত্রক ছিল। সুরেন্ প্রথম তিন ও সম্প্রতি দুই, এই পাঁচ বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন;—আর না।

১২৬৩ সালের শীতকালে স্বাস্থ্য-লাভ-জন্য কবি স্বদেশে অবস্থিতি করেন। সেই সময় "শীতঋতু বর্ণনে মানভঞ্জন" প্রভবিত হয়। সীতার বিবাহ নাট্যে পরিণত করিবার জন্য দৃশ্য বিভাগ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ইহার উপেক্ষায় "দময়ন্তী" নাটক সম্ভবিত হইয়াছিল। পর বৎসর (১২৬৪ সালে) ইঁহার মাননীয় জ্যেষ্ঠতাত* জীবনলীলা সংবরণ করেন; ও কবি সম্যক্ রূপে অকর্ত্তৃ-রক্ষিত হয়েন। অচিরাৎ অপরিহার্য্য আর্থিক অনটন উপস্থিত হয়, সুতরাং ঋণ ভার বর্দ্ধিত হইতে থাকে; অতএব তাঁহাকে বিদ্যার বিনিময়ে অর্থাগম জন্য যাত্রিক হইতে হইয়াছিল।

১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে আত্মীয়গণ ও পাত্রীপক্ষের উদ্‌যোগে সুরেন্দ্রনাথ দারপরিগ্রহ করেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের প্রথমে তিনি

* কবি স্ব-রচিত "বিশ্ব-রহস্য" গ্রন্থে "নর-নাড়ীর আশ্চর্য্য গতি" প্রবন্ধে যে সিদ্ধ ভিষকের উল্লেখ করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠতাতকে লইয়া অগত্যা তাঁহারই শরণাপন্ন হয়েন। "বিশ্ব-রহস্য" প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্য সন্দর্ভ। ১৯৩৪ সম্বতে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রণেতার নাম নাই।

অপস্মার-রোগাক্রান্ত হয়েন ;—বারংবার ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, কিন্তু পীড়ার যাপ্য ভাব বিদুরিত হইল না। বৎসরের শেষ ভাগে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়, কবি তাহার "মঙ্গল উষা" নাম ও প্রচার-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া লেখক হয়েন। কলিকাতাবাসী কোন সাহিত্য-বান্ধব উহার ব্যয়বাহী ও প্রকাশক ছিলেন। ইহার জন্মখণ্ডে পোপের "টেম্পেল অব ফেম্" ("Temple of fame") "যশোমন্দির" নাম প্রাপ্ত হয়। তাহার শিরোভাগে এই মহার্থ পদদ্বয় সন্নিবেশিত ছিল। যথা—

"যামিনী প্রলয়রূপা সুষুপ্তি মরণ,
স্বপ্ন মাত্র জীবনের সুরম্য স্মরণ।"

অনন্তর "প্রতিভা" (১) ও "কবি প্রশংসা" (২) প্রভৃতি প্রবন্ধ সকলও কবির প্রকৃত প্রতিভার ঘোষণা-পত্র। এই সকল উপকরণ সহ তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, "মঙ্গল উষা"

---

(১) "প্রতিভা" (Genius) গদ্য প্রবন্ধ। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" পত্রিকার শেষবর্ত্তী কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম নাই।

(২) "কবি-প্রশংসিত" অতিসুন্দর কবিতা। দুঃখের বিষয়, আমরা কবির রচনা-ভাণ্ডারে এ রত্নটি এখন দেখিতে পাই না। আমাদের স্মৃতি-সংগৃহীত তাহার দুই এক স্থল এখানে প্রকটিত হইল মাত্র।

"সুন্দর এ সৃষ্টি, বিধি করি সম্পাদন,
ভাবিলেন শোভা বোধ করে কোন্ জন।

*　　*　　*

*　　*　　*

সম্বন্ধে সম্পাদক, তাঁহার মতের বিস্তর বিপর্য্যয় করিয়াছেন, কার্য্য চালনারও সুপ্রণালী নাই;—তিনি বিরক্তির সহিত "মঙ্গল উষার" মঙ্গলাশা পরিত্যাগ করিলেন, আর উৎসাহ দান করিলেন না। কিন্তু লেখক নিরাশ না হয়েন, এ জন্য দৈব-

---

যেমন এ চিন্তা তাঁর মানসে উঠিল,
মানস হইতে এক কুমার জন্মিল।
বাগ্-বাণী সযতনে অঙ্কেতে লইয়া,
পালিলেন সে নন্দনে স্তনসুধা দিয়া।
কল্পনা-দর্পণ দেবী দান দেন তায়,—
সমুদয় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব যায়।
স্থাপিলেন আনি পুত্রে সংসার ভিতর,
নব-কুল-গুরু যিনি, কবি নাম ধর।
যাহার কোমল গীত লোল স্বর ভরে,
বাণী-স্তন-পীত সুধা, বাক্য সহ ঝরে!

* * *

লেখনী লিখন-পত্র কিম্বা মস্যাধার,
হয় নাই অবনীতে যখন প্রচার,
দর্শনের জনক জননী দুই জন
জন্মে নাই,—তর্কশক্তি, বিবেক, যখন,
যে কালেতে কাল—পতি, ঘটনা—রমণী
শিশু ছিল,—ইতিবৃত্ত জনক জননী,
জন্মে নাই বিজ্ঞান যখন অবনিতে,
কবির প্রভুত্ব পদ তখন হইতে।

প্রদত্ত আত্মকুল্যের ন্যায় একখানি সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। পক্ষান্তরে, এই উপলক্ষে বিখ্যাতনামা ভূম্যধিকারী প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার বিদ্যাবত্তা দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কবির সহবাসিগণ বলেন, পূর্ব্বোক্ত পদটি অ-চেষ্টা-সুলভ,—আদি, সুতরাং অকৃত্রিম

কে করিত মানবের মহত্ত্ব স্থাপন,
কাব্য-কল্পতরু কেবা করিত রোপণ ;—
ঐশিক যাহার বীজ, জন্মে দৈববলে,
সত্য মূল, শোভা যার অলঙ্কার দলে।

*　　*　　*

সামান্য কমল ফুল্ল সরসীর জলে,
“পদ্মফুল” নাম যার সাধারণে বলে,
“মধুময়ী রূপসী নলিনী রসবতী,”
কবি বিনা কে ভাষে এ মধুর ভারতী।
দেব-দিব্য-চক্ষে হেরি মূর্ত্তি প্রকৃতির,
প্রেম-মোহে মুগ্ধমতি কবি প্রণয়ীর।
শশী মুখ-শশী যার অম্বর—অম্বর,
প্রদোষ-প্রভাত-তারা আঁখি শোভাকর।
নিশ্বাস সমীর বহে, তারা হীরা-হার,
মেদিনী-নিতম্বে শুভ্র-সিন্ধু-কাঞ্চী যার !
রাশিচক্রে দ্বাদশাঙ্কে ব্যোম-ঘটিকায়
যাবৎ ঘুরিবে রবি শশী কাঁটা তায়,—
যাবৎ গরজি ঘোর প্রলয় বাত্যায়,
আছাড়িয়া আকাশে না ভাঙ্গিবে ধক্কায়,—

ও দৈবানুকূল ;—অবলম্বিত পদ তাহার ছায়া বা প্রতিযোগিতা মাত্র। সম্পাদকের কার্য্য স্বীকার করিলে প্রতিভা-অর্জ্জিত জীবিকা লব্ধ হইত,—অদম্য প্রকৃতির স্বাধীনতা রক্ষিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি ইচ্ছা করিয়া নিজ সৌভাগ্য স্রোতের সহজ গতি নিরোধ করিয়াছিলেন আমরা বলিতে পারি না, সুতরাং ভবিতব্যই তাঁহার বুদ্ধিকে ত্রুটিশীল করিয়াছিল। যাহা হউক, লোকবৃত্তি পরিশীলনেও তাঁহার উন্নত অধিকার জন্মিয়াছিল,—সুচতুর বুদ্ধিশক্তি কার্য্যক্ষেত্রে আশু কৃতকার্য্যতা প্রদান করিত, অতএব অবলম্বিত পদে অবিলম্বে যশোলাভ করেন। এই নিয়োগ পোষ্টার চরমকাল (১২৭৫ সাল) পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। পরন্তু, এত দীর্ঘকালের ইতিবৃত্ত এই কথায় নিঃশেষিত হইল না, কবির জীবন-প্রবাহের কতিপয় উত্তাল ঊর্ম্মি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট আছে ;—পাঠক অবহিত হও।

পর বৎসর (১২৬৭। বৈশাখ) সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিতা হয়েন। ইহাতে তিনি বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করেন নাই সত্য, কিন্তু অতীব ব্যথিত হইয়াছিলেন। দৈবের আকস্মিক অব্যর্থ লক্ষ্য প্রসারিত বক্ষে ধরিলেন, কিন্তু আঘাতে ভগ্নহৃদয় হইবেন বিচিত্র কি ? কোন মিত্র এই অপূর্ণ মনোরথ-বিগতার কতিপয় অন্তিম স্মৃতির আলোচনায় আক্ষেপ

গ্রহরাশি নাদিয়া বিলাপি ঘোর স্বরে,
যাবৎ না হবে পাত উন্মাদ-সাগরে,—
যাবৎ প্রকৃতি নাড়ী কিঞ্চিৎ নড়িবে,
কবি-যশো রবি দীপ্ত তাবৎ রহিবে !”

করিতেছিলেন, কবি "শ্মশান" * শীর্ষক নিজ রচনার একটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। যথা—

"ওখানে গগনে কা'ল ছিল এক তারা,
কে জানে কেমনে আ'জ কোথা হ'ল হারা?
বারিধি-বিপুল-কূলে বালুকা বিস্তার,
কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার?"

সুরেন্দ্রনাথের প্রেমভাব পরম পবিত্র,—সকল শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তির নেতার ন্যায় সজীব ছিল। কবির হৃদয়-বিদেরা বলেন, এই সহজ-প্রেম পরতন্ত্রতা, চিরদিন তাঁহার পরম সুখ সম্পাদন করিয়াছিল। কোন রহস্য-প্রিয় সঙ্গী, সুরেন্দ্রকে "বর্ত্তমান শতাব্দীর গৌরাঙ্গচন্দ্র বলিতেন,—" কেবল কান্তি-সাদৃশ্য জন্য নহে, তাঁহার প্রেমমধুর—ভাবগভীর লোকলীলাও এ কথার পোষকতা করিত। যাহা হউক, আমরা উপরে ইহাঁর সাংসারিকতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি,—বক্ষ্যমাণ প্রেম-ভাবের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, বিচার্য্য নহে। কিন্তু ইহ-সংসারে সর্ব্বত্র দাম্পত্য-কৌশল তদ্দ্বয়ের পরিপোষণ করে;—অতএব পত্নী-নিধনে কবির সাংসারিকতা ও প্রেম যুগপৎ নিরাশ্রয় হইয়াছিল বলিতে হইবে। তিনি চির-অভ্যস্ত সুহৃৎ-সহবাসের স্বল্পতা সাধন করিলেন,—আদরের বিষয় কর্ম্মেও আর আস্থা রহিল না। ফলতঃ, এই দৈব-বিড়ম্বনার ব্যবধান হইতে অল্পে অল্পে যখন তাঁহার মনের ভাবান্তর হইতেছিল, তৎকালে পোষ্টার গ্রন্থাগারে দুইটী

* এই প্রবন্ধে নবরসের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'হাস্যরস" তত উজ্জ্বল নহে।

নূতন সঙ্গলাভ হয়। প্রথম পরমহংসে (১), দ্বিতীয় মৌলবি সাহেব (২); উভয়ই অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। কবির সঙ্গীত-অভিজ্ঞতা অনুক্ত নাই, যাহার আতিশয্যে সেতার অভ্যাস এবং উন্নতি-কাম হইয়া মৌলবির বাসায় যাতায়াত করিতেছিলেন;—যে স্থল সুরা ও বারাঙ্গনার রঙ্গ-ভূমি বলা যাইতে পারে। স্বরূপতঃ ঘনিষ্টতা বদ্ধ হইলে, বান্ধবের গুণের সহিত কতিপয় দোষও তাঁহাতে সংক্রমিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম স্থলে জয়দেবের ন্যায়, আমাদের দুর্ব্বল লেখনী বিরাম লাভ করিল। কবির নিরপেক্ষ লেখনী অবতারিত হইয়া সত্যের অনুসরণ করিবে, পাঠক! উদগ্রীব হইয়া দেখ।

কবি এই সময়ে রঙ্গপুরস্থ তাঁহার বন্ধুকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার দুই এক স্থল এখানে গৃহীত হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

---

(১) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ শান্তির সমকালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কাশ্মীরাদি সীমা প্রদেশ দেখিয়া যখন কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন, তৎকালে এই পরমহংস বিপন্ন হইয়া নিরুপদ্রুত বঙ্গদেশ উদ্দেশে পলায়ন করেন। কাশীধামে পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস পরম পণ্ডিত, বেদবেত্তা ও একেশ্বর-বাদী।

(২) মৌলবি দিল্লীর সম্রাট্-মান্য সারদবংশীয়। অতিতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন সুপণ্ডিত। আরব্য, পারস্য, উর্দ্দু প্রভৃতি যাবনিক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং ইংরাজীও কিছু কিছু জানা ছিল। দর্শন ও সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট ক্ষমতা ছিল, কিন্তু ঘোর নিরীশ্বর-বাদী।

এই অসাধারণ ব্যক্তিদ্বয় ঠাকুর বাবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। হস্তে কোন কার্য্য ছিল না, অথচ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পুরস্কারে প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। পণ্ডিতদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইলেই তত্ত্ব-যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইতেন, যাহা কবির গভীর মধ্যস্থতা ভিন্ন নিষ্পত্তি হইত না।

কলিকাতা।

১২৬৮।১০ই আশ্বিন।

"দেশ-হিতৈষিতা ন্যায়পরতা ও করুণা এ সমস্তই গুণাভিধেয়; —পরস্পরকে পরস্পরের অভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু পানানুরাগ, কাম-মত্ততা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি দোষাভিধান গুলির পরস্পর কি প্রণয়! একের অবস্থান স্থানে একে একে প্রায় সকলগুলিই সমবেত হয়। মাতাল, মিথ্যুক লম্পট ও চোর বলিয়া প্রায় এক ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা যায়। তুমি জ্ঞাত আছ, এক কাম ভিন্ন অন্য স্বভাব দোষ আমার ছিল না। কিন্তু সেই এক দোষের প্রভাবে ক্রমে সমুদয় দোষের আধার হইয়া, এখন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বভাবকে নিহত করিয়াছি। বিধাতা যেরূপ মানুষ আমাকে করিয়াছিলেন, আমি আর সেরূপ নাই;—আপনি আপনাকে পুনঃ সৃষ্টি করিয়াছি। জগদীশ! আমার এই সকল পাপের দণ্ড জন্য তোমাকে তীক্ষ্ণতর যন্ত্রণা-ময় নব নরক সৃষ্টি করিতে হইবে।"

কলিকাতা।

১২৬৮।২১ এ ফাল্গুন।

"আমার মতে দুঃসময়ের অর্থ একটি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব সুদীর্ঘ সময়। যাহার পল—প্রহর, দণ্ড—দিবা, ও মাস—মন্বন্তর বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রধান গুণ এই যে, অতি অল্প পর-মায়ু অধিক জ্ঞান হয়; দশ বৎসর বাঁচিলে বোধ হয় দশ সহস্র বৎসর জীবিত আছি। * * * * * * * ইয়ুরোপীয় অনেক কোমল-

প্রকৃতি কবি, নির্ধন কৃষি-জীবিগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "যাহারা সুললিত গাথা গানে মানব মন মোহিত করিত, যাহারা সুকোমল-ভাব-সম্পন্ন কবিতা-কলাপ প্রণয়নে পারগ ছিল,—যাহারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন-শোভা সম্পাদন করিতে পারিত;—প্রকৃতি দেবী যাহাদিগকে এই সকল গুণ-ভাজন করিয়াছিলেন, এমত কত ব্যক্তি দৈন্যতা বশতঃ জঘন্যভাবে জীবন যাপন করিয়া পরিশেষে অনন্থশোচিত মৃত্যু-মুখে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। দৈন্যদশারূপ তুষার-প্রপাতে তাহাদের অন্তর্নদী-গতি চিরদিনের জন্য নিরোধ হইয়াছিল।"

"হায়! কীর্ত্তি দেবীর অঙ্ক পালিত সে ভুবন-বিখ্যাত অবতার-গণই বা কোথায়? আর মাদৃশ হতভাগ্যই বা কোথায়! দুরবস্থা, কঠোর করে সে কুসুম-চয়কে যতই বিদ্রাবণ করিয়াছে, ততই তাহাহইতে সৌরভ বিস্তার হইয়া জগৎ আমোদিত করিয়াছে। দুর্ঘটনা ঘনঘটা সে রবিচয়কে সমাচ্ছন্ন না করিয়া কেবল সান্নিধ্য দ্বারা তাহার গৌরবাধিক্যের কারণ হইয়াছিল।"

কলিকাতা।

১২৬৯। ১লা ভাদ্র।

"——সুজন বা স্বজনানুরাগ সন্ধ্যারাগের ন্যায় ক্রমে বিলীন হইয়াছে;—অন্তরাকাশ নিষ্প্রভ, আর তাহাতে সন্তোষ-সুধাকরের উদয় হইবে না। হায়! কঠোরতা কি আমার স্বভাব? যে আমি একটি সহৃদয় ব্যক্তির সমাগমে অবনিকে স্বর্গনির্ব্বিশেষ জ্ঞান করিতাম,—যে আমি সংসারে আজীবন ক্ষিপ্তভাবে "প্রণয়, প্রণয়" প্রলাপ বাক্য অবিরাম উচ্চারণ করিয়াছি,—কবিতা,

বনিতা, মিত্রতা, প্রভৃতিকে স্বর্গের প্রতিনাম জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি, - কত কল্পিত প্রণয় আখ্যায়িকা পাঠে প্রণয়ি-দম্পতীর সারল্য-পূর্ণ ললিত মুখমণ্ডলের ধ্যান করিতে করিতে রাগ-ভরে অবসন্ন হইয়াছি,—তাহাদের বিচ্ছেদ বিড়ম্বনা পাঠের ধার, অশ্রুধারে পরিশোধ করিয়াছি,—(হায়! কত পুস্তকের কত স্থানে এখনো লবণাক্ত-অশ্রু কলঙ্ক সন্নিবেশিত রহিয়াছে।) সে আমি কিজন্য এরূপ হইলাম! * * * *

* * * * আমি দুর্ব্বল দরিদ্রকে ঘৃণা করি,—সবল ধনীকে ভয় করি,—যাহাদিগকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে, তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি। * * *

কলিকাতা।

১২৬৯। ২৫এ পৌষ।

"যদিও এ জন্মে আর সুখী হইব না, তথাচ দুঃখের লাঘব হওয়া সম্ভব। আর কিছু না হয়, বিরল-প্রদেশে নির্ঝর-জল-পানান্তে উপবিষ্ট হইয়া, আপনার আদ্যোপান্ত (সেই আশা-চপল সুখময় শৈশব কাল হইতে, বর্ত্তমান দীন হীন দশাপর্য্যন্ত) ধ্যান করিয়াও একপ্রকার বিষাদময় সুখাস্বাদন করিতে পারিব।

যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তোমাকে আমার জীবন ইতি-বৃত্ত জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিশেস কহিবে না। বলিবে, তাহার জীবন-পত্র এত অপরিষ্কার—স্থানে স্থানে মসীমণ্ডিত—অশ্রুজলে কলঙ্কিত—যে তাহা পাঠ করা যায় না। সম্প্রতি তাহা শতধা খণ্ড খণ্ড ও ঘটনা-পবনে চালিত হইয়া গিয়াছে;—কোথায়

পতিত হইল কে জানে ? হয় জলস্রোতে পতিত হইয়া ইতস্ততঃ ভাসমান হইতেছে,—অথবা কোন অন্ধতম-গিরি-গহ্বরে সন্নিবেশিত আছে। তাহার দুই এক বর্ণ যাহা আমার মনে আছে, তাহা শুনিয়া তুমি কিছুই বুঝিবে না।”

উপস্থিত সময়ে কবির বাক্যই “বিরাগ” ও কার্য্যই “উচ্ছৃঙ্খলতা” নাম পাইতে পারে। প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত,—সুরা অনুপান। উপরিস্থ পত্রীচতুষ্টয় মলিন প্রেমের অপরিপাক ;—যদিও একই বিরাগসম্ভূত, কিন্তু প্রথম অনুতাপ—দ্বিতীয় অনটন ও তৃতীয় বিরক্তি ব্যঞ্জক মাত্র। ভাল, চতুর্থ পত্রী বিদায় চায় কেন ? কলিকাতায় কত মধুর-রসনা দানবী, কত লোল-লোচনা যক্ষিণী, কত বরবর্ণিনী পিশাচী আছে; কে তাঁহাকে ব্যথিত করিল ? নক্র-মকরময় বার-সাগরে প্রণয়-মণির খনি নাই ;—কবি কি লইয়া যান্ ? এ দিকে মিত্র ১৩ই মাঘ দিবসে আর এক পত্রী পান, তাহাতে ছিল ;—“প্রিয় ! আমি কা'ল থেকে কলাতলায় কুলকামিনীকুলের কমনীয় করকলাপ কর্ত্তৃক কনকনিভ হরিদ্রাক্ত হ'তে হ'তে কঙ্কণনিকরের ঝঙ্কারনাদ কর্ণস্থ কচ্ছি” !! প্রিয় আশ্বস্ত হইয়া রহিলেন !

১২৬৯ সালে কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত-গৃহ-সংসৃষ্ট পাত্রীর সহিত এই বিবাহ নির্ব্বাহ হয়। কবির বয়ঃক্রম তৎকালে ২৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। সময়টি, তাঁহার বিগত-পতন ও ভাবী-উত্থানের সন্ধিস্থল বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে। তিনি প্রণয়-অন্বেষী, কি প্রেমের সন্ন্যাসী, যাহাই হউন না, অসাধু-সেবিত পথে অভীষ্ট লাভ হইবে সম্ভব কি ? সুতরাং এই আত্ম শোধনের শুভ সুযোগ উপস্থিত, তিনি পুনঃ সংসারস্থ। কিন্তু কার্য্যতঃ সে শক্তি এখন ভবিষ্যতের সংশয় গর্ভে নিহিত ছিল। বোধ

হয়, প্রেমে কাঠিন্য ধারণ করিতে স্বয়ং আহুত হইতেন।* তিনি কখন বন্ধুজন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উগ্র হৃদয়ে অবলম্বিত পথের অনুসরণ করিতেন, আবার অনন্ন-অনুতপ্ত-চিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছার প্রতিকূলে বল-প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রেম যেন মল্ল-যুদ্ধে মত্ত হইয়াছিল;—যাহার কোন পক্ষ দুর্ব্বল দৃষ্ট হইত না। যাহা হউক, যথাকালে দাম্পত্য-প্রভাব, ইহার সন্ধিবন্ধন সমাধা করিয়া দেয়।

১২৭১সাল পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বিষয়ব্যাপার, ঘর-বাহির ও বন্ধুবল, সকল দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া যশোহর যান ও মাতাকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র সংসার সংস্থাপন করেন। পবিত্র-উপস্থিতি, অতর্কিতরূপে তাঁহার কলুষক্ষালন করিয়া আত্মায় শান্তি সেচন করিল। ১২৭২ সালে কবি পীড়িত হয়েন ও উদার আত্মনিবেদন (Confession) দ্বারা পরম পিতার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা চান। তাঁহার আধুনিক রচনা অধিক অপহৃত হইয়াছে; যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে অনুবাদ অধিকাংশ। মহাভারতের "কিরাতার্জ্জুনীয়" পোপের "ইলৈসা এবিলার্ড," গোল্ডস্মিথের "টাবেলার" ও মুরের "আইরিস মেলাডির" অনেকগুলি স্তবক হৃদয়গ্রাহী ছন্দে গ্রথিত হইয়াছিল; কিন্তু "স্বজনি লো" ও "মৃত্যু-চিন্তা' (১) প্রভৃতি তাঁহার কাব্য-কাননের কতিপয় সুরভি কুসুমও বিদ্যমান আছে।

---

* কবি এই অবস্থাগত হইয়া নিজ হৃদয়ের যে সকল চিত্র তুলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কি করি অবশ আমি স্রোতে তৃণপ্রায়" ঠিক এই সময় হয়।—"নলিনী" নামে মাসিক পত্রিকার দ্বিতীয় পল্লবের ৯ম সংখ্যায় মুদ্রিত আছে।

(১) "নলিনী" তৃতীয় পল্লব—দ্বিতীয় সংখ্যা।

১২৭৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বার অপস্মার পীড়াক্রান্ত হয়েন। এই অবকাশে বিষয়-ব্যাপারে অলিপ্ততা ও প্রতিভার পরিশীলনে যত্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। সুরাপানের অশুভকারিতা হৃদয়ঙ্গম ছিল, তৎসম্বন্ধে "নবোন্নতি !!' নামে আখ্যায়িকা ও "মাদকমঙ্গল" (১) সৃষ্টি করেন। কবিবর গ্রের, "এলিজি" বঙ্গ অঙ্গে পরিণত হয় (২)। এবং পর বৎসর (১২৭৫ সালে) "সবিতা সুদর্শন" ও "ফুলরা" যমজ জন্ম গ্রহণ করে। পর বৎসর "ব্রাভো অব ভিনি-সের" (Bravo of Vinicc) ও গ্রীক পণ্ডিত প্লেটোর আত্মার অবিনশ্বরতার (Plato's Immortality of the soul) অনু-বাদ সঙ্কিত হয়। এই শেষোক্ত রচনা, ব্যাপক কালে গাঢ় গবেষণায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কবি তিন বৎসর কাল গভীর পাণ্ডিত্য দ্বারা ইহার অবতরণিকা ও টীকা সমস্ত প্রস্তুত করেন, যাহাতে মূলে সক্রেটীসের জীবনী ছিল, এবং টিপ্পনীতে পৃথিবীর ভুত-বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিশ্বাস, নব্য বৃদ্ধ দার্শনিক-সত্য ও প্রাচীন গ্রীক ভারতের আচারগত সাদৃশ্য সকল, সাবধানে আলোচিত

---

(১) হেয়ার স্কুলের অন্তভর অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর বাবু প্যারীচরণ সরকার "সুরানিবারিণী" সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রিয় ছাত্রের এই আখ্যা-য়িকা ও মাদকমঙ্গল দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করেন।

(২) কবি, তাঁহার হেয়ার স্কুলের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী পদ্য-অধ্যাপক বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে এই অনুবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা অবিকল গ্রহণ করিলাম।

'If ever this translatiou goes to the press, it shall be dedicated to Babu Neelmony Chukerbatty, with whom I read the piece, It is his thorough explanation which has enabled me to translate a poem that is as poetic, and not without the touch of abstract metaphysics.',

হয়। এতদ্দ্বারা প্রণেতার ভূয়ো দর্শন ও বিচারশক্তি যেন সমস্ত সৃষ্টির পরিচয় লইয়াছিল (১)।

অচিরাৎ ভ্রাতার প্রতি দুইটি মহান্ উপদেশ প্রদত্ত হয়। প্রথম,—"পরিশ্রম ও তাহার উপকারিতা, দ্বিতীয়,—"আলস্য ও তাহার অপকারিতা। (২) ব্রাহ্মণ, এই সর্ব্ব-স্বীকৃত সত্যদ্বয়কে পরীক্ষা তুলায় লইয়া ধীর গতিতে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। আমরা অনেকের প্রকাশ্য উপদেশ শুনিতে পাই, কিন্তু এরূপ গুপ্ত ও গভীর-গর্ভ নীতিলাভ অল্পই হইয়া থাকে। আলোচক ইহাতে লোকবৃত্তি ও মনো-বিজ্ঞান পরিশীলনের ফল পান, এবং বুঝেন ইহারা মার্জ্জিত চিন্তা, বিস্তীর্ণ-জ্ঞান ও প্রভাবশীল আত্মা কর্ত্তৃক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

১২৭৬ সালের শেষে "চৈত্র মেলার" জন্য "ভারতের বৃটিশ-শাসনপরিদর্শন প্রণীত হয়। ইহাতে প্রচলিত-রাজ্য-তন্ত্রের পূর্ণ-মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছিল। রাজনীতি-ঘটিত এত গভীর রচনা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই মহাপ্রবন্ধ সরলতা, সহৃদয়তা ও মিতভাষিতার মিলনস্থল। সুরেন্দ্র নাথের "শাসন-প্রথাও" সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক পরিষ্কার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কেবল

---

(১) কবি স্বকৃত সমস্ত রচনাপেক্ষা ইহার গৌরব করিতেন, এবং নিকটে রাখিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বহির্গত করিয়া দেখেন, কীট ইহার এক বর্ণও জীবিত রাখে নাই। কবি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন, "আমার আজন্মের যত্নসঞ্চিত আর আর লেখা সকল নষ্ট হইয়া যদি এইটি মাত্র অবশিষ্ট থাকিত, এত দুঃখিত হইতাম না।

(২) "নলিনী" নামে মাসিক পত্রিকার ১২৮৮ সালে চতুর্থ সংখ্যায় আরব্ধ হইয়া প্রবন্ধদ্বয় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কবির খণ্ড কাব্য-সন্ধ্যার প্রদীপ "চিন্তা" "খদ্যোতিকা" "ঊষা" প্রভৃতি বিস্তর রচনাও তাহাতে প্রকটিত আছে।

স্বার্থপর-শক্তি ও দুর্ব্বল শঙ্কাদ্বারা ইহা স্থাপিত ও স্বীকৃত হয় নাই। স্নেহ ও ভক্তি ভূমিতে ইহার মূল নিবদ্ধ। যদিও দীর্ঘকাল গত, কিন্তু ইহাদের উপযোগিতা এখনো অন্তর্হিত হয় নাই।

আমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিস্তর পরিত্যাগ করিয়া কবির বিশেষ বিশেষ রচনার উল্লেখ করিলাম; কিন্তু ক্ষোভ এই, কেহই পাঠকের পরিচিত নহে। কাব্যশক্তি তাঁহার ইহ-পারমার্থিক ভাব, কিম্বা প্রেম-পরিচালনার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত;—যশের জন্য নয়। ১২৭৭ সালে জনেক আত্মীয় চুরি করিয়া তাঁহার "সবিতা-সুদর্শন" ছাপাইয়া দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া বিশেষ বিরক্তির হেতু হয়; মুদ্রাঙ্কনে ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি তাবৎ পুস্তক আবদ্ধ করেন; কালে কেহ এক আধ খানি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা কবির ধর্ম্মজীবন বিবৃত করিব; যাহা বর্ত্তমান সময় হইতে সমীচীন সজীব হইয়াছিল। অনেক সত্যানুরাগী ধার্ম্মিক লোক আছেন, যাঁহার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ,—দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ সেরূপ ছিলেন না,—তাঁহার আকৃতির সহিত প্রকৃতির বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল;—দেখিলেই সারবান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া আস্থা ও আসক্তি উপস্থিত হইত। যদিও এ বিষয়ে পূর্ব্বে অধিক বলা যায় নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্তোত্র প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরানুরক্তি রক্ষিত হইয়াছে। যে দিন একটি অনুবাদের ব্যপদেশে বলিয়াছিলেন "যামিনী প্রলয়রূপা সুষুপ্তি মরণ," সে দিন তাঁহাকে তত্ত্ব-বর্ত্মের প্রাচীন পান্থ বলিয়া অনেকের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার চিন্তা,—পরিণাম সহ, কার্য্য,—ঔচিত্যপূর্ণ, ও বাক্য,—সারত্ব

সিদ্ধ হয় ;—এবং ভগবদ্ভক্তি ও কাব্য-শক্তি মৈত্রী ভাবে যুগপৎ তাঁহার অনুসরণ করে। বাস্তবিক, পূর্ব্বে যাহাকে আমরা কবির প্রেম ভাব বলিয়াছি, এখানে তাহাই তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ এই প্রেমই, প্রিয় সঙ্গমে ব্যগ্র ও ইহ-সংসারে লালায়িত হইয়া নিত্য-সিদ্ধ ঈশ্বরে বাহিত হইয়াছিল। (১) জগৎকারণের অস্তিত্ব ও স্বরূপ পরিজ্ঞান পক্ষে তিনি সহজাত সংস্কার অভ্রান্ত বোধ করিতেন। যুক্তি, বিচার, পরীক্ষা ও জ্ঞান ঐ সংস্কার-শিখরের স্তম্ভমালা ;—কিন্তু অভ্যন্তরভাগে বিশ্বাস, প্রেমভক্তি ও সাধনা উহার সোপান ছিল। তিনি সকল ধর্ম্মের পোষকতা করিতেন ; কিন্তু কোন আধুনিক সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্য কি উপাসক হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার উপাসনাও এক প্রাচীন পদ্ধতির ছিল ;—স্রষ্টার সাক্ষাৎ প্রেমে হৃদয় পূর্ণ ও স্তম্ভিত হইত,—কবি গভীর ধ্যানাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন ;—দেশ-কালের বাধা থাকিত না। আমরা অনেককে দেখি, যাঁহারা সুরেন্দ্র নাথকে অন্তর্জ্জগতের কবি বা অদ্বিতীয় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া জানেন ;—এবং তাঁহার শেষবর্ত্তী প্রত্যেক রচনা আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত বিবেচনা করেন। বস্তুতও তিনি কবি ও সাধক ছিলেন ;—কবি-সেব্য চৈতন্যের সেবা করিতেন, সংসার চিন্ময় দেখিয়া অন্তর্বহির্গত-একতা রক্ষা করিতেন। ঈদৃশ মহাচরিতে দয়া, ধৈর্য্য, বিনয় ও ন্যায়পরতা

---

(১) কবি আদৌ শাঙ্করভাষ্যযুক্ত "বেদান্তসূত্র" দেখিয়া "অদ্বৈতবাদে" বিশ্বস্ত হইতে যান, কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাহাতে আশ্বস্ত হইল না। তিনি শীঘ্র ঐ মতের অপূর্ণতা বুঝিয়া দেশীয় ধর্ম্মের দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা অবলম্বন করেন। এই উদ্যমে দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট রূপ চর্চ্চা হইয়াছিল।

প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলের প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হইয়া থাকে; কিম্বা যখন তাঁহার প্রেমের পরমত্ব ছিল, আনুষঙ্গিক এই সকল সদ্‌বৃত্তিও বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। কারণ উহারা প্রেম-সুরতঙ্গিণীর শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাহউক, বর্ণিত পন্থায় উত্তীর্ণ হইয়া কবি সন্দিগ্ধ চক্ষে, পুনরায় বিষয়-কর্ম্মকে কটাক্ষ করিলেন; সে কি তাঁহার সাধনার অন্তরায় নয়? দেখিলেন, সে কখন তাঁহার হৃদয়ে প্রেমামৃত সিঞ্চন করিল না। তিনি আর তাহার সেবা করিলেন না;—বিষয়ও বিদ্বিষ্ট বন্ধুর ন্যায় আর তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন দেয় নাই।*

১২৭৮ সালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কবি মুঙ্গের যাত্রা করেন। পূর্ব্বে বৈষয়িক প্রয়োজন জন্য বারম্বার তথায় যাতায়াত ছিল। "পীরপাহাড়ের গিরি-গৃহ" ইহাঁর বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিজন পার্ব্বত্যপ্রদেশ "মহিলার" জন্মভূমি। আগন্তুক এখানে অখণ্ড অবকাশ ও বিরল অবস্থান পান; লেখনী লইয়া ধ্যানস্থ হইলে, প্রকৃতি তটস্থ হইয়া অন্তর্জ্জগতের দ্বার মুক্ত করিয়া দিতেন। সত্য সুরেন্দ্রনাথের সকল কবিতাই প্রেমমাখা; তাঁহার প্রেমকেই কবিতা, কি কবিতাকেই প্রেম বলি, সহসা অবধারণ হয় না।

---

* কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠে প্রতীয়মান হয়, যে তাঁহাদিগের চরিত্র ও কার্য্য প্রণালী সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দের তত্তদ্বিষয় হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র। পরিণাম-দর্শনশূন্য ও সামাজিক নিয়মের প্রতিকূল-ব্যবহারী, তন্মধ্যে বহুজনকে দেখিতে পাওয়া যায়; বুদ্ধি-শক্তির অভাব, স্বরূপতঃ ঈদৃশ প্রকৃতির কারণ নহে। মানব-সমাজের আদিম অবস্থা হইতে কবিগণ সমকালবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্। মনোবৃত্তির মধ্যে ভাববৃত্তির পরিচালনা করাই তাঁহাদের পরম ও একমাত্র ব্রত। প্রচলিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়ম-সমূহ স্বরূপতঃ সমাজের শুভ-সংসাধক। সে নিয়ম পালন করিতে গেলে, অনেক স্থলে ভাব-বৃত্তির বিরোধী হইতে হয়;—এবং ভাব-বৃত্তির পরিচালনায় অনেক স্থলে সে নিয়মের ভঙ্গ হয়। কবিগণ স্ব স্ব পন্থা পরিত্যাগ করিতে পারেন না,

তথাপি "মহিলায় তাহার পূর্ণ-বিকাশ প্রতীয়মান হয়। কিম্বা কবির হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেম ও কাব্য-শক্তি পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতায় এযাবৎ বর্দ্ধিত হইতেছিল, "মহিলায়" উহাদের চরম ও একতা সম্পাদিত হইয়াছে। এবং এই সমবেত-বলনিষ্পন্ন বলিয়া ইহার রচনা এত সতেজ বোধ হয়। উপস্থিত অংশে দৃষ্ট হইবে, কবি দেহার্দ্ধ-ভাগিনীর প্রেম-ঋণ সবৃদ্ধি পরিশোধ করিয়াছেন।

বর্ষারম্ভে কবি মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাস্থ হয়েন। এখন বিষয়-কর্ম্ম না থাকুক, কিন্তু তাদৃশ মনস্বি-আত্ম-শোধককে জড়প্রকৃতি কে বলিবে! কবি, কার্য্যতঃ অতিরিক্ত অনলস ছিলেন;—কখন শূন্য হৃদয়ে জাগ্রত-নিদ্রার উপভোগ করিতেন না। তদবস্থ লোকের অনেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে হয়, সকলেই জানিতেছেন;—বিশেষ তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এত বলবতী ছিল যে, কোন বিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতেন না। তজ্জন্যেও সর্ব্বদা সাধ্যাতীত শ্রম-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। তাঁহার

সুতরাং সামাজিক নিয়মকে ভঙ্গ করেন। যাঁহারা তদ্রূপ আচরণে কুণ্ঠিত তাঁহাদিগকে প্রাকৃত কবি বলা যায় না। জন-সমাজ যত বদ্ধমূল হয়,—তাহার নিয়ম-নিচয়ের পূজা ও গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকে কবিতা ততই অন্তর্হিত হন, ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ বিষয়। বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজে উন্নত অবস্থায় কেহ সামাজিক নিয়মের বিপরীত ব্যবহার করিতে সাহস পান না; সুতরাং সে কবিতাও আর নাই। বাস্তবিক কবি হইতে হইলে অনেক ক্ষতি, অনেক বিদ্বেষ ও বিস্তর দুঃখভোগ করিতে হয়;—নচেৎ প্রকৃত-কবিত্বের উপভোগ হয় না। কোন এক বিষয়ে সিদ্ধ হইতে হইলে অন্যান্য সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিশেষতঃ ভাবাত্মক সত্যশরীরী কবিতার পথ, সমাজ পন্থার নিতান্ত বিপরীত দিগ্‌গামী; সুতরাং বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। এখন বিদ্যা বুদ্ধির বাহুল্য সত্ত্বেও কবিগণ অভাজ্য দৈন্যভোগ কেন করেন অনেকে বুঝিতে পারিলেন। সুরেন্দ্রনাথও প্রকৃত কবি এবং কবির পন্থাচারী ছিলেন।

জীবন-কালের সহিত রচনা-রাশির পরিমাণ করিলে, শেষোক্তই অধিক হইয়া উঠে; অতএব মানসিক-শ্রমকারিতার পক্ষেই বা বক্তব্য অবশিষ্ট কি! পরন্তু ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সতত স্বাস্থ্য পতন হইত; ইহা সাংসারিক অনুন্নতির অন্যতর হেতু বটে। কেহই তাঁহার অপ্রিয় ছিল না সত্য, কিন্তু তোষামোদ চাটুবাদে বৈরিবৎ বিদ্বেষ ছিল; ঈদৃশ আচরণকেও লৌকিক উন্নতির প্রতিরোধ বোধ করিতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল, সামান্য অশন বসন দ্বারা আত্মপোষণে অক্ষম লঘুচেতারাই উন্নতি-কাম হইয়া অন্যের আনুগত্য করে ও পর পর নীচতাকে প্রাপ্ত হয়; পক্ষান্তরে, সংসার-নাট্যে সর্ব্বোপরি অর্থ-সাধন অত্যাজ্য অভিনয়;—তদভাবেও ক্রিয়া অঙ্গহীন হয় সংশয় কি! এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র সুরেন্দ্রনাথকে স্ব স্ব গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন; তন্মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানগুরুর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞতানত এবং তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের আর্থিক অবলম্বন ছিলেন। অনন্তর ৭৮ বঙ্গাব্দের বিদায় দানে "বর্ষবর্ত্তন *" বিবৃত হয়। এবারে কবির মুক্তমুখ লেখনী অবাধে বলিল—

"এই যে এখন ধন লোভের কারণ,
বড় লোক বল নীচ জনে।"

১২৮০ সালে সুরেন্দ্র, বিপুল-ব্যয়-সাধ্য এক ব্যাপক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ইহা কর্ণেলটড্‌কৃত রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

---

* "নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে" ১৯২৮ সম্বতে কোন বন্ধু কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। লেখকের নাম নাই।

সাধনার অত্যাজ্য ফলে, রচনা-কার্য্যে তাঁহার যে নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনিই এই মহাদীক্ষার যোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই। যন্ত্রাধ্যক্ষকে অংশী করিয়া পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন ছিল;—কিন্তু এবার অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রবীণ ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিত বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। যন্ত্রাধ্যক্ষ গ্রন্থগুলিকে বিষয়োপযোগী সুন্দর অক্ষর ও কাগজাদিতে সজ্জীভূত করেন, মূল্যও যথোচিত অল্প ছিল;—দেশ-কাল-গ্রাহক অনুসারে এ অবস্থায় ব্যয় বহন করাই দুরূহ হইয়াছিল,* লেখক আর কি পাইবেন!

কবি পূর্ব্বেও দুই একবার উৎসাহ ভঙ্গ হয়েন। তিনি ঈদৃশ স্থলে দৈবশাসন স্বীকার করিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকিতেন। কিন্তু এই "দৈব" কি "অদৃষ্টবাদ", প্রত্যক্ষ সিদ্ধ "নিয়ম শাসনের" প্রভাব ভাবিয়া শিক্ষা করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ সামাজিক ও ব্যক্তিগত শুভাশুভকেও নির্দ্ধারিত নিয়মের অধীন বলিয়া জানিতেন;—এবং নিয়মের সহিত নিয়ন্তার সত্তা উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার নিকটে "অদৃষ্ট" ও "পুরুষকার", "দৈবশাসন" ও "নিয়মের" অধিক পার্থক্য থাকিত না। বাস্তবিক এই সকল ধর্ম্ম-জীবনের সম্পত্তি তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি শেষ-জীবনে ভক্তাবতার চৈতন্য-সেব্য "দাস্য-মুক্তির" মহিমায় বিস্তর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। শাক্ত ধর্ম্মের উপাস্য উপাসকে মাতা পুত্রের নৈকট্য ও প্রেম দেখিয়াও আশ্বস্ত হইতেন। তিনি প্রত্যাশা করিতেন, কালে সকল ধর্ম্মের বিরোধ মিটিয়া জগতে এক মহা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ক্রমে তিনি যোগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন;—এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার গূঢ় আধ্যাত্মিক যোগ নিবদ্ধ করেন। হিন্দু-ধর্ম্মের আদিক্ষেত্র কাশীধাম গিয়া সদ্গুরু-

সেবা ও আত্মার শেষ অভাব মোচন করিবেন প্রয়াস হইয়াছিল ; চির-প্রিয় রচনা ব্যবসায়ে ঔদাসীন্য অবলম্বিত হইল। এক দিকে মুক্তভাবের অরুণিমা, এদিকে কাব্যদীপ নির্ব্বানোন্মুখ ;—ঈদৃশ সময়ে জনৈক পরমাত্মীয় অভিনেতার অনুরোধে কবি "হামির" নাটক গ্রন্থন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নাটক রচনায় রুচিরও ভিন্নতা ছিল। অতএব কবির অন্যান্য লেখার তুলনায় "হামির" অনেক ন্যূন হইয়াছে বলিতে পারা যায়। পরন্তু এরূপ হইলেও ইহা অভিনয়ে উত্তম হইয়াছিল এবং ইহার "পদ্মিনীর" গীতের তুলনা নাই।

সুরেন্দ্রনাথ কোন সময়ে হৃষ্ট-পুষ্ট-সবল ছিলেন না ; তজ্জন্য কখন কখন নিজ শরীর-যন্ত্রের প্রকৃতিগত কোন অজ্ঞাত ত্রুটির আশঙ্কা করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন হইয়াছিল, তাঁহার চরিতজ্ঞ এ কথা স্বীকার করিবেন না। উপস্থিত অবস্থায় শরীর তপঃ-ক্লিষ্ট ও আত্মা প্রভাব-পূর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই সময় কলুষিতচিত্তে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস হইত না। যাহা হউক, চিরদিন তাঁহার চিন্তাস্রোত এরূপ বেগে বহিয়াছিল যে, তাহাতে তাঁহার জীবন কালের অনেকটা হ্রাস হইয়া আইসে। বোধ হয়, কবি স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ছয় মাস পূর্ব্বে নিজ জন্ম-পত্রিকার যথাস্থল চিহ্নিত করিয়া স্বগণ সমক্ষে প্রকাশ করেন, জ্যোতিষ সত্য হইলে অন্ততঃ দুই নিমিষের জন্যও তাঁহাকে মৃত্যু-শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে। দুই নিমিষের মৃত্যু কিরূপ, জিজ্ঞাসিত হইলে, কতিপয় বিসূচিকা-হত, বৃষ্টিসিক্ত হইয়া যেরূপে পুনর্জ্জীবিত হয়, আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইল। কবির পিতা ঐ পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ; অতএব আপনাকেও তাঁহার দশন-পংক্তির অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ

করিতেন ! এই ভাবী অনুমানগুলি কিরূপে সংকলিত হইয়াছিল, আমরা জানিতে পারি নাই। কবি দীর্ঘকাল পরে এই সময়ে প্রণয়িনী বীণাপাণিকে অতি করুণ সম্বোধন দ্বারা শেষ প্রেম-উপহার দেন।

সুরেন্দ্র ৮৪ সনের শেষভাগে সহসা প্রবোধিত হয়েন ; ইচ্ছা, পূর্ব্ববৎ কার্য্যবিশেষে ব্যাপৃত থাকিবেন। পদ্য মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতমর্ম্ম সাধারণ সুলভ করিবার জন্য ভগবদ্‌বন্দনা করিতে ছিলেন ; * কিন্তু অনেকে তাঁহাকে "রাজস্থান ইতিবৃত্ত" অনুবাদে বাধ্য করেন, কারণ তাঁহারা উহার পুনর্মিলন প্রত্যাশা করিতেন। ৮৫ সালের ২রা বৈশাখ অপরাহ্নে এই অনুবাদ

---

* "নমঃ শেষ শয্যা শায়ী ক্ষীর-সিন্ধু-জলে।
ফণামালা-বিস্তৃত বিচিত্র ছায়া তলে ॥
ফণায় ফণায় মণি প্রদীপ্ত মিহির।
পদতলে কমলা চপলা বসি স্থির ॥
আয়ত শরীর ক্ষণে লহরী দোলায়।
অঙ্গ যেন একত্রিত কোটি ভানু প্রায় ॥
তিমি তিমিঙ্গিল নক্র মকর ঘেরিয়া।
যাদোগণ নতি করে সভয় হইয়া ॥
রাজীব লোচন মুদে যোগের নিদ্রায়।
সমস্ত বিশ্বের ক্রিয়া স্বপ্ন বোধপ্রায় ॥
নমো গোলকের নাথ গোপিকা-রমণ।
সুঠাম চিকণ কালা মদনমোহন ॥
শিখি-পুচ্ছ চূড়া শিরে হেলাইয়া বামে।
দাঁড়ায়ে গোপীর মাঝে ত্রিভঙ্গিম ঠামে ॥

কার্য্যে বিরাম লইয়া, কবি মাতৃ ও সন্ধ্যাবন্দনা জন্য যাইতে-ছিলেন, কিন্তু কোন প্রিয় ছাত্রের কুশলার্থ ফিরিয়া বাহিরে যাইতে হইল। অনন্তর অর্দ্ধ রাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি অর্দ্ধাবশিষ্ট;—জীবন-বিম্ব বিলীন হইবার অল্পই বিলম্ব ছিল। ইংরাজী ঔষধ, তেজস্বিতা-বলে অন্তিম জ্ঞানের ব্যতিক্রম করে বলিয়া তদ্দানে নিষেধ ছিল; বিশেষ নিশীথ কালে কিছুই সুলভ হইল না। কবি মৃত্যুশয্যায় কোন কথা বলেন নাই, চাঞ্চল্য ছিল না;—তৎকালেও কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিমীলিত নয়নে ধ্যানস্থ ছিলেন। অনন্তর ৩রা বৈশাখ প্রাতে সকলকে শোকাকুল করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ পরলোক যাত্রা করিলেন।

এই দিন অপরাহ্ণ দুই তিনটার সময়, আকস্মিক ঘন-ঘটায় দিগন্ত নৈশতালিপ্ত ও বিদ্যুদ্বজ্রময় অজস্র বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে আত্মীয়গণ, কবির প্রাগ্‌বর্ণিত পুনর্জ্জীবন বৃত্তান্ত পূর্ণ-অর্থে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে সে বিষয় পরীক্ষিত হওয়া উপায় ছিল না।

বনমালা গলে দোলে আজানু লম্বিত।
কটি তটে পীতধটী বিজুলি বেষ্টিত॥
চরণে মঞ্জীর ভাসে মুখে বাজে বাঁশী।
প্রেমে বাঁকা নয়ন অধরে মৃদু হাসি॥
চারি পাশে রাস-রসে মত্ত গোপাঙ্গনা।
অনঙ্গ-প্রমত্ত অঙ্গ অঞ্জন-নয়না॥
মৃদঙ্গ মুরলী বিনা মুরজ মিলিত।
করতালি কঙ্কণ বলয় ঝঙ্কারিত॥

সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার ছাত্র ও সহ-বাসিগণের বিশ্বাস। ইহাঁরা সকলেই কৃতবিদ্য, বিশ্বস্ত ও ভদ্র;—পরস্পর কোন নৈকট্যও নাই, অথচ সমতান ও মুক্তকণ্ঠে বলেন—'সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজী-অভিজ্ঞতার ইয়ত্তা নাই, এবং তাঁহার অধ্যাপনা অব্যর্থ ফল দান করিত। পক্ষান্তরে তাঁহার জাতীয় পবিত্রতা বদ্ধমূল ও রুচি আর্য্য-বিশুদ্ধি-রঞ্জিত ছিল। তিনি ইয়ুরোপীয় জ্ঞানের অমিশ্রণে বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্মের সেবা করিতেন। সিদ্ধি, সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া, তাঁহার সাধনার সম্মুখীন হইত;—বাক্য ও কার্য্য এক যোগে নীতি উপদেশ প্রদান করিত।'

এই স্থলে আমাদেরও বলা উচিত, বিদ্যালয়-লব্ধ সামান্য শিক্ষা, ঈদৃশ অভিজ্ঞতার প্রসূতি নহে। যেহেতু অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টা কাল বিরলে পাঠাবিষ্ট থাকা, তাঁহার চির জীবনের নিত্য-ব্রত ও চিত্ত-সম্পদের মূলীভূত ছিল।

প্রচুর অর্থ-বল ভিন্ন পরোপকারাদি-সৎকর্ম্ম-জন্য-সুখ-সঞ্চয় হয় না কে বলে! আলোচ্য কবির প্রত্যেক কার্য্য এ কথায় যাথার্থ্য খণ্ডন করিত। তিনি কেবল অশ্রু বিতরণ করিয়াই বদান্যতার পরিচয় দেন নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যথাসাধ্য দীনের দুঃখ মোচন করিতেন। তিনি সৎপরামর্শ দ্বারা বন্ধুবর্গের কুশল বর্দ্ধন করিতেন, বিদ্যা ও জ্ঞানদান করিয়াও অনেকের আন্তরিক-দৈন্য অপনীত করিয়াছিলেন। কেহ পীড়িত হইলে প্রবীণ চিকিৎসকের ন্যায় অভিজ্ঞতা ও অভিভাবক-বৎ অনুষ্ঠান ছিল। তাঁহার এই সকল কার্য্য, প্রকৃতির উত্তেজনায় সম্পাদিত হইত;—লৌকিক রক্ষার্থে আয়াস-সিদ্ধ শিষ্টাচার নহে, সুতরাং অর্থবল বড় আবশ্যক হইত না।

কবির মতে মাধ্যমিক সম্প্রদায় সমাজ ধারণ করেন;—ধনী,

দীন, ইহাদের অবস্থান্তর (উন্নতি, অবনতি) মাত্র। ইহাতে নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টি লক্ষিত হইতেছে, অন্যের প্রতি কটাক্ষপাত নাই। কবি এক সময় বলিতেন "ইহ-জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি স্ত্রীজাতির অধিক দৃষ্টি ও তাহার তুষ্টি অর্থাধীন। অতএব স্থায়ী সম্পত্তির অভাবে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, তাহার সাহস অতি নিন্দনীয়।" যাহা হউক, ইহা পরম সৌভাগ্য যে, এই সম্ভাবিত আশঙ্কা তাঁহার পক্ষে সত্যে পরিণত হইতে পায় নাই;—যাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্থলে পার্শ্বে "মহিলা" দণ্ডায়মান হইল। সুরেন্দ্র নিঃসন্তান;—তিনি শিশুগণের সহবাসে অতীব আনন্দিত হইতেন।

মহামনা উচ্চ-নীতিকেরা সম-কালবর্ত্তিগণের নিকট বদ্ধ-বঞ্চিত। অতএব কবি ফল-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াও যে স্বকার্য্যে চির তৎপর ছিলেন, ইহাতে তাঁহার ত্যাগশীলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অব্যক্ত নাই। আমরা তাঁহার বরণীয় গুণের শ্রদ্ধা নিবদ্ধ করিয়া এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপসংহার—করিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।

উপহার।

অবতরণিকা।

ইন্দু কুন্দ বিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিত কণ্ঠ-হার, সিত বাস,
সারদে! চরণাম্বুজে চিত-শতদল
বিকসি আসিয়া কর বাস;—
ভাব রাগ বাক তানে
জাগাও নিদ্রিত প্রাণে,
হৃদি যন্ত্র কর মা তন্ত্রিত;—
গীতোচিত কণ্ঠহীনে কিঙ্করকুণ্ঠিত!

বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ, সরোবর, ২
সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন,
নির্ম্মল নির্ঝর, মরু—বালুর সাগর,
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত বর্ত্তন;
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার!

কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার ৩
চাটু স্তুতি না চাই রচিতে ;
সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার,
বাঞ্ছা চিতে বিশেষ বর্ণিতে ;
স্মরি চির উপকার,
দিব গীত-উপহার,
শুধিবারে ধার মমতার,
মায়া-কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার।

বিষয় মদিরা পানে মত্ত চিত যার, ৪
তারে কি পারিব বুঝাইতে ?—
ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার
নর হৃদি বেদনা বারিতে ;
তার মনে আছে স্থির,
কাম-পিপাসার নীর,
নারীর কি প্রয়োজন আর !—
ভোগের পদার্থ নারী গরিমা কি তার !

হে বর্ব্বর নর ! গতি কি হ'তো তোমার, ৫
বিহনে অঙ্গনা অবতার !
কে গাঁথিতো প্রেম সূত্রে সমাজের হার,—
পিতা মাতা কুমারী কুমার !
দয়া ধর্ম্ম শিখাইয়া,
কোমল করিয়া হিয়া,
কে করিত সভ্যতা স্থাপনা ;—
কে পূরাতো স্বর্গ-চ্যুত আত্মার কামনা !

সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার, ৬
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,
কি বুঝাবো ভাব রমণীর ;—
মণি মন্ত্র মহৌষধি সংসার ফণীর !

আলোকের সনে যথা সংযোগ ছায়ার, ৭
কীটে কাটে কুসুম যথায়,
বিকট কণ্টকে যথা ভ্রমে অনিবার
কৃতান্ত-কিরাত মৃগয়ায়,
প্রাণে সদা চায় যাহা,
যেখানে না পাই তাহা,
না পাইলে তথায় অঙ্গনা,
মানিতাম এ সংসার দৈত্যের রচনা !

হও তুমি বিপুল বিভব অধীশ্বর, ৮
রাখ মণি রজত কাঞ্চন,
প্রাসাদে নিয়ত সেবে শঙ্কিত কিঙ্কর,
নাই যদি রমণী রতন !—
হৃদে হৃদে যার সনে,
একাঘাতে প্রতিক্ষণে,
সম তালে নৃত্য কা'র প্রাণ !—
উদাসীন তুমি, তব সংসার শ্মশান !

কথনো কি জান নাই স্বাস্থ্যের পতন, ৯
পড়ো নাই পীড়নে অরির,
কথনো কি ভাঙ্গে নাই সম্পদ স্বপন,
ভুঞ্জ নাই দুঃখ প্রবাসীর !
বান্ধব-বিহীন দেশে,
শীতাতপ ক্ষুধা ক্লেশে,
ঠেকে যদি না থাক কথন,
জান না, কি মধুচক্র মানবীর মন !

ঝঞ্ঝাবাতে দোলে যথা বালু-বীচি-চয়, ১০
চরে যথা ভীম পশুপাল,
গরজে গরলকণ্ঠে ফণী ভয়ময়,
নর যথা শ্বাপদ করাল ;—
সকলি বিকট যথা,
কামিনী কোমলা তথা,
বাঁচে তায় পথিকের প্রাণ ;—
অবনী ! রমণী তব গরিমার স্থান।

নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে, ১১
শ্যামকান্তি নিরখে ধরার,
জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে,
চরাচর বিহরে অপার ;—
সমীরণে দোলে ফুল,
গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
পাখী গায় বসি শাখীপরে,
সবে সুখী, নর শুধু কাতর অন্তরে !

শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে, ১২
শূন্য দেখে শোভিত সংসার!
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধি বলে,
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার!—
বুঝি ভাব মানবের,
ধাতা তার মানসের,
করিলেন প্রতিমা রচনা;—
ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা!

বিকচপঙ্কজ-মুখে শ্রুতি পরশিত ১৩
সলাজ লোচন ঢলঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল!
কাতর হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে,
ঢলঢল লাবণ্যের জল!
পাটল কপোল কর চরণের তল!

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়, ১৪
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে!
পর্শে পদ রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা;
এল কেশে কে এল রূপসী!—
কোন্ বন ফুল কোন্ গগনের শশী?

বিস্ময়ে নেহারে নর ছবি সুষমার ! ১৫
কি বিকার অন্তরে উদয় !
রূপ অয়স্কান্ত মণি, লৌহ হৃদি তার,
বলে আকর্ষিয়া যেন লয় !
আপনার অবয়ব
প্রায় সম দেখে সব,
কিন্তু রূপে না হয় তুলনা !—
সম জাতি শিলা হীরা পুরুষ অঙ্গনা !

চন্দ্রোদয়ে হয় যথা তিমির তাড়িত, ১৬
টুটিল মালিন্য মানবের !
অজানিত হর্ষভরে ব্যাকুলিত চিত,
ঘুচিল বিরাগ জীবনের !
হেরিয়া কোমল কায়,
পরশের লালসায়,
ধায় করি কর প্রসারিত ;
নর হৃর মোহিনী মুরতি বিমোহিত !

সহজাত লাজে ত্রাসে দ্রুত বামা ধায়, ১৭
চরণে চিকুর বিজড়িত ;
আন্দোলিত পীবর নিতম্ব পায় পায়,
তুঙ্গ স্তন শির তরঙ্গিত ;
ঘর্ম্ম ঝরে নাসিকায়,
তৃণাঙ্কুর বিন্ধে পায়,
ধেয়ে নর ধরে পাণিতল ;—
মত্ত-করি-করগত ফুল্ল শতদল !

নর-কর কঠোর পরশ বেদনায় ১৮
ভ্রূ কুঞ্চিয়া যেমন ভাবিল,
শ্রবণ বিবরে নর পুরিল সুধায়,
মর্ত্তে স্বর্গ-সঙ্গীত বাজিল !
কিঙ্করে করুণা করি
রাখো প্রাণ প্রাণেশ্বরী !—
ভাষে নর কাতর রচনা ;
শিখিল মানব-পশু স্তব উপাসনা !

লোহপিণ্ড গলে যথা বহ্নি তাপভরে, ১৯
প্রেমে নর-হৃদি বিগলিত ;
কামিনী কখনো নয় কঠিনা কাতরে,
ক্রমে অঙ্গে অঙ্গ পরশিত !
শ্মশ্রুজাল নরাননে,
নারী গণ্ড সম্মিলনে,
মেঘে যেন মৃগাঙ্ক ঘেরিল !
পরশে পুরুষ-রস অলসে ডুবিল !

তুলিয়া কুসুম কলি পরম আদরে ২০
সাজায় আনন্দ প্রতিমায়,
পর সুখে সুখী হোতে মূঢ়মতি নরে
শিখিল লভিয়া ললনায় !
ফুল আভরণ প'রে
সরসী-আরশি পরে
হেরে ছবি রমণী হাসিল !—
সংসার অসার নয় মানব বুঝিল !

লতা পর্ণ পল্লবে নিকুঞ্জ মনোহর ২১
রচে নর – বাসরের ঘর ;
কুঞ্জ তলে কামিনীর ফুল কলেবর !
ফুল শরে পুরুষ কাতর !
নর-পশু বনচারী,
গৃহস্থ করিল নারী ;—
ধরা পরে করিল রোপণ
সমাজ তরুর বীজ—দম্পতি মিলন !

সন্তোষিতে সীমন্তিনী শিল্পী হ'লো নর !— ২২
বিরচিল বসন ভূষণ ;
দেখা দিল ধরা-বনে পত্তন নগর,
হ'লো পোত লাঙ্গল চালন।
পরুষ পুরুষ হিয়া
স্নেহ সনে মিশাইয়া
সযতন মার্জনে নারীর,
ধীরে ধীরে ফিরিল প্রকৃতি পৃথিবীর।

উষর হইল ক্ষেত্র লভি ললনায়, ২৩
অশ্রুপ্লুত নরমুখে হাস !—
তরঙ্গিত কি মধুর সঙ্গীত ধরায়,—
কল কল বালকুল ভাষ !
হ্রদ নদ কুঞ্জবনে,
নিবসিল দেবগণে,
প্রেম-ক্ষোভে মুগ্ধা মানবীর !
ফিরে গেল পূর্ব্বের প্রকৃতি পৃথিবীর।

শ্রুতিহর চারুনাদে চরণসঙ্কার, ২৪
ভাবভরা বিলাস আঁখির,
শোভিত সশব্দে অর্থবহ অলঙ্কার,
আবরিত রসের শরীর ;—
পেয়ে হেনরূপ ছবি,
মানব হইল কবি ;—
বনিতা সবিতা কবিতার !
মর্ত্ত্য জুঁড়ে বিকসিল কুসুম মন্দার !

ঝঞ্ঝাবাত শিলাপাত ঘন বরিষণে ২৫
জীবকুল ব্যাকুল ব্যথিত ;
কিবা ভাগ্যধর নর !—তার নিকেতনে
অবারিত স্বর্গ বিরাজিত !—
ফুল্ল গণ্ড শিশুগণে
খেলিছে প্রফুল্ল মনে,
হাসে প্রিয়া হরিয়া আন্ধার !—
নাই চিন্তা আছে কি না বাহিরে সংসার !

এত সুখ ধরে ধরা, কেবা তা জানিত ২৬
বিহনে অঙ্গনা অধিষ্ঠান !
অবনি কাননে নর কান্দিয়া ভ্রমিত,
পশু-মিলে পশুর সমান ;—
কন্দর গহ্বর ঘরে,
শীতাতপ বর্ষাভরে,
নব নব দুঃখ হ'তো যার,
নারী গুণে নিত্য নব ভোগ সুখ তার !

এক দুগ্ধে দধি, তক্র, ঘৃত, নবনীত, ২৭
নানা উপাদেয় যথা হয় ;—
এক নারী নানারূপে করে বিরচিত
সংসারের সুখ সমুদয় ;—
সৃষ্টি পুষ্টি জননীর,
প্রিয় চিন্তা ভগিনীর,
কন্যা সেবা, জায়ার বিহার ;—
অতুলনা দান যাঁর কুমারী কুমার !

ললনা আনন হেরি, শ্মশ্রুজাল নর ২৮
খর ক্ষৌরে করিল কর্ত্তিত ;—
শুভ্র বাস ধরে, ধৌত করি কলেবর ;—
করে কেশ কঙ্কণ চর্চ্চিত ;—
পাছে নারী ঘৃণা করে,
পরিহরে সেই ডরে,
সহজ পশুত্ব আপনার !
নারী প্রেম লালসায় সভ্যতা সঞ্চার !

সীমন্তিনী সহবাসে শোধিত শরীর, ২৯
সীমন্তিনী সংশোধিত মন,
অনুসরি বিচিত্র চরিত্র রমণীর
পেলে নর প্রকৃতি নূতন
স্বার্থপর শ্মশ্রুধর,
স্বভাবের পশু নর,
শিখাইলে শিখে—এই গুণ ;—
শিক্ষাদাত্রী হরিণাক্ষী আচার্য্য নিপুণ !

যে সকল গুণে, বান্ধে হৃদয়ে হৃদয়, ৩০
আছে যায় অখিল সংসার,
নরত্ব মহত্ত্ব-কর রতন নিচয়,
ভাবিনী সে সবের ভাণ্ডার !
হিয়ার ঔষধি হিয়া,
সুখ শুধু নিয়া দিয়া ;
পুরুষের স্বভাব এ নয় ;—
নারী প্রেম তরুর সে শাখা সমুদয় !

কামিনী কিরাত, রূপ জাল বিস্তারিয়া, ৩১
ভক্ষ্যরূপে তনু সমর্পিয়া,
ধরণী-অরণ্যে নর-বানর ধরিয়া,
বান্ধি তারে প্রেমডুরি দিয়া,
বাস ভূষা দিয়া অঙ্গে,
নাচাইয়া নানা রঙ্গে,
নির্ব্বাহিছে সংসার ব্যাপার ;—
ছেড়ে দিলে ডুরি, বন্য বানর আবার !

নয় নর, নিন্দা ইহা, বিদ্রূপ এ নয়, ৩২
গুরু, উরু-গুরু নিতম্বিনী ;—
দয়া ধর্ম্ম ভক্তি স্নেহ রত্নে সমুদয়,
স্বভাবেতে শোভিতা কামিনী !
উচ্চমতি ললনার,
উচ্চ হৃদি সাক্ষী তার,
হৃদি পূর্ণ বাহির ভিতর ;—
শূন্য হৃদে বিধাতার বিরচিত নর !

ঈশজ্ঞান, নরের প্রধান বিশেষণ; ৩৩
নারী রবি, সে বোধ-নলিনে;—
শিখাইল মানবে নমিতে দেবগণ,—
বিল্ব, বট, বিপিনে, পুলিনে;
দিব্য-ভাব ললনার,
তুল্য মিল দেবতার,
নর সহ দেখা কদাচিত;—
ধাতার নিয়ম, সমে সম আকর্ষিত!

ফল, মূল, মাস, কাঁচা খায় জীবগণ; ৩৪
রন্ধন রচনা রমণীর;
পায়স, পলান্ন, পিষ্ট, রসাল ব্যঞ্জন,—
রস ছয় রুচির তৃপ্তির;
সুরসিত সুবাসিত,
সুন্দরীর সুরন্ধিত
ভোজে বসে মানব যখন;—
অগ্রভাগ-আশে কাছে আসে সুরগণ।

কিবা বাদ্য অলঙ্কার কিঙ্কিণী কঙ্কণে, ৩৫
ঝুনু ঝুনু নূপুরের রোল,
সভ্রূভঙ্গ লাস্যরঙ্গ, সহজ গমনে,
কলকণ্ঠে সুমধুর বোল!
রমণী বিহরে যথা,
চির রঙ্গভূমি তথা,
মূর্ত্তিমান্ আপনি সঙ্গীত!—
শ্রবণে নয়নে তথা সুধা বরষিত!

কেবল কি ভোগ সুখ করিয়া বিধান, ৩৬
পুরুষে মজালে ললনায় ?
শূর হলো নর, ধরি করাল কৃপাণ,
পদ্মমুখী প্রেমের আশায় ;—
বিপদে না গণে অণু,
লক্ষ্য বিন্ধে, ভাঙ্গে ধনু,
একাকী অভীত শত রণে !—
সব ক্ষত পূরে প্রিয়া-প্রেম-প্রলেপনে !

স্বদেশ ঘেরিলে শত্রু, কি কারণে নরে ৩৭
করে হেন বিক্রম প্রকাশ ?
মারে, মরে, সীমন্তিনী, সন্ততির তরে !—
রণভূমে নারী করে বাস !—
গলাইয়া আভরণ
করে গোলা বিরচণ,
বেণী কাটে গুণ বিনাইতে,
কেবা হেন, হেরি হেন না চায় মরিতে ![৩]

কামিনী কাতরা ত্রাসে—কে ভাষে এমন ? ৩৮
দেখ খুলি গত কালদ্বার ;—
চিতোরে অনল-শিখা পরশে গগন,
নারীগণে প'রে অলঙ্কার,
এলো কেশে দলে দলে,
হাসি মুখে কুতূহলে
ঢালে কুণ্ডে নবনীত কায় !—
কে হেন মরিতে পারে কৌতুকে খেলায় ![৪]

ফুটেছে অতুল ফুল উদ্যান ধরায়,— ৩৯
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার ;
বৃন্তদল, কলেবর,—পুরুষের ন্যায় ;—
নারী—বর্ণ, মধু, গন্ধ যার !
আছে কাঁটা অগণিত,
তবু অতি সুশোভিত ;—
সুধু এই শোক তার তরে !—
কাল-অলি-মধুপান-অবসানে ঝরে !*

সংসারে যে দিকে চাই, করি বিলোকন, ৪০
বিপরীত দুই ভাব মেলা,—
বাহ্যে দোহে অরি, মনে মধুর মিলন,—
কোমল কঠিনে কিবা খেলা !—
একে শোষে, অন্যে পোষে,
একে রোষে, অন্যে তোষে,
একে মূঢ়, অন্যে অতিকৃতী ;—
হরগৌরী রূপ বিশ্ব পুরুষ প্রকৃতি !*

দিবা নিশি, রশ্মি শশী, আলোক আন্ধার ৪১
সিতাসিত পক্ষ সঙ্কলন,
উত্তর দক্ষিণায়ন, সৃজন সংহার,
মাতা পিতা, নন্দিনী নন্দন,
সব্য বাম্য কলেবর,
দুই পদ, দুই কর,
দু-নয়ন শ্রবণ ভূষিত,
দ্বিদল চণক, ধরা মিথুন মিলিত !

ধন্য সাংখ্য তত্ত্ব শাস্ত্র সার নিরূপণ !— ৪২
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির,
পুলকে টলিল কায় খুলিল লোচন
অবশ পুরুষ অকৃতীর ;
প্রকৃতির ভোগ্য কায়,
জীব ভোক্তা ভুঞ্জে তায়,—
কে ইহা করিবে অস্বীকার ?
পতি-পত্নী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার ![৭]

ভোগপটু বটে নর ভোগলুব্ধ প্রাণ, ৪৩
কিন্তু ভোগ রচিবারে নারে ;
সংসারে সকলি ছিল ভোগ উপাদান,
নারী আসি ভুঞ্জাইল তারে।
শ্রমে বটে ক্লান্ত ভর্ত্তা,
কিন্তু তবু নারী কর্ত্তা !
মর্ম্ম এর বুঝে বিচক্ষণ,—
অধমে উত্তমে ভেদ যথা দেহ মন !

সংসার পেষণি, নর অধঃশিলা তায়, ৪৪
রেখে মাত্র আলম্বন যার,
নারী ঊর্দ্ধখণ্ড, কার্য্য করিছে লীলায়,
কীলে রন্ধে মিলন দোঁহার !—
ভাবচক্ষে নিরখিয়া,
দেখ হে ভবের ক্রিয়া,
বিপরীত বিহার অতুল !—
রমণী রমণ রসে পুরুষ বাতুল ![৮]

মুষা উক্তি, মানবে মজালে মহিলায়, ৪৫
দিয়া জ্ঞান রস আস্বাদন ;
সদলে সেহেতু দুঃখ পশিল ধরায়,—
জরা ব্যাধি রোদন মরণ।
মিলাইয়া নিজ যুক্তি,
ভাবুকে বুঝিবে উক্তি,
নিন্দা নয়, স্তুতি ললনার ;—
অমরত্ব ছাড়ে নরে প্রেমভরে যার ![৯]

সংসার তখন ছিল এখন যেমন, ৪৬
ছিল নর জড়ের প্রকার,
আসি নারী দিয়া তায় সুখ আস্বাদন,
বিকসিল বোধ-কলি তার ;—
মুষা মিলে সাংখ্যসনে,
বুঝ বিচারিয়া মনে,
সুখ বোধে দুঃখের সন্ধান ;—
বিপরীত বিনা কোথা বিপরীত জ্ঞান ![১০]

যদি কেহ শিখায় বর্ব্বর কোন জনে, ৪৭
নিবসিতে নির্ম্মিয়া নিলয়,
বাসভূষা বিরচিতে, বসিতে পত্তনে,
শিক্ষিত সে হয়ে যদি কয় ;—
বনে বনে ভ্রমিতাম,
কিছুই না জানিতাম,
নানা জ্বালা দেখি সভ্যতার !—
তার নিন্দা তুল্য বটে এ নারী নিন্দার !

যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়, ৪৮
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ,
যম-যানে জরা জীর্ণে লোকান্তরে যায়,
নারী করে প্রসব নূতন!
কোন্ দুঃখ ধরা ধরে,
নারী যারে নাহি হরে?
তাই পুন মূষার লিখন,—
নারী বীজে হবে ফণী-ফণার দলন![১১]

ললনা করিবে স্বর্গ এ মর্ত্ত নিবাস, ৪৯
বিসম্বাদ বিরোধ ঘুচিবে;—
হবে নব পৃথ্বী নব আকাশ প্রকাশ,
মেষ সনে কেশরী খেলিবে;—
জরা মৃত্যু থাকিবে না,
কেহ আর কান্দিবে না;—
ভাবিতেছ হবে এ কখন?—
পাবে নর নারী সম প্রকৃতি যখন।

প্রেমে পূর্ণ হবে প্রাণ কাঠিন্য ঘুচিবে, ৫০
হইবে আধার মমতার;
আত্ম-তুলে ভূতকুলে ভূতলে পালিবে;—
ধরা হবে এক পরিবার!
স্বার্থ সাধনের তরে,
নরে না হানিবে নরে,
কৃপাণে রচিবে হল-ফল!—
গীতে লীন হইবে কলহ কোলাহল!

ধন্য শাক্ত বুদ্ধিমান্ বুঝিয়াছ সার, ৫১
সীমন্তিনী সৃষ্টির কারণ !—
ভুক্তি-মুক্তি-দাত্রী শক্তি, অন্য নাহি আর,
শক্তিহীন সব অচেতন !
নাই ব্রত অনশন,
তীর্থ যাত্রা পর্য্যটন,
ভোগ মোক্ষ ছাড়াছাড়ি নয় ;—
নাই জননীর রাজ্যে যম জুজু ভয় !

মরণান্তে স্বর্গে যায় পুণ্যবান্ জনে, ৫২
কোন্ সুখ ভুঞ্জিবার তরে ?
মন্দার-মালিনী মুগ্ধা সুরবালা সনে,
নন্দন-কাননে ক্রীড়া করে ;
কঠোর কোরাণে বলে,
হরিণাক্ষী হোরীদলে,
করে স্বর্গ সুখের বিধান ;
পুণ্য ফলে দ্যু-লোকে ললনা অধিষ্ঠান !

গর্ব্বভরে ভাষে নর, সংসার ব্যাপার, ৫৩
যত কিছু মম শিরে ভার,
শ্রমে আমি মরি, দেখ রঙ্গ অঙ্গনার,
ঘরে বসি করে সে আহার !
শুনিয়া রমণী হাসে,
কিছু না উত্তর ভাষে,
ধন্য ক্ষমাগুণ ললনার !—
ভারবাহী বর্ব্বরের এত অহঙ্কার !

এক দিন পার যদি রাখিতে সংসার, ৫৪
সীমন্তিনী ছাড়িলে ইহায়,
বিশ্বাসিব তবে তব সব অহঙ্কার,
প্রশংসিব পুরুষ তোমায় !—
লালিবারে, পালিবারে,
হৃদি ব্যথা হরিবারে,
রাখিবারে সমাজ বন্ধন ;
নয় ইহা অসি, পোত, লাঙ্গল চালন !

কোন্ কাজ করে নারী আপন কারণ !— ৫৫
কেশ বেশ বিন্যাস ভূষণ !—
বল দেখি করে কার তুষিতে নয়ন,—
কার রাজভোগ আয়োজন ?—
শৃঙ্খল বলয় পরে,
বুঝাতে বিমূঢ় নরে,
আমি তব নিগড়িতা দাসী ;—
তব সেবা ভিন্ন নয় অন্য অভিলাষী !

কঠিন রন্ধন ক্রিয়া করি সমাপন, ৫৬
আগে সুখে তোমায় ভুঞ্জায় ;
পাত্র অবশেষ শেষে করিয়া চয়ন,
পরম পুলক বাসি খায় ;
দিতে সুত উপহার,
হের ব্যথা সূতিকার !
গলে হৃদি ভাবে ললনার !—
ধিক্ অন্ধ তবু কার্য্য দেখ না কি তার !

এবে সভ্য নরে পারে ভাবিতে এমন, ৫৭
কখন না নগ্ন ছিল নর!
সুবোধে শুনিয়া হাসে প্রলাপ বচন,
সর্ব্বকাল গর্ব্বিত বর্ব্বর;—
সংসার শ্মশান ছিল,
তায় স্বর্গ বিরচিল,
জন্ম লোক হিতের কারণ;—
তাঁরে নিন্দা করে নর কৃতঘ্ন এমন!

দুগ্ধ শেষে গাভী কাটি করে যে আহার, ৫৮
হরে মধু বধি মক্ষিকায়,
ভীমরথী নাম বৃদ্ধ পিতার মাতার,
যৌবনান্তে বিরাগ কান্তায়,
স্বার্থ সাধনের তরে,
কাটিবারে মিত্র বরে,
কদাচ কুণ্ঠিত কর যার!—
নর বটে অসঙ্গত নারী নিন্দা তার!

বর্ণিয়াছি সংক্ষেপেতে কার্য্য ললনার, ৫৯
এসে নর কর দরশন!
রক্ত-মাখা ইতিবৃত্তে পাবে আপনার,
আজন্ম কৃতীর বিবরণ!—
রম্যপুর ছিল যথা,
শবের শ্মশান তথা,
কীর্ত্তি-বোধ স্বজাতি বধিয়া!—
বল হে এ সব কোন্ দানবের ক্রিয়া?

যেখানে অঙ্গুলি, তুমি নারীর নিন্দায়, ৬০
দিবে ইতিবৃত্ত পত্রপরে,
দেখাইতে অনায়াসে পারিব তোমায়,
স্ত্রী দূষিতা পুরুষের তরে ![১২]
দেখ পয়ঃ সুধাময়,
গোমাংস সমান হয়,
হয় যদি লবণে মিলন ;—
বিষম সংযোগ সব দোষের কারণ !—

কি রতন রমণী তা না জানে যে জন, ৬১
বিষয় জড়িত যার চিত,
পুরুষ প্রধান গুণ ললনা-তোষণ,—
যে তায় বিধাতা-বিড়ম্বিত,
প্রভুত্ব পীড়নে রতি,
রসহীন মূঢ়মতি,
হেন মিলে ললনা দূষণ ;—
স্থল দোষে স্বাতি জল বিকার যেমন !

কুটিলা, কঠিনা, নারী হেয় কাজে রতা, ৬২
কখন না বিশ্বাসিবে তায়,
শাস্ত্রে বলে, কখন না দিবে স্বাধীনতা ;
নর ভাল রচনা তোমায় !
আগে করি অস্ত্রাঘাত,
পরে দোষ রক্তপাত,
ধন্য মানি লেখনী তোমার !—
আবরিলে সব দোষ মসিলেপে যার !

বাক্যে গুণ কি বর্ণিব ললনা তোমার !— ৬৩
ভাবিয়া না হৃদে পায় পার !
হেন বিজ্ঞ কেবা, যে হইবে টীকাকার
বিধির বিচিত্র কবিতার !—
তুমি লক্ষ্মী নিলয়ের,
বাণী কাব্য মানসের,
ভ্রূ বিলাসী ধী মূর্ত্তি দুর্গার,
রাস-রসময়ী রাধা, প্রেমিক আত্মার !

সংসারের সুখ যত সকলি তোমার !— ৬৪
যে দিকে ফিরাই ভ্রূ-নয়ন
লক্ষ্য হয় কেবল তোমার মহিমার
স্মরণ-কারণ অনুক্ষণ ;—
পেয়ে তব হৃদি ভর
বাঁচে মগ্নমান নর ;
* * বট পত্রাকার ;
তরি তুমি ভব-পারাবার তরিবার !

যে প্রগাঢ় কাব্য পড়ি আননে তোমার ! ৬৫
বুঝাইতে ব্যগ্র হয় মন,—
যুক্ত বাক্য যোগাতে না শক্তি রসনার,
হৃদে ক্ষোভ মূকের স্বপন !
মনের মতন কায়,
কেমন বা মন তায় !—
কি গ্রন্থ নরের জ্ঞানহেতু !
স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধানে কি শোভন সেতু !

সেই দেশ সভ্য, যথা ললনা পূজিতা, ৬৬
কাব্য শ্রেষ্ঠ, নারী-বর্ণনায়,
সেই গৃহ, হৃদে যার নারী বিহরিতা,
পরিবার, নারী তুষ্টা যায় ;
অধ্যাত্ম বিদ্যার সার,
রীতি-জ্ঞান ললনার ;
নারী কর্ম্ম ধর্ম্ম এ সংসারে ;
সেই ধন্য পুরুষ, আদরে নারী যারে !

নারী-মুখ সংসারের সুষমার সার, ৬৭
শ্রেষ্ঠ গতি নারীর গমন,
জ্যোতির প্রধান লোল আঁখি ললনার,—
আত্মা-নট-নৃত্য-নিকেতন !
নারী-বাক্য গীত জানি,
নারী-কার্য্য অনুমানি
সকরুণ লীলা বিধাতার !
মর্ত্তে মূর্ত্তিমতী মায়া অঙ্গে অঙ্গনার !

মুঙ্গের—পীরপাহাড় :

৩০এ শ্রাবণ—১২৭৮। ১৪ই আগষ্ট—১৮৭১।

মাতা।

১

সুকোমল অঙ্কে নিয়া;
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পিযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহ বাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননী কর পুনঃ বালক আমায়!
তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মাগো বিষয়ের রণে!—
তুমি গড়ে ছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম স্বর্গ কথা কিছু নাই মনে!—
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে।

২

ধন, মান, খ্যাতি, লোভ !
দিয়াছ বিস্তর ক্ষোভ !
আর কেন ? পাও গিয়া চিনে না যে জন !
ছাড় আশা মিথ্যাচার !
দূর হ রে ব্যভিচার !—
(দেব রূপে ছদ্মবেশী দানব ভীষণ !)
রে স্বার্থ-পরতা খল !
যাও নিয়ে নিজ দল,—
কাপট্য, কাঠিন্য, চাটু, কটু, কুবচন !
দূর হ সংসার জ্ঞান !
করি কুমন্ত্রণা দান,
হরিয়াছ সব মম শৈশব ভূষণ !—
সারল্য, সন্তোষ, প্রীতি, প্রত্যয়ের মন !

৩

কোন সুখ স্বপ্ন কথা,
অন্তরে জাগিছে যথা,
ধীরে ধীরে হর্ষ শোচ সংশয়ের সনে ;
যেন বা প্রবাস বাসে,
দূর হ'তে ভেসে আসে,
দেশ-প্রিয় গীত খণ্ড, সন্ধ্যা সমীরণে ;
বৃদ্ধ কালে অন্বেষিয়া,
পূর্ব্ব স্মৃতি মিলাইয়া,
স্বধাম সন্ধান বা কিশোর সন্ন্যাসীর ;

জাতিস্মর হৃদে হেন,
প্রথম প্রকাশ যেন,
বিয়োগ-বিষণ্ণ মুখ পূর্ব্ব-প্রেয়সীর ;
তুল্য এবে এ সব সে শৈশব স্মৃতির !

৪

নিজ অঙ্গ অংশ দিয়া,
এই তনু নিরমিয়া,
চিত হতে দিয়া চিত, দীপে দীপপ্রায়,
আমায় সৃজেন যিনি,
ধাতার স্বরূপ তিনি ;—
জীব-দেহ, ব্রহ্মাণ্ড সমান তুলনায়।—
পর দেশ এ ধরায়,
অসম্বল অসহায়,
আসি আত্মা, পেয়ে যাঁর আতিথ্য কৃপার,
পথ-ক্লান্তি পাশরিয়া,
নব-সঙ্গি-সঙ্গ নিয়া,
রঙ্গ রসে পাশরে আলয় আপনার ;
মহতী মহিমা, বাক্যে কে বর্ণিবে তাঁর !

৫

কভু ভার-নিপীড়িতা
বসুন্ধরা বিচলিতা ;
দোষ পেলে রোষ হয় উদয় পিতায় ;
সরসীর সুধা-পয়,
হিমপাতে শিলা হয় ;
সতত না পূর্ণ রয় সুধাংশু সুধায়

করে মেঘ ধারা পাত,
কভু ঘটে বজ্রাঘাত ;
জগৎপ্রাণ, প্রাণ হরে মাতিয়া বাত্যায় ;
রবির মুখের হাসি ;
বারিদে আবরে আসি ;
সমান প্রকৃতি কারু দেখা নাহি যায় !—
চির অবিকারী মাতা মমতা তোমায় !

৬

তুমি না ধরিলে দেহ,
দেহ না ধরিত কেহ,
না আসিত না বাঁচিত কেহ এ ধরায় !—
পৃথ্বী-আগমনে ক্লান্ত,
স্বর্গ-হারা আত্মা-পান্থ,
তব গর্ভে কি সুখের পান্থবাস পায় !—
দেশ কাল প্রবঞ্চনা,
নাই আশা বিড়ম্বনা,
হ্রাস বিনা শুধু যথা বৃদ্ধির বিহার !—
সম শান্তি সব দিন,
পর-পীড়া-ভয়-হীন,
নাই কিছু চিন্তা যথা তৃষ্ণার ক্ষুধার ;—
তব হৃদি রসে শোধে বঞ্চনা সুধার !

৭

মর্ত্ত্য-বাসী, ত্রাসে ভাষে,—
"বহু দুঃখ গর্ভবাসে,
মলালয়, অন্ধকূপ, স্বল্প-আয়তন" !

বিচারিয়া বিদ্যমান,
বলিতেছ অনুমান,
ভ্রান্ত নর! গর্ভে তব আছে কি স্মরণ?
মলয়জ ছিল যাহা,
এবে মল বল তাহা,
সে বিশাল বিশ্বে, ভাব বিবর এখন!
স্তন্য তনু-উপাদানে,
এবে ঘৃণা বাসো প্রাণে,
আবাল্য ভাবিয়া বুঝ বিকার আপন!—
ভব-শ্বান্-দংশিতের জননী জীবন!

৮

ধরাপরে করি বাস,
গর্ভবাসে পায় ত্রাস,
ফণী-তুণ্ড মুণ্ডে, শঙ্কা মধুমক্ষিকায়!
আহার আহর তরে,
মরিতে কি শ্রমজ্বরে?
পারিত কি রাজকর পীড়িতে তথায়?
কাণে কাণে কহি কথা,
আশা কি আসিয়া তথা,
নাচাইত বানাইয়া বাতুল তোমায়?
হিংসা-কীট প্রবেশিয়া,
দাঁতে কি কাটিত হিয়া?
ছিল কি কৃপাণ, বাণ, কামান তথায়?
নিদ্রা কি হ'ত না পর-নারীর চিন্তায়?

৯

হইলে কৌতুকী তুমি,
দেখিতে এ বিশ্বভূমি,
নিদারুণ কি বিয়োগ-দুঃখ দিলে মায় !
মাতৃগর্ত্ত স্বর্গোপম,
ছাড়িয়া যযাতি সম,
হেট মুণ্ডে সংজ্ঞা-শূন্যে পড়িলে ধরায় !
পথে যে পাইলে কষ্ট,
হইল না প্রাণ নষ্ট,
সংসার-সন্তাপ-পাপ-ভোগের কারণ !
অবশ অচেত কায়,
নিপতিত সূতিকায়,
স্নান-রীতি দেখ, বহ্নি-তাপে আবাহন !—
তুমি দুঃখে কান্দিলে, হাসিল বন্ধুগণ !

১০

হেন সমাগম যার,
সুখ দিবে সে সংসার !—
(রোদনের রব, যথা জীবিত-প্রমাণ !)
আশার এ মিথ্যা বাণী,
যখন প্রত্যয় মানি,
থাকোনা কি হৃদে তুমি সাধারণ জ্ঞান !
কি প্রথম, পরিণাম,
চির দুঃখ ধরাধাম,
আসিয়া কেন্দেছ, কেন্দে ছাড়িবে ইহায় !

শ্মশানেতে, সূতিকায়,
দেখ শব, শিশুকায়,
উভয়ে অনল তাপ, অবশ দশায় !—
হাসে কান্দে বান্ধবে, প্রভেদ এই তায় !

১১

যথা নর দৃশ্যমান !—
এ হেন অভাগ্যবান
ধরণী কি আছে জীব কোথাও তোমায় ?—
জন্ম যার দীনতায়,
বুভুক্ষায়, নগ্নকায়,
গ্রাস, বাস, শ্রমসাধ্য,—শক্তিহীন তায় !
আশায় অসুর যেন,—
কার্য্যকালে কীট হেন ;
অতি দূরে দৃষ্টি ধায়,—অতি ক্ষুদ্র কর ;
আয়ু বর্ষা-ঘনতম,
আশা ক্ষণপ্রভা সম !—
ইন্দ্রধনু চিত্রলেখা সম্পদ নিকর !
অশ্রু-বৃষ্টি কারণ, ভঙ্গুর কলেবর !

১২

এ হেন জীবন যার,
কি গতি হইত তার,
বিনা নারী, নর-দৈন্য-তিমির-তপন !
বাঞ্ছা-সুরতরুবর
যাঁর চারু কলেবর
অকাতরে বিতরে, প্রকৃতি-প্রয়োজন !

স্বজিবার, পালিবার,
প্রতিনিধি বিধাতার,
অবনীতে ইন্দু-মুখী ঈশ্বরী সাকার!
কাল-সিন্ধু-মুখে ধায়
সংসার,—সরিৎ প্রায়,
থাকিত কি এত দিন এ প্রবাহ তার?—
না পাইত যদি নারী-নির্ঝরের ধার!

১৩

মিলাইয়া হৃদি যুক্তি,
ভাবিলে বুঝিবে উক্তি,
জননীর ভাব-সিন্ধু অগাধ অপার!
বিশ্বচয় দ্বীপ প্রায়,
বলয়িত আছে যায়,
নর-বুদ্ধি-ভেলায়, কি পার পায় তার!
হের গিয়া স্বতিকায়.
মূর্চ্ছিতা মাতার কায়,
কে বুঝে, কে বুঝাইবে প্রসব-বেদন!
স্বুত কান্দে,—কাণে যায়,
নয়ন মেলিয়া চায়,
করুণায় করে সব দুঃখ আবরণ!—
নব তনু লভি, মৃত পাশরে মরণ!!

১৪

এ হেন স্বতিকা-স্থান,—
যথা সৃষ্টি ক্রিয়াবান,
ধাতার বিহার মাতা মুরতি সাকার!—

তাহারে অশুচি মানে,
পুরের অধম স্থানে,
ভ্রান্ত নরে, স্থাপনা রচনা করে তার !
রবিকর-বায়ু-হীন,
আর্দ্রতল, শয্যা দীন,
প্রসূতি, সন্ততি, দোঁহে নিপতিত তায় !—
নিত্য নব নব পীড়া,
কালের কৌতুক ক্রীড়া,
হয়ত বা ফুলকলি ছিঁড়ে নিয়া যায় !—
রেখে মাত্র চিরস্মৃতি শোকের কাঁটায় !!

১৫

সূতি-গৃহ বেদি হেন,
গুর্ব্বী বলি-পশু যেন,
অজ্ঞ ধাত্রী ঘাতক, গৃহস্থ যজমান !
না পড়েছে কোন তন্ত্র,
না জানে শরীর-যন্ত্র,
হিতাহিত অবিদিত ভ্রান্তির নিদান,—
নীচ জাতি নীচাচার,
নিকটে না যাই যার,
তিনি ধাত্রী ষষ্ঠী দেবী, এ কোন্ বিধান !
ঘোর গর্ত্ত, অনাময়
সূতি সেই ভয়ময়,
তায় ধাত্রী মূর্খ বৈদ্য, শমন সমান,
ঔষধ অনলতাপ, কটু পথ্যদান।

১৬

দান, বাদ্য, হুলীরব,
যার জন্মে মহোৎসব,
পশুর অপ্রিয় পুরে, সে নব কুমার!—
হেন-মণি-খনি যিনি,
প্রাণসম প্রণয়িনী,
কি অপরাধিনী, হেন দুঃখ দশা তার!
তৃণ শয্যা, ম্লান চীর,
কটু ভক্ষ্য অরুচির,
অগ্নিকুণ্ড দেখে ডরে তাপস পলায়!
নিকটে না যায় কেহ,
ধাত্রী, হড়িড়কিনী সেহ!
হেন তুমি বাঙ্গালী নির্ম্মম শিলাকায়!—
"ক্ষীণা নরা নিষ্করুণা" প্রমাণ তোমায়!

১৭

ক্ষীণ নব কলেবর,
সহজ সন্তত জ্বর,
কেন না ধরিবে ব্যাধি নিকেতনে হেন?
ওঝা আসি দেখে সাজ,
বলে এ প্রেতের কাজ!
সত্য, পূতিগন্ধ স্মৃতি প্রেতপুর যেন!
লোলুপ কোমল গ্রাসে,
যম, আস্বাদিয়া হাসে,
কে জানে জননী প্রাণে কি হয় তখন!!

পুরুষ ! বিষয়ে রত
তুমি, কি বুঝিবে তত !—
জেনেছ কি জানু পেতে প্রসব-যাতন ?
সমান তোমার ধন-নন্দন-বেদন !

১৮

জননীর শোক যথা,
মূকের দুঃখের কথা,
কেবল জানেন হৃদি বিরচিত যাঁর !!
চির শ্যামালতা যেন,
চির নব ব্যথা হেন,
ব্যর্থ-যোগ-জীর্ণ ক্ষুব্ধ যোগীর প্রকার ;—
শয়নে ভোজনে পানে,
একধ্যান সদা প্রাণে,
বিরলে বসিলে জলে প্লাবিত বয়ান !
পর শিশু সমবয়,
স্নেহ তারে অতিশয়,
কেন হৃদে ধরে তারে, কে জানে সন্ধান !—
মানসের ধ্যানের সে প্রতিমা সমান !

১৯

জীবন অরুচি সহ
কাটে, হেন অহরহ,
হয় 'মৃত-বৎসা' অপযশ অনাদর ;
পুনঃ সুত-সম্ভাবিতা,
মাতা হৃদি বিকম্পিতা,
আছে সেই ধাত্রী, সেই সূতিকার ঘর !

কভু ছাড়ি সন্ততিরে,
ধরে কাল, প্রসূতিরে,
কাটিলে বিটপ, তায় ফল কি এড়ায় ?—
পেয়ে অপালন-ব্যথা,
যায় শিশু মাতা যথা,
বিনা প্রেমময়ী মাতা, আগন্তু আত্মায়
কে রাখিবে ভুলাইয়া, প্রবাস-ধরায় ?

২০

যদি বেঁচে যায় প্রাণ,
তনু তবু বলবান্
সন্ততির প্রসূতির আর না কখন !—
যদি না চর্ব্বিয়া খায়,
খল-কাল, চেটে যায়,
যুবতী প্রসূতী জীর্ণা জরাতি যেমন !
কোথা বা শিশুর ক্রীড়া,
নিত্য নব নব পীড়া,
মরু-মহীরুহ-তনু অবল অসার !
নানা উপাদেয় ভোগে,
বিবিধ ঔষধ যোগে,
বাঙ্গালী বলিষ্ঠ নও, হেতু এক তার
বলবান্ জেনো, নিজ-সূতিকা-ব্যাপার।

২১

আসি বিধি, সূতিকায়,
কপালে লিখিয়া যায়,—
নর-ভাবি-শুভাশুভ,—অখণ্ড লিখন ;

যে জন জেনেছে তথ্য,
সে ইহা মানিবে সত্য,
সূতিকায় শুভাশুভ বীজের বপন
বিদ্যা, খ্যাতি, মান, ধন,
স্বগণের সন্তোষণ,
জপ, যজ্ঞ, যোগ, দান, ধর্ম্ম, তপস্যায়,
সবে তার অধিকার,
অনাময় তনু যার,
স্বাস্থ্য-তরু,—চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে যায়!—
হেন স্বাস্থ্য পাই বা হারাই সূতিকায়!

২২

আত্মীয়-যমের চরে,
চেপে ধ'রে চিতাপরে,
অবলায় হেথায় বধিত অগণন!
দণ্ড-ভয় দেখাইয়া,
বারিলে সে প্রেত-ক্রিয়া,
হে ইংরাজরাজ—দাস-দুর্গতি-দলন!—
দস্যুদল যাঁর ডরে,
অসি ছাড়ি হল ধরে,
পীড়ন-কণ্টক-বন-কর্ত্তন-কুঠার!
হিন্দুর সূতিকা-ঘরে,
প্রসূতি সন্ততি মরে,
হে অনাথ-নাথ! জ্ঞাত নয় কি তোমার?
কে বল অবলা-বল, রাজা বিনা আর!

২৩

বাঙ্গালী বাহিরে যায়,
কোথায় না মারি খায়!
বাঙ্গালী প্রবল মাত্র ঘরে আপনার।
সকলে প্রহারে যারে,
সেই কেশে ধ'রে মারে,
কি লজ্জা, কি অভাগ্য, হিন্দুর মহিলার!
অন্ন না থাকুক ঘরে,
আগে গিয়া বিয়া করে;—
প্রভুত্ব-লালসা-তৃপ্তি, প্রয়োজন তার।
রমণী-হৃদয়ানলে,
দীর্ঘ-শ্বাস-বায়ু-বলে,
হে ভারত, দগ্ধ তুমি স্বর্ণ লঙ্কা প্রায়!—
কত সীতা কান্দে দেখ সতত তোমায়!!!

২৪

রমণীর গুপ্ত মর্ম্ম,
কোমল, করুণ ধর্ম্ম,—
পুরুষ বিষয়ে ব্যস্ত, কি বুঝিবে তার?
ভাব চক্ষে নিরখিয়া,
দেখিলে মায়ের ক্রিয়া,
বুঝিবে রে কি কোমল হিয়া ললনার!
জননীর হৃদি হেন,
ক্ষীরোদ সাগর যেন,
যথা, বিশ্ব-পালন গুণের অধিষ্ঠান;—

কাল কেশ আলুলিত,
কুচ সনে বিজড়িত,
ভাবুকে, বাসুকি যুত মন্দার সমান !—
দেবরূপী শিশু করে পয়ঃ-সুধা পান !

২৫

ভব-দুঃখ-দস্যু-ত্রাণ
মাতৃ-গর্ত্ত দুর্গ-স্থান
ছাড়ি, হীনবল নর নির্গত যখন ;—
মাতা হৃদি চর্ম্ম দিয়া,
না রাখিলে আবরিয়া,
হ'ত কিবা দুর্গতি, বাঁচিত কতক্ষণ !
এ সংসার সিন্ধু জানি,
নর জন্ম মগ্ন মানি,
মাতার হৃদয়-দ্বীপ তায় পরিত্রাণ ;
ত্রিতাপ, শ্বাপদদল,
অবনি, অরণ্য-স্থল ;
মাতৃ হৃদি, শঙ্কা-শূন্য সিদ্ধ তপঃস্থান !
মহি মরু, মাতা মায়া সরসী সমান !

২৬

ত্রাসে, ক্ষোভে, শোকে, দুখে,
আগে নাম উঠে মুখে,—
কিবা একাক্ষরী মন্ত্র,—মানব তারণ !!—
যার শব্দে যমচরে,
নিকটে আসিতে ডরে ;—
এ ভব-অশুভ-ঘন-দক্ষিণ-পবন !

নিলে নাম রসনায়,
হৃদয়ের পাপ যায়,
কুমতি পিশাচী, দ্রুত করে পলায়ন !—
নাম সঙ্কীর্ত্তন যথা,
ভক্তি, দয়া, প্রেম তথা ;—
ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া,—ঈশ-পরিজন !
হেন জনে, কার সনে করিব তুলন !!

২৭

যে যত্নে, যে যাতনায়,
সন্তানে বাঁচায় মায়,
সবিস্তারে বর্ণিতে না শক্তি সারদার !
সদা ব্যগ্র, সদা ত্রাস,
শূন্য অন্য অভিলাষ,—
এক ধ্যান, এক চিন্তা, নিয়ত মাতার ;—
অনশন, জাগরণ,
নানা দেবে নিবেদন,
হৃদি-সিন্ধু দোলে, অল্প-হেতু-মৃদু-বায় !
যদি দিলে নিজ প্রাণ,
পায় সুত পীড়া-ত্রাণ,
মমতা-নিকেত মাতা, কাতরা না তায় !—
বিগলিত হৃদি, চির-স্রবিত ধারায় !

২৮

ক্ষুদ্রকায়, চেষ্টা-হীন,
শিশু সুপ্ত নিদ্রা-লীন,
নিকটে বসিয়া মাতা, অনিমেষে চায় !

তমোময় নিশাযোগে,
বিশ্ব মুগ্ধ নিদ্রা-ভোগে,
সজাগর প্রহরী, বিধাতা যেন তায়!
চাহিয়া মায়ের মুখে,
শিশু সুত হাসে সুখে,
হাসে মাতা. কে বুঝে আনন্দ পরিমাণ!
কবি, ভাবগ্রাহী যেন,
দুজনে মিলন হেন—
প্রেম-কাব্য চর্চ্চায় উভয়ে ফুল্লপ্রাণ!
প্রসূতি সন্ততি, সিন্ধু সুধাংশু সমান!

২৯

বহ সংসারের ভার,
কর নর অহঙ্কার!—
এসো, কর নারী সনে কার্য্য বিনিময়!—
কান্দে শিশু উভরায়,
সান্ত্বনা কর হে তায়,
অনশন, জাগরণ, দেখি কত সয়!—
কর যদি ঠেকে দায়,
সুখ না বাসিবে তায়,—
অরুচির আহার, অপ্রেমের পালন!
বাল্যে মাতা হত যার,
আছে কি সংসারে আর
তার সম তাপিত, দলিত, অভাজন!!—
বিটপ-বিহীনে দল ভূতলে যেমন!!

৩০

কেমন নির্ম্মম তারা,
জননী থাকিতে যারা,
জননী বঞ্চিয়া রাখে সন্তান আপন!—
উদাসিনী নারী আনি,
অতি হেয় কার্য্য মানি,
তারে সমর্পণ করে, সন্তান-পালন!—
নিজ-স্নুতে পরিহরে,
স্নুতে সঁপে তার করে;—
কিম্বা স্নুত-মৃতা বিষঘট স্তন যার;—
অথবা মমতা-হীনা,
চির কুক্রিয়ায় লীনা,
বারাঙ্গনা,—অঙ্গ যার আময়-আধার!—
মানি, কাল-কংস-দূতী পূতনা-প্রকার!

৩১

এ সব না দোষ রয়,
তবু ধাত্রী দোষালয়,—
শিশুধাতু সনে স্তন্য না হয় মিলন;—
হয় পাকে গুরু হয়,
নয় লঘু অতিশয়,
বিবিধ বিধানে ব্যাধি দেয় দরশন।
সন্ততির স্বাস্থ্য তরে,
মাতা উপবাস করে,
সংগোপনে ধাত্রী করে কুপথ্য আহার;

মাতা তোষে প্রিয় ভাষে,
অশ্রু ভুলে শিশু হাসে,
ধাত্রী গর্জ্জে, ডরে শিশু নাহি কান্দে আর ;
এরূপে বেতনে বহে মমতার ভার !

৩২

স্তন পান করে যার,
প্রবৃত্তি, প্রকৃতি তার,
আছে বিধাতার বিধি, অবশ্যই পায় ;
দাসী হ'তে দূষ্যা যারা,
ধাত্রী-পদ পায় তারা,—
নীচাচার, নীচমতি, রত কুক্রিয়ায় ;—
তায় তার সহবাস !—
সন্তানের সর্ব্বনাশ,
ভাবি-শুভ-আশা-মূলে কীটের সঞ্চার !
বড় ঘরে ছোট কর্ম্ম,
দেখে ভেবে বুঝ মর্ম্ম,—
কার স্তন পান, বাল্যে সহবাস কার !
ধন্য ধনী, ধাত্রী রাখা ব্যাভার তোমার !

৩৩

দয়া-সত্য-শৌর্য্য-ধাম,
ভুবন-কম্পন-নাম,
সভ্য-জাতি-মণি-মালা-শিরোমণি-প্রায় !—
এ হেন ইংরাজ যাঁরা,
এ দেশে জন্মিলে তাঁরা,
কেন নিজ জাতি-গুণ-নিকর হারায় ?

শার্দ্দূল মার্জ্জার যেন,
বাজী-বর খর হেন,
ইংরাজ ফিরিঙ্গি রীতি ভেদ কে না জানে!
বায়ু বারি মৃত্তিকায়,
অনায়াসে দোষা যায়;
নীরবে উত্তরে তারা, শুন জ্ঞান-কাণে,—
"সুশীল কি হবে হড্ডিকিনী-স্তন-পানে!"

৩৪

তোলা জলে করি স্নান,
মাটি তুলে বপি ধান,
ঔরস অভাবে করি দত্তক গ্রহণ,
কাঁচা ফল তুলে নিয়া
পাকাই অনল দিয়া,
প্রতিনিধি যোগে যথা রাজ্যের রক্ষণ,
ব্রহ্মানন্দ না পাইয়া
মত্ত মন সুরা পিয়া,
পত্নী-পরিবর্ত্তে করা গণিকা-গমন,
মুখে না কহিয়া কথা
ইঙ্গিতে বুঝান যথা,
কৃত্রিম দশন, কেশ, ধারণ যেমন;—
এ হ'তে অধম মানি ধাত্রীর পালন!

৩৫

ধাত্রীর পালিত যারা,
কেন না কহিবে তারা,—
"কিসে আমি ঋণী আছি পিতার, মাতার?—

পশুধর্ম্ম-পরবশে,
ভুঞ্জিবারে রতিরসে,
ঘুণাক্ষর জনম, কি কৃতজ্ঞতা তার ?”
হীন-মতি পশু যারা,
ধাত্রী নাহি রাখে তারা,
সবে সযতনে পালে, আপন সন্তান ;
জন্ম দিয়া কামাচারে,
ব্যথাবাসো পালিবারে,
তুমি বড় মানুষ ক’রনা অভিমান ;—
পশুপালে, পশু নাই তোমার সমান !

৩৬

পরে সুত সমর্পিয়া,
অঙ্গরাগ অঙ্গে দিয়া,
রঙ্গে কাল কাটে,—বিষ্ঠা মূত্রে অতিভয় !
জীব-লোক-সুধা যাহা,
যন্ত্রে নির্যাসিত তাহা !—
অতি উচ্চ পীন কুচ নত পাছে হয় !
এ হেন জননী যিনি,
প্রসবের ডরে তিনি,
ভ্রূণ না বধেন কেন এড়াইয়া দায় !
মাতৃভক্তি নাম যার,
প্রাসাদে না গতি তার,
ধাত্রীর পালন দ্বারপাল রোধে তায় !—
না দিয়া পিরিতি কবে কে পায় কোথায় !

৩৭

নর-বাঞ্ছা-কল্পতরু,
তুমি মাতা প্রেমগুরু,
তুমি না শিখালে প্রেম শিখিবে কোথায়!
নরের হৃদয় ভূমি,
কৃষক সমান তুমি,
তুমি ছেড়ে দিলে স্বতঃ কাঁটা ফুটে তায়!
সিঞ্চিলে স্নেহের জল,
তবে হবে ফুল ফল,
নর-আত্মা লতা, মাতা মালী তুমি তার!
সকল মঙ্গল-ধাম,
সুখভরা 'মাতা' নাম,
হায় তায় রটিল কলঙ্ক কামাচার!
রে অভাগ্য-ধর নর! কি হবে তোমার!

৩৮

সন্ততি সুখেতে রবে,
অরোগী দীর্ঘায়ু হবে,
সমাজে গণিত হবে নীতি-পরায়ণ;—
শুভ কাজে অনুরক্ত,
হবে মাতা পিতা ভক্ত,
প্রিয় কার্য্য করিবে, না লঙ্ঘিবে বচন;—
বিবিধ বিপদ-ভরা,
এলে সুখহরা জরা,
সযতনে সুতে সেবা করিবে তখন;—

হেরে পুত্র আচরণ,
পুণ্য গাবে দশ জন ;—
মনে যদি থাকে মাতা বাসনা এমন ;—
নিজ অঙ্কে লও পুত্র—দ্যুলোক-পাবন !

৩৯

বেশ, ভূষা, অলঙ্কার,
গন্ধ, মাল্য, উপহার,
ইথে কি নারীর শোভা বাড়ায় তেমন ?
যথা ধৃত অঙ্কোপর,
কিশলয়-কলেবর
শিশু, ফুল্ল-কপোল স-কজ্জল-নয়ন !—
লোচনের সুখকরী,
যেন কলেবর ধরি
বালেন্দু-ভূষিতা সন্ধ্যা, উদিতা ধরায় !—
অথবা হরির মায়া
ধরিয়া মাতার কায়া,
বিশ্ব-বিধারণ সুতে ধরিয়া বুঝায় !—
সন্তোষের সহ যেন শান্তি শোভা পায় !!

৪০

অলঙ্কৃতা, সুত-হীনা,
চারু তনু, নেত্র বিনা,
অন্ধ সমা নারী,—সদা অশুভ চিন্তন ;—
শ্যামল বরণ বিনা,
যেন মরু শোভা হীনা,
করে মরীচিকা মায়া নগর রচন ;—

নাই ফুল ফল লেশ,
যেন হেন তরু বেশ,
পরিপূর্ণ কেবল কু-কল্পনা কাঁটায় ;—
বিনা সকরুণমতি,
যথা পরকীয়া-রতি,
পশুধর্ম্ম-প্রবল চঞ্চল লালসায় ;—
জ্ঞান-হীন উদাসীন পূর্ণ কামনায় !

৪১

সুত মাতা পরস্পরে,
প্রথমে যে প্রেম করে,
সংসারে কি আছে প্রেম কোথাও তেমন !
সদা ধ্যান একমুখ,
একাধারে সব সুখ,
একের হইলে জ্বর, জ্বরে অন্য জন !
বিচ্ছেদে উভয় চিত,
বিচলিত বিকলিত,
একের নয়ন, অন্যে ঝরে স্তনধার !
মিলনে কি সুখোদয়,
সব দুঃখ তাপ লয়,
স্বর্গ-সুধা-ভোগ নয় সমতুল তার !—
কার সনে হেন প্রেম কবে হয় আর !

৪২

সংসার ব্যাপার হায়,
প্রেমের বাণিজ্য প্রায়,
মূলধন-দাতা তার মাতা মহাজন !—

লাভ যার পর পর,
সহোদরা, সহোদর,
আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, বান্ধব, স্বগণ !
এ জীবন দান যাঁর,
উদাসীন ভাব তাঁর,
এ ভবে না তাঁর সনে কোন প্রয়োজন ;—
এ হেন জনক গিনি,
জননীর যোগে চিনি,
ঘ্রাণ-যোগে বনে গুপ্ত কুসুম যেমন !—
গুণ-যোগে জানি যথা জগত-কারণ !

৪৩

দুষ্ট সুতে শাসিবারে,
উঠে কর মারিবারে,
সেই কর থেমে পুন তুলিয়া নাচায় ;—
কিম্বা যদি পীঠে পড়ে,
তায় না কঙ্কণ নড়ে,
খল খল হাসে শিশু, হাসে মাতা তায় ;
যদি দৈব ঘটনায়,
প্রহারে বেদনা পায়,
কিছু ক্ষণ কেন্দে শিশু খেলিবারে যায় ,—
মাতা গৃহ কর্ম্ম করে,
বিরলে নয়ন ঝরে,
মনের সন্তাপ আর কিছুতে না যায় ;—
হৃদে যেন কণ্টক, বেদনা পায় পায় !

৪৪

মাতৃস্তন-সুধাপানে,
সিত সুধাকর-মানে,
নবীন কোমল কায় ক্রমে বর্দ্ধমান!
নিত্য নব নব কত,
বিকশিত ভাব শত,
জননীর আনন্দের কে পায় সন্ধান!
দন্তাঙ্কুর শশিচ্ছটা,
হাস্য কৌমুদীর ঘটা,
তিরোহিত গৃহীর গৃহের অন্ধকার!
বিচরণ পায় পায়,
পতন আঘাত পায়,
ঘটে কত আপদ, কি হবে তায় তার;—
মুখে মাতৃ-নাম-মহামন্ত্র সদা যার!!

৪৫

বালকের উপদ্রব,
নিত্য নব কত কব,
মাতা বিনা, সহিতে কি পারে অন্য জন!
যা দেখিবে তা চাহিবে,
সাধ্যাসাধ্য না বুঝিবে,
গগনের চাঁদ চায়, না পেলে রোদন;—
মাতার হৃদয়োপরে,
প্রহারে যুগল করে,
সবলে কুন্তল ধরি করে আকর্ষণ;—

জননী বেদনা পায়,
সরোষ নয়নে চায়,
চোকে চোকে মিলে পুন হাসে দুইজন !—
আছে কি প্রেমের ছবি কোথাও এমন !

৪৬

কোন্ দ্রব্যে উপমিয়া,
বুঝাইব বিশেষিয়া,
প্রেমময়ী জননীর হৃদয় যেমন !
যেন গিরি-প্রস্রবণ,
উচ্ছ্বলিত অনুক্ষণ,
অতুল বিমল তৃপ্তি তন্দ্রা নিকেতন !—
পূর্ণিমার শশী যেন,
ত্রুটি-হীন পূর্ণ হেন,
শীতল সুখদ সুধা অজস্র স্রবিত !
মধুচক্র—মধু ঝরে,
মধু-বোলে মুগ্ধ করে ;
কুবেরের ধনাগার চির বিতরিত !
করুণা-বালার খেলা-ঘর বিরচিত !

৪৭

সুতের অশুভ যায়,
যদি শত সুখ তায়,
জননীর চিত্ত কভু সে দিকে না চায় !
সদা পুণ্য পথে গতি,
কোমল করুণ মতি,
মাটিতে চলিতে কীট দলিতে ডরায় !

যদি কভু ক্রোধ ভরে,
কারে' কটু উক্তি করে,
অভিশাপ ডরে পুন ধরে তার পায়!
সুতের প্রশংসা ভরে,
হৃদয়ে না হর্ষ ধরে,
উছলে নয়ন, স্তন স্রবিত ধারায়!—
পুণ্য-প্রেম-আপ্লাবন ধরে না ধরায়!

৪৮

সুরভি-পরশভরে,
যথা শূন্য তরুপরে,
প্রকটে কলিকাকুল বিবিধ বিধান;—
জননীর শিক্ষা দানে,
সেরূপ শিশুর প্রাণে,
বিকশিত নিত্য নব ভাব নব জ্ঞান;
মালী যথা কীটকুলে,
বধে তরু হ'তে তুলে,
ধ্বংসে মাতা, সহজাত কুমতি তেমন;—
দেব গুরু প্রণমিতে,
প্রিয় বাক্য সম্ভাষিতে,
ছাড়িতে অশুভাচার, অসত্য-ভাষণ;—
কে ত্বরা শিখাতে পারে সাবিত্রী যেমন!

৪৯

প্রভাতের অধ্যয়নে,
ত্বরা পাঠ বসে মনে,
শৈশব সমান কাল নাহি শিখিবার;—

অঙ্কুরে নমিত হয়,
তরু চির বাঁকা রয়,
এ জনমে নাহি ঘুচে বাল্যের সংস্কার ;—
মাতার মুখের বাণী,
শৈশবে নিশ্চিত মানি,
মুষ্টি মধ্যে বারণ, বিশ্বাস তায় করে ;—
এক বর্ষে শ্রম ভরে,
যে কিছু শিখাবে পরে,
এক মাসে মাতৃ-বাক্যে হৃদয় তা ধরে ;—
তুষিয়া শিখাবে মাতা, প্রহারিয়া পরে !

৫০

পাঠশালা-বিবরণ,
স্মরিয়া চমকে মন,
ধরাপরে যম-সভা স্থাপিত যেমন !—
রোদন, কম্পন, ভয়,
তর্জ্জন, গর্জ্জন ময় ;—
গুরুমহাশয় যেন সাক্ষাৎ শমন !
ভ্রূকুটি কুটিল নেত্র,
করে বিঘূর্ণিত বেত্র,
স্মরিয়া প্রভাতে হ্রূপ বিকম্পিত প্রাণ !
ভয়ে পোরা হৃদি স্থান,
কোথায় পশিবে জ্ঞান,
এ জন্মে না বিদ্যার বিরাগ-সমাধান ;—
সরস্বতী হেরি যেন রাক্ষসী সমান !

৫১

বিরাগের শিক্ষা হেন,
ঘৃণার আহার যেন,—
তুষ্টি, পুষ্টি, কভু তায় না হয় সঞ্চার ;—
বোধ পাকহীনতায়,
বিস্মৃতি বমন প্রায়,
বৃথা যায়, শ্রম মাত্র চর্ব্বণ-চর্চ্চার ;
পর দ্রব্য না গণিতে,
দুর্ব্বলেরে দুঃখ দিতে,
শঙ্কায় করিতে মিথ্যা-শপথ গ্রহণ ;—
যে চুরি না ধরা যায়,
কোন পাপ নাহি তায়,
প্রভুত্ব পাইলে হয় করিতে পীড়ন ,—
কেন্দ্রে শিখি পাঠশালে কুনীতি এমন !

৫২

হেতু যদি স্ত্রী-শিক্ষার,
কিছু নাহি পাও আর,
সন্তানের শিক্ষা হৃদে করহ স্মরণ ;
আপনি বিষয়ে রত,
অবকাশ নাই তত,
শিশু সুত মাতা ছাড়া নয় একক্ষণ ;
জননীর স্তন পান,
জননীর শিক্ষা দান,—
দেহ, মন, কিছুতে না পূরে হেন আর ;

পুত্র সুপণ্ডিত হয়,
পণ্ডিতে অমৃত কয়,
সে সুধা ভুঞ্জিতে শুধু অধিকার তার,—
গুণবতী রমণী নিলয়ে আছে যার!

৫৩

যথা স্বচ্ছ সরোবরে,
স্বতঃ নিজ হৃদে ধরে
তট-তরু-প্রতিমা অভেদ ফুল ফল;—
যন্ত্র-যোগে ছায়া পায়,
দ্বিরদ-রদনে তায়
প্রকটিত যথা প্রতিরূপ অবিকল;—
আঁখি, রূপ দেখে যায়,
আঁখি মাঝে বাস তার;—
নিজ ভূমি-বরণ সলিল যথা পায়;—
মাতার প্রকৃতি যাহা,
সুতে স্বতঃ পায় তাহা,
জননীর দোষ গুণ কিছু না এড়ায়;—
তথাপি বিরাগ-বোধ নারীর শিক্ষায়!

৫৪

নারী হৃদি, বিধাতার
সাক্ষী চারু শিল্পিতার!—
সমুদয় সংসারের সুখ করে যার!—
আছে দেহে আত্মা যার,
পাপ পুণ্যে অধিকার,
না বুঝি কি হেতু শিক্ষা নাহি চাই তার!

অতি উর্ব্বরতা যায়,
বীজ না বপিলে তায়,
সে ভূমি প্রসবে স্বতঃ কণ্টক-কানন ;
প্রকৃতির দান যাহা,
শিক্ষা চর্চ্চা চায় তাহা,
নতুবা বিকার তার কে করে খণ্ডন ;—
প্রেমিক লম্পট হয়, দস্যু শূরজন !

৫৫

সুত নিজ ঘরে রয়,
তার সব শিক্ষা হয় ;—
পর-গৃহে যায় কন্যা শিক্ষা নাই তার !
পণ্ডিতে—নির্গুণ জনে,
পরবাসে, মৃত্যু গণে ;
বুঝ মনে প্রয়োজন সুতার শিক্ষার ;
প্রকৃতি না জানি যার,
হেন পর পরিবার,—
শ্বশুর, শাশুড়ী, দাস, দাসী পুরজন,—
তুষিতে পারিলে সবে,
দুহিতার সুখ হবে ;—
নতুবা নয়নে নীর-ধারা অনুক্ষণ !
কিসে পরে তুষিবে অবশ নিজমন !

৫৬

দেখ হিন্দু-পরিবার,
কি কলহ অনিবার,
কুন্ঠিতা কমলা, কাছে নাহি যান ডরে !

বনিতার ইচ্ছা যাহা,
মাতার অপ্রিয় তাহা,
কি বিপদ-গত নর, বিবাহের পরে !!
ডুবে ভার্য্যা-অশ্রু-জলে,
পুড়ে মাতৃ-রোষানলে,—
হিত না বলেন পিতা, বিবাদে ভ্রাতায় !—
গৃহী পেয়ে পরিতাপ,
বলে "নারী কিবা পাপ !"
রে মূঢ় ! কাতর কেন থাকিতে উপায় ?—
খেদ ছাড়, যত্ন কর ললনা-শিক্ষায়।

৫৭

কোথা শিক্ষা ললনার,
হৃদয় গ্রহণ তার !
কোথা দ্রুত ধেয়ে গিয়ে কেশ আকর্ষণ !
সুমধুর শব্দ সহ,
কোথা পাঠ নীতিবহ !
কোথা চটচটি চর্ম্ম-পাদুকা পতন !
কোথা উপজিবে ধর্ম্ম !
কোথা উড়ে গেল চর্ম্ম !
কোথা নব জন্ম হবে ! কোথা প্রাণ যায় !
বাধ্য-শীল, শিষ্ট মতি,
কোথা শুভ চিন্তা রতি !
মনে মনে অভিশাপ মর্ম্মের ব্যথায় !—
পীড়া দিয়া কার প্রিয় কে হয় কোথায়।

৫৮

হয় যেই বলবান্,
পীড়নে উত্তর দান,
প্রকাশে সে ক'রে দেয় প্রহারে প্রহার ;—
বল-হীন বপু যার,
ছল হয় বল তার,
কপটে কৌশলে, শোধে বৈরিতার ধার !
শিখাবান হ'তে নারে,
ধূমাইয়া মর্ম্মে জারে !—
জানিবে রমণী-রোষ তুষানল প্রায় !
কেবা হেন আছে হীন,
পীড়নে যে কোপ হীন ?
পদাঘাতে নীচ কিচ্ শির পরে ধায় ;
প্রকাশে পীড়িবে, নারী শুধিবে ছুতায়।

৫৯

"বিদ্যা হ'লে ললনার,
বাধ্য না থাকিবে আর,
পুরুষে না মানিবে, হইবে অভিমানী" !—
সুত বিজ্ঞ হ'লে পরে,
মাতায় অবজ্ঞা করে,
হেন যদি হয়, তবে হেন কথা মানি ;—
"হ'লে নারী বিদ্যাবতী,
কখন না থাকে সতী,
কামিনী কামাগ্নি, বিদ্যা হবিঃ হেন তায় ;"—

হেন ভ্রম হৃদে যার,
যুক্তি কি করিবে তার!
হা বাণি! গণিকাদলে গণে সে তোমায়!
পুরুষেরা বিদ্যা-বিষ কেন তবে খায়!

৬০

থাকিতে পিতার ঘরে,
কিছু যদি শিক্ষা করে,
বিবাহ হইলে সব পাঠ সাঙ্গ পায়!
থাকে নিয়া গৃহ কাজ,
কিম্বা বেশ, ভূষা, সাজ;
দৈবে যদি কভু ঘটে অবকাশ তায়,—
দূষ্য গ্রন্থ দেশময়,
পাঠে করে কাল ক্ষয়,
নারী-পাঠ্য গ্রন্থ অল্প, কেবা তা পড়ায়!
কুপথ্য ক্ষুধায় খায়,
ঘোর রোগে পড়ে তায়;—
হেন মতে স্বভাবের বিকার ঘটায়!
শিক্ষা নয়, শিক্ষার অভাব হেতু তায়।

৬১

সংসারের সুখ যত,
সব বুদ্ধি-অনুগত,
নারী নরে পরস্পরে সংসার চালায়;
নারী অশিক্ষিতা যথা,
অর্দ্ধভাগ বুদ্ধি তথা
ক্রিয়াহীন রয়, কিম্বা রত কুক্রিয়ায়!—

এক কর ভগ্ন যার,
কোন্ কাজে সুখ তার!
এক পদ খঞ্জের গমন অগত্যায়!
একে বিদ্যা-বিবর্জ্জিতা,
তায় চির-নিপীড়িতা,
তুমি যা করিবে, নারী উলটিবে তায়!
হিন্দু গৃহী হত, হেন দ্বন্দ্বজ পীড়ায়!

৬২

ভ্রান্তি-বোধ পরিহর,
স্ত্রী-শিক্ষায় যত্ন কর,
হে হিন্দু, ধরায় তুমি খ্যাত বুদ্ধিমান্!
জায়া, ভগ্নী, কন্যা গণে,
শিক্ষা দেহ সযতনে,
সমাজ্ অশুভ সবে পাবে পরিত্রাণ!—
গৃহে না কলহ রবে,
পরিবারে প্রীতি হবে,
জন্মিবে বলিষ্ঠ, শিষ্ট, সুত সুতাগণ;
কষ্টের অর্জ্জিত ধনে,
ভোগে সুখ হবে মনে,
দিতে নাহি হবে ধাত্রী গুরুর বেতন;—
হবে তব নিলয়, কমলা-নিকেতন!

৬৩

ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম,—
নারী চতুর্ব্বর্গ-ধাম,
শাস্ত্রে যা বলেছে, তুমি দেখ পরীক্ষায়;

তুলিয়া শিক্ষিত জনে,
অশিক্ষিত জন সনে,
বুঝে দেখ অন্তরে বিদ্যার মহিমায়!
অর্দ্ধ অঙ্গ নারী যাহা,
ক্রিয়া-হীন আছে তাহা,
পক্ষাঘাতী সম তব কাতর ব্যাভার;
আছ সদা জ্বালাতন,
নিন্দ নারী অনুক্ষণ,
কিন্তু বুঝে দেখ দোষ সকলি তোমার!—
বিষ-কাটে ভরা তরু, মালী তুমি তার!

৬৪

নগরে স্ত্রীশিক্ষা হয়,
তায় কিবা ফলোদয়!—
সৌধ-শিরে দীপ কিন্তু ভিতরে আন্ধার!—
গ্রামে গ্রামে বিচরিয়া,
নারী-দুঃখ দেখ গিয়া,
যা ছিল তা আছে, কোথা প্রতিকার তার!
স্ত্রীশিক্ষা না রাজ-সাধ্য,
রাজা ইথে নহে বাধ্য,
এ তোমার গৃহকর্ম্ম কর্ত্তব্য তোমার;
নারী বেশ ভুষা পরা,
ভিতরে বিকার ভরা,
কবরের পরে চারু প্রাসাদ প্রকার!—
অন্বেষিয়া পাই শব অভ্যন্তরে তার!

৬৫

মিষ্ট দ্রব্য একা খায়,
স্ত্রী, পুত্রে, না দিতে চায়,
তার সম নরাধম কেবা আছে আর !
বিদ্যা সম এ ধরার,
কিবা উপাদেয় আর,
একা তুমি খাবে, বুঝ নিজ অবিচার !
মূর্খসঙ্গ আশঙ্কায়,
বলি নাহি স্বর্গে যায়,
তুমি লহ মূর্খসঙ্গ করিয়া যতন ;—
মনে অনুমানি তাই,
তুমি বিদ্যা পাও নাই,
বিজ্ঞের, অজ্ঞের সঙ্গ সাক্ষাৎ মরণ !
বিশেষ, না বিদ্যাদানে বিদ্বান্ কৃপণ !

৬৬

অনুরোধ স্ত্রী-শিক্ষায়,
গণ্য প্রলাপের প্রায় !—
থাক্ দূরে শিক্ষা, যদি কন্যা জন্মে ঘরে,—
বাদ্যভাণ্ড নিবারিত,
বন্ধুবর্গ বিষাদিত,
লক্ষ ক্ষতি লক্ষ্য, গৃহী-শুষ্ক-মুখ-পরে,
প্রসূতি চোরের কেন,
কুণ্ঠিতা লজ্জিতা যেন ;
পরশু-প্রহার, দাস-দলের আশায় !

প্রবীণ প্রাচীন যারা,
আসিয়া প্রবোধে তারা,—
জন্মেছে কি মরেছে তা বুঝা নাহি যায়!
দুরাশা স্ত্রী-শিক্ষা, হেন স্ত্রী-দ্বেষ যথায়!

৬৭

সুত উপার্জ্জিতে পারে,
তাই যত্ন কর তারে;
গাভীর প্রসব-কালে আদর কন্যায়;—
যাতে আছে প্রয়োজন,
সেই হয় প্রিয় জন,
ধিক্ নর! স্বার্থপর মমতা তোমায়!
পরলোক-ক্রিয়া চাও,
দৌহিত্রে সে সব পাও;—
শাস্ত্রে, পুত্রে দৌহিত্রে না রাখে বিশেষণ।—
পেয়ে কন্যা গুণবতী,
দক্ষ গণ্য প্রজাপতি;
ব্যর্থ হ'ল দেখ কত অযুত নন্দন;
দশ পুত্রে গুণবতী কন্যার গণন।

৬৮

সহজে রমণী-চিত,
নানা গুণ-বিভূষিত,
বিদ্যা-যোগে হবে, বহ্নি-শোধিত কাঞ্চন;—
ঘুচিবে নারীর দুখ,
তুমি পাবে মহাসুখ,
বিষাদ-কুজ্ঝটি ফুটি উঠিবে তপন!

অলসে জড়িত মতি,
ভুঞ্জিতেছ এ দুর্গতি,
যত্ন কর, আছে অতি সুলভ উপায় ;
পৃথিবীতে যত আছে,
কোন্ জাতি তব কাছে
গণ্য, বুদ্ধি বিদ্যায় প্রাচীন সভ্যতায় ?
সকলি ডুবালে, রেখে নারী অশিক্ষায় !

৬৯

নারী সন্তোষিতা যথা,
ত্রি-বর্গ নিবসে তথা,
শাস্ত্রের লিখন ইহা না হয় খণ্ডন ,
বল-হীন বপু যার,
বিধাতা রক্ষক তার,
তারে পীড়া দিলে ভাল না হয় কখন ;
নারী-হৃদি-বিরচনা,
করিলে না বিচারণা,
কি খনি রমণী, কি রতননিকেতন !
মাতৃ-ভাব বিচিন্তিয়া,
বুঝ ললনার হিয়া,
যাঁর সনে পুণ্য প্রেমে প্রথম মিলন !
আদি নারী রূপ সৃষ্টি পালন কারণ।

৭০

স্মরিয়া মায়ের মায়া,
পুলকে না পূরে কায়া,
আঁখি না রসাক্ত হয়,—হেন যেই জন !

তার কাছে না থাকিব,
তারে নাহি বিশ্বাসিব,
কবে মম কণ্ঠনালি করিবে ছেদন!
মুখে মাতৃ-নিন্দা ফুটে,
ঈশ-ভ্রূ কুঞ্চিয়া উঠে,
করে বজ্র টলে,—করে অনল বমন;
জননীরে কটু ভাষে,
উল্লাসি নরক হাসে;—
কট কট রবে করে কপাট পাটন,—
শাণ দেয় শস্ত্রচয় যমচরগণ।

৭১

পুত্র ভুঞ্জে নানা সুখ,
মাতার অশেষ দুখ,
শীতে না বসন পায়, অন্ন-বুভুক্ষায়!—
হা ধাতা কি হবে গতি!
নর চির পাপমতি;—
আছে কি পামরে হেন রক্ষার উপায়?
হেন পুত্র আছে হায়,
যে জন না মেরে মায়,
অন্ন, পান, কোন দিন করে না গ্রহণ!—
বসুন্ধরে বিশ্বভূমি!
কিসে ইহা সহ তুমি,
পয়োনিধি মাঝে কেন হও না মগন!—
দেহের সন্তাপ সব হয় বিমোচন।

৭২

আতুর সমানাকার,
দশ মাস গর্ভভার
সকাতরে সযতনে বহিল যে জন!—
তোমায় দেখাতে ধরা,
হইল যে ভূমি-ধরা,
তোমার জনমে যার সংশয় জীবন!—
তবু নিজ ব্যথা ভুলি,
হৃদে যে লইল তুলি,
হৃদি রস পিয়াইয়া রাখিল জীবন!
জাগরণে অনশনে,
সব সুখ বিসর্জ্জনে,
করিল যে প্রাণপণে তোমায় পালন!—
রে পামর, প্রতিশোধ তার কি এমন!

৭৩

কর ধন উপার্জ্জন,
মান্য করে দশ জন,
মনে কি ভেবেছ তুমি সুখী হবে তায়!
দেহে বল পাইয়াছ,
রীতি নীতি শিখিয়াছ,
ভেবেছ কি প্রয়োজন এখন মাতায়!
জননীরে দিয়া দুখ,
যদি পেতে পারে সুখ,
পড়িয়া অনলে তবে শীতলতা পায়!

কুলিশ ঈশ্বর করে,
তব শির লক্ষ্য করে,
হয় না পতন, মাতা ব্যথা পাবে তায়! -
চির দুঃখে জননী, চিরায়ু সুতে চায়!!

৭৪

স্মর সে শৈশব দিন,
মতি গতি বল হীন!—
জননী বিহনে গতি কি হতো তোমার!
তুমি হে চতুর নর,
নাই হেন স্বার্থপর,
তখন জননী বিনা জানিতে না আর!
তিলেক না পেলে দেখা,
দুঃখের কে করে লেখা,
অশ্রু-জলে ডুবাইতে অখিল সংসার!
ক্রমে বপু বলবান্,
ক্রমে পেলে বুদ্ধি জ্ঞান,
ক্রমে তত অনুরক্ত আর না মাতার!—
হৃদে হৃদে ছিলে এবে পারাপার-পার!

৭৫

বিকার-বিষাদ-হীন,
কোথা সে সুখের দিন!—
হা শৈশব-বসন্ত—সন্তোষ-ফুলময়!
সে ধরা কি আছে আর,
অথবা এ ছায়া তার!
আছে সব, শব হেন, সে সজীব নয়!—

ফলে সে মিষ্টতা নাই,
সে বাস না ফুলে পাই,
শীতল সে সরঃস্নানে তেমন না হয়!—
নাই সে শরীর মন,
তবু আমি সেই জন,
ফুটিতেছে ক্রমে হৃদে স্মৃতি সমুদয়!—
ফল ফুল নাই—বন আছে কাঁটা-ময়!

৭৬

আর কি সে তনু আছে,
ছিল যা মায়ের কাছে!—
কোথা ফুল্ল সে কপোল, সে ফুল্ল নয়ন!—
কোথা নৃত্য হর্ষভরে,
কোথা করতালি করে,
কোথা সে চপল কায়, সপুলক মন!—
কোথা খল খল হাস,
কোথা কল কল ভাষ,
সে সুষুপ্তি সুখময় নাহি পাই আর!
ভাবি-ভয়-বিবর্জ্জিত,
কোথা সে অদীন চিত,
নিকুঞ্জে না দেখি আর ঘর দেবতার!—
দেখিতে না পাই হাসি মুখে প্রতিমার!

৭৭

একে একে হৃদি পরে,
এবে প্রেতে নৃত্য করে;—
(চোকে ছায়া দেখে বুঝে বিচক্ষণ জন;)

কভু লোভ, লম্বোদর,
লোল জিহ্বা নিরন্তর ;—
কভু কোপ, করে খর কৃপাণ কম্পন ;—
কভু কাম, কুষ্ঠ কায়,
চন্দন লেপন তায় ;—
কভু দেখা দেয় ভয়, ব্যাদিত বয়ান ;—
কভু ফণী কুণ্ডলিনী,
কাঁদে হিংসা-পিশাচিনী ;—
আশা-ক্ষিপ্ত কত হাসে, করে কত গান ;—
প্রেম-শূন্য হৃদে হ'লো ভূতের বাথান !

৭৮

মাতৃ-গর্ভে ছিল বাস,
না ছিল কাহারো ত্রাস,
কুতূহল বশে হায় ছাড়িলাম তায় !
তবু মাতা দয়া করি,
হৃদয়ে লইল ধরি,
পরশিতে কোন প্রেতে পারিল না কায় !
পূর্ব্ব-জন্ম-পাপ-বশে,
মজিয়া বিষয়-রসে,
মাতৃ-অঙ্ক ছেড়ে পশি সংসার-শ্মশান !
এবে ভূতে চিরে খায়,
সে দুঃখ না কহা যায়,
বুদ্ধি-বৈদ্য পারিল না দিতে পরিত্রাণ !
পলাইতে চাই, নাই পথের সন্ধান !

৭৯

হে মাতঃ! হৃদয়ে ধর,
সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা ভব-দুঃখে কোথা পরিত্রাণ!
তুমি পরশিলে করে,
জ্বর জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্য বৈকুণ্ঠ সমান!
তুমি মুখে দিবে যাহা,
মৃত্যুহরী সুধা তাহা,
আশীর্ব্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ!
তব কাছে স্বর্গবাস,
তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান!
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মূর্ত্তিমান্!

৮০

ধরা হীরা হয় হায়!
সিংহাসন রচি তায়,
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায়!—
ফুল হয় তারাদল,
চন্দন সাগর-জল,
শত কল্প বসি যদি পূজি তব পায়!—
সুধাকর সুধাগারে,
পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন!—

পারিজাত-দল দিয়া,
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন!—
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন!!

৮১

তুমি মা! না ধর দোষ,
তুমি নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায়!
শত অপরাধ করে,
তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায়!
বাণী বর্ণিবারে চায়,
শেষ যদি সদা গায়,
তবু তব মহিমা না হয় সমাধান!
হে সুর, অসুর, নর,
যেবা তনু বুদ্ধি ধর;—
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান!—
বিশ্ব যাঁর কর-গড়া কন্দুক সমান!

মাতৃ-স্তুতি ।

১

জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ,
জননী এ সকলকারণ ;—
যাঁর প্রেম-সিন্ধু পরে, মায়ার তরঙ্গ ভরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২

না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামনা !—
হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা ?
পেতে সুত সুলক্ষণ, কত ব্রত আচরণ,
কত বা মনন দেবতায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৩

গর্ভে আসি তোমায় কি করেছি পীড়ন !—
অরুচি, বমন, অনুক্ষণ,—
শীর্ণ বপু, পাণ্ডু মুখ, উঠিতে বসিতে দুঃখ,
তবু হর্ষ হৃদে না কুলায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৪

দিন দিন বপু বাড়ে, তবু তায় স্থান,
করেছ মা জঠরে প্রদান ;—
অন্ন পান যোগাইয়া, রেখেছিলে বাঁচাইয়া,
ছিল না অভাব ভয় তায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৫

কাল পেয়ে তবু, তব গর্ভ পরিহরি,
যৌবন রতন তব হরি,
যে দুঃখ দিয়াছি তায়, কেবল তা জানে মায়,
তবু পুন হৃদে নিলে হায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৬

কে জানে, কি রূপে মাতা করেছ পালন !
নিজ সুখ সব বিসর্জ্জন !—
কখন বা অর্দ্ধাশন, কখন বা অনশন,
কত নিশি জাগরণ তায়।
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৭

মলয়জ হেন, মল মাখিয়াছ গায়,
স্মরিয়া হৃদয় গ'লে যায় !—
পীড়ায় পড়েছি যদি, কাঁদিয়া সৃজেছ নদী,
অনশনে দিন কেটে যায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৮

বড় হ'য়ে করিয়াছি উপদ্রব যত,
সহিবারে কেবা পারে তত !—
চুল ধ'রে টানিয়াছি, হৃদে কত হানিয়াছি,
নখে কত চিরিয়াছি কায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৯

কহিয়াছ কতমত হিতাহিত জ্ঞান,
কর্ণে তায় দেই নাই স্থান ;
কুকাজ করেছি শত, বেদনা দিয়াছি কত,
কি ভয়, কান্দিলে রোষ যায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১০

পিতা কাছে সহিয়াছ কতই গঞ্জন,
মম দোষ করিতে গোপন !—
কুপুত্র ব্রণের প্রায়, অধিক বেদনা তায়,
প্রাণ যেন নিবসিয়া তায়,
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১১

বিরলে বসিয়া করি যখন চিন্তন,
সিন্ধুজলে তরঙ্গ যেমন,—
হৃদে তব স্নেহ কথা, একে একে উঠে তথা,
যত স্মরি তবু না ফুরায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়

১২

স্থানান্তরে যদি কভু করেছি গমন,
না এলে না করেছ ভোজন ;—
কভু পথে কভু ঘরে, ভ্রমণ উদ্বেগ ভরে,
মণিহারা ফণিনীর প্রায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৩

নিবারিতে নাহি পেরে প্রবাস যাত্রায়,
হৃদে ধরে কেন্দে উভরায়,
লিখিবারে সমাচার, বলেছিলে বার বার,
কি মমতা কাতরতা তায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৪

প্রবাসে বয়স্য-দলে প্রমোদে মগন,
কোথা আর তোমার স্মরণ !
না পাইয়া সমাচার, তুমি কান্দ অনিবার,
নিশি দিন উপবাসে যায় !
প্রসীদ, প্রসন্না-মনা জননী আমায় !

১৫

কি সাধ্য আমার কত করিব বর্ণন,—
যত মত দিয়াছি বেদন !
তবু তায় কষ্ট নয়, যেই মাত্র দেখা হয়,
স্নেহ জল স্রবিত ধারায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৬

অলক্ষ্যে তোমার স্নেহ আছে অনুক্ষণ,
থাকি যথা যে ভাবে যখন ;
যে মাত্রে বিপদ হয়, অলক্ষ্যে হৃদয়ে লয়,
সকল অশুভ দূরে যায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন মনা জননী আমায়।

১৭

বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়,—
রত্ন-বেদি, বসি তুমি তায়,
বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি, অনল, তরুণ রবি,
রক্ত বাসে বিজড়িত কায় !
প্রসীদ প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৮

সস্মিত আনন, চতুর্ভুজ সুগঠন,
যাম্য কর যুগল শোভন
পান পাত্র দর্ব্বি ধরা, উভয় অমিয় ভরা ;—
সব্যে বরাভয় শোভা পায়।
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৯

সুরাসুর নর যত আছে জীবগণ,
করে সুধা সকলে ভোজন ;—
নাচে গায় মহারঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
কত তুমি হরষিত তায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২০

হৃদে তব হেন ধ্যান, যার চির রয়,
অশুভ না তার কভু হয় ;
পদ্ম-দল-গত জল, চিত হেন সচপল ;
তারে স্থির রাখা নাহি যায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২১

কুপথে চলিতে করি মনন যখন,
যবে হয় কুসঙ্গে মিলন ;—
কুকার্য্যে প্রমোদ বাসি, লাজের কথায় হাসি ;
কর মাগো সাবধান তায় !
প্রসীদ প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২২

মম অপরাধ যদি কর মা গ্রহণ,
আমি তবে বাঁচি কতক্ষণ !
মম বুদ্ধি বল যাহা, সব তুমি জান তাহা ;—
অবোধের দোষ পায় পায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২৩

আমার কলঙ্কে মাতা কলঙ্ক তোমার,
তব দুঃখ, যে দুঃখ আমার ;—
ইহা মনে বিচারিয়া, লহ সব সম্বরিয়া,
হর সব দোষ সুশিক্ষায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

মুঙ্গের—পীরপাহাড় :

১১ই আশ্বিন—১২৭৮। ২৬এ সেপ্টেম্বর—১৮৭১।

মহিলা।

(দ্বিতীয় অংশ)

জায়া।

১

নদী-মধ্যভাগে যথা সন্তরিত জন
গভীর নীরেশ নৃত্য করি বিলোকন
সভয়ে সন্দেহ সনে কুল পানে চায় ;
কবির অবস্থা তাই,
আগে চেয়ে ভয় পাই,
নারী-নদী বিশাল, কি পার পাব তায় !
ধরি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তৃণ লেখনী সহায়।

২

মাতা মৃদু তটভাগ ভয়-হীন তায়,
না পাই সে শান্তভাব মাঝারে জায়ায়,—
বিষম আবর্ত্ত তুঙ্গ তরঙ্গ খেলায় ;
রসিক ভাবুক জনে
বুঝ বিচারিয়া মনে,
শত দোষ পাইলে না প্রকোপ মাতায় ;
অল্পে অভিমানী প্রিয়া ভয় বাসি তায়!

৩

জাগিয়া প্রভাত ভানু দরশন হয়,
আবরিয়া আভা পাশে অভ্রচয় বয়,
তবু কি তাকিতে তায় আঁখি ব্যথা পায়;
পূর্ণ গরিমার ভরে,
অভ্রহীন নভ পরে,
মধ্যদিনে রবিদ্যুতি উদধির প্রায়;
অকাতরে নয়নে কে নিরখিবে তায়!

৪

যৌবনে যুবতী-লীলা একে বুঝা দায়!
মিলিয়াছে প্রভূত-প্রভাব রূপ তায়!!
পুন চির বক্রগতি প্রেমের মিলন!!!
একে হই বোধ-হীন,
একাধারে হেন তিন!
দেবে না করিতে পারে তার নিরূপণ;
আমি জড় জড়িত মানব মূঢ় মন!

৫

ক্ষিপ্ত হৃদে কি ভাব না বুঝে সুস্থ জন,
ক্ষিপ্ত হলে কহিতে না পারে বিবরণ;
না পিয়ে না বুঝি সুরা, পিয়ে জ্ঞান যায়;
যদি হৃদে ধ্যান লই,
নিজে বিমোহিত হই
রূপ প্রেম যৌবনের মোহিনী মায়ায়!
হৃদে মূর্ত্তি বিনা বাক্য হৃদয়ে না যায়।

৬

এসো এসো প্রিয়তমা প্রতিমা সাকার!
জাগাও ভক্তের হৃদে ভাব নিরাকার;—
রাগ ভরে করি তব স্তবন পূজন!—
পৌত্তলিক ভাবি মনে,
হাসিবে অবোধ গণে;
সুবোধ বুঝিবে আছে নিগূঢ় কারণ,—
নিরাকারে ধ্যান নভ-কুসুম চয়ন।

৭

তোমার কাহিনী কাব্য, কবি বক্তা তার,
অলঙ্কারী কুশ-শিখ-সূক্ষ্ম-মতি যার,
বিচরিয়া ভাব তব অন্ত নাহি পায়!
ঘটে পটে মত্ত যারা,
দেখিতে না পায় তারা,
মনোহরী তোমার সুষমা প্রতিমায়;
অচিন্ত্য অগম্য ভাবে অধ্যাত্ম বিদ্যায়।

৮

তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্যা সর্ব্ব-রসাধার,—
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি অবিতর্ক অণু পদার্থ বিদ্যার;
শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহ ধাম,
তুমি মূল প্রকৃতি সাংখ্যের তত্ত্বসার;
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

৯

সব দ্রব্যে মধ্যভাগে বাস করে সার,
পাতাল স্বর্গের মাঝে প্রকৃতি ধরার ;—
শীত গ্রীষ্ম মধ্যে ঋতুরাজের বিহার,
তরু মধ্যে সার ধরে,
মধ্যমা প্রধান করে,
হ্রস্ব স্থূল মাঝে সাজে মধ্যম আকার,
মধ্য-মণি শ্রেষ্ঠ মানি মণির মালার,

১০

জরা বাল্যকাল মাঝে সুখের যৌবন,
মানুষের মধ্যে মান্য মধ্যস্থ যে জন,
আঁখি মধ্যভাগে আঁখি-মণির বিহার ;—
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাঝে
প্রেমভাব যথা সাজে,
তুমি মধ্যচারী তথা মাতা দুহিতার,
পূর্ণ চারু বামা-ভাব সাকার-লীলার।

১১

মধ্যভাব দুই প্রান্তে বিহরে বিকার,—
পালন গৌরব ধর্ম্ম বিকার মাতার,
সেবা ধর্ম্মে লাঘব বিকার দুহিতার ;
স্ত্রী ভাবের প্রেম পাত্র,
সবে এক তুমি মাত্র,
স্ত্রী নারী রমণী বামাঙ্গনা যত আর,
যত জাতি-উপাধি তোমার অধিকার।

১২

কোথা হেন ভাব আছে নাই যা তোমায়,
তোমায় না পাই যাহা সে রস কোথায়,
কি হেন সম্বন্ধ আছে তোমায় এড়ায়,
হেন ভোগ কোন থানে
না পাই যা তব স্থানে,
যা আছে এ ভবে, আছে সে সব তোমায়,
তোমায় যা পাই, নাই কোথাও ধরায়।

১৩

কহিতে সম্বন্ধ লাজে ফুল্ল গণ্ড কার,
রঙ্গ-মগ্ন নগ্ন-অঙ্গ কে দেখায় আর ;
এত দুখ এত সুখ কে করে সৃজন :—
শীতাতপ বর্ষাভরে,
হত হই শ্রম-জ্বরে,
কার তরে কষ্টে করি ধন উপার্জ্জন,
শীতাতপ বর্ষায় কে আরাম এমন !

১৪

কেবা হেন কামানল সুলভ ইন্ধন,
ব্যভিচার বৃদ্ধিতায় কে বারে এমন ;
হেন ভীরু হেন বীর করে কোন্ জন ;—
কে কাছে থাকিলে পরে,
এত ভয় হয় নরে,
কার রক্ষা তরে হয় সাহস এমন ;
কে ব্যয় করায় হেন কে করে কৃপণ !

১৫

শোণিত-সম্বন্ধ-হীন কেবা হেন পর,
অর্দ্ধ-অঙ্গ আত্মীয় কে আর তার পর;
হরে প্রাণ করে দান কে প্রাণ-নন্দন ;—
কে হেন বিবেক আর,
সমাগম রসে যার
পরিহরি সব মায়া স্বজন স্বগণ ;
কে নিগড় দৃঢ় হেন সংসার বন্ধন !

১৬

স্নিগ্ধ উষ্ণ তীব্র মন্দ যত বিপরীত,
প্রহেলি-পুত্তলি ! সব তোমায় মিলিত ;
হেন দ্বন্দ্ব-মিল মিলে ঈশানে কেবল !
দুই বিপরীত যথা,
মধ্যভাব বসে তথা ;
বিষয় বিরাগ তুমি প্রেম ধর্ম্ম স্থল ;
দিব্য সুধা মত্ত সুরা তীব্র হলাহল !

১৭

কুন্তল কলাপ কিবা কাদম্বিনী কায়,—
চমকি চমকি চোখে চপলা খেলায়,
অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভা পায়,
তরুণ অরুণ রাগে
সিন্দুর ললাট ভাগে,
সন্ধ্যার নিবাস নেত্রপল্লব ছায়ায়,
কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায় !

১৮

তোমা বিনা হই রসহীন উদাসীন,
কিম্বা পাই পশু-ধর্ম্ম হেয়-কর্ম্ম-লীন,
নরত্ব মহত্ব পথে চালনা তোমার ;—
আছে যায় অতিসুখ,
আছে অগণিত দুখ ;
তুমি গ্রন্থ রচনা সংসার-পরীক্ষার,
তুমি সহাধ্যায়ী, গুরু, পুরস্কার তার !

১৯

অধীনতা অজ্ঞতা জড়তা দোষ চয়,
দেহ যোগে করে বাল্যে আত্মায় আশ্রয় ;
হেয় পশু সম শুধু অন্ন পান চায় ;—
জলমগ্ন জন প্রায়,
সব পূর্ব্ব স্মৃতি যায়,
কেবল যতন মাত্র জীবন রক্ষায় ;
স্মৃতির সন্ধানে ব্যগ্র বিবিধ খেলায় !

২০

জল ভেদি ক্রমে উঠে মৃণাল যেমন,
কুজ্ঝটী কাটিয়া ফুটে যেমন তপন,
ক্রমে হেন দেখা দেয় সরস যৌবন ;
আত্মা নিজ ভাব পায়,
বিশ্ব বিলোকিয়া চায়,
করে হৃদি ধ্যানের প্রতিমা অন্বেষণ,
তোমায় আনন্দময়ী, তার হারা-ধন !

২১

হেন দুখ মাঝে হেন সুখ কোথা আর,
যথা নর-জন্ম-মাঝে যৌবন সঞ্চার ;—
মরু মাঝে চারু দ্বীপ শ্যামল যেমন,
ঝটিকা নিশায় যেন
ঘন অবকাশে কেন
ক্ষণিক শশাঙ্ক ভাতি সংসার-রঞ্জন,
নিঃস্বের জীবনে যেন রাজত্ব স্বপন !

২২

কলেবরে কিবা রূপ বলের উদয়,
কিবা অজানিত-রস পূরিত হৃদয়,
কিবা অকাতরে চায় অটন রটন,
হৃদে ধ্যান কবিতার
উঠে কিবা অনিবার,
কিবা পূর্ণবলে দেহ আত্মা করে রণ,
অথবা কি উভয়ের প্রেম আলিঙ্গন !

২৩

মধ্য দিনে যথা আলো সকল ধরার,
কোথাও থাকে না আর ছায়ার আঁধার,
যৌবন আগমে তথা সব সুখময় ;—
হৃদয়ে আশার বাস,
প্রমোদ উল্লাস হাস ;
যদি দৈবে বিষাদ আগত কভু হয়,
সে চিত্ত-কমলে জল কতক্ষণ রয় !

২৪

রূপ-মণি রবি-দ্যুতি হৃদয়-রঞ্জন !
যে না জানে সে গঞ্জিবে তোমায় যৌবন ;
অকণ্টক কমল কে করে ধরে আর,
অসিত নারকী যাহা
ধরার, আবরি তাহা
কে দেখায় উজ্জ্বল স্বর্গীয় ভাগ তার,
কে সফলে তনু ভার বহন আত্মার !

২৫

বাল্যের সারল্য রয়, চাপল্য পলায়,
রয় রূপ কলেবরে, অবলতা যায়,
হৃদে শুভ অনুরাগ আগ্রহ প্রবল,
প্রেম মৈত্রী পূর্ণ মনে
হাসি কাঁদি পর সনে,
নাহি প্রৌঢ়-স্বার্থাসক্তি কঠিনতা ছল ;—
কোথা হেন সুশোভন গিরিসন্ধিস্থল !

২৬

তব তরে যৌবন সৃজিত এ সংসার !
তব প্রতি এ সংসার রাখিবার ভার ;
বুদ্ধিবল হীন শিশু বৃদ্ধ দোঁহাকার ;—
তোমায় পালন চায়,
তোমায় জীবন পায়,
তুমি ধনী আর সবে দরিদ্র ধরার,
যুবজানি যুবার অবনী অধিকার।

২৭

যুবায় সহস্র ত্রুটি ক্ষমি কি কারণে,
একমাত্রে দ্বেষ কেন করি প্রৌঢ় জনে ?
প্রৌঢ় অপরাধ করে পূর্ব্ব চিন্তাসনে ;
ভাল মন্দ যুবা করে
সময়ের বেগ ভরে,
মত্ত হয়ে উঠে ছুটে তুরঙ্গ যখনে,—
কে নিন্দে সারথি রথ কুপথ গমনে ?

২৮

অন্তরে বাহিরে হেন দিব্য ভাব কার,
দিব্য চক্ষে হেরি দিব্য মূরতি ধরার !
কি জীবন-মুক্ত হেন ভাবের সঞ্চার !—
সাধি দেহ-ক্রিয়া চয়,
হৃদয় আনন্দময়,
সশরীরে হেন স্বর্গ ভোগ কোথা আর !
লীলাবতী-ললনা মূরতি সুধা যার।

২৯

হে যৌবন ! তুমি দূরবীক্ষণের প্রায়,
শত-গুপ্ত-শোভা নারী-চন্দ্রে পাই যায় ;
মাংসের পুত্তলী ভাব সাধারণে যার !
প্রপঞ্চ-জগত-সার,
শশী ভব-তমিস্রার,
পরশ রতন যেন ভিকারী আত্মার ;
তুমি বিনা কে প্রচারে এ প্রকৃতি তার !

৩০

শশি-বিভাসিতা নিশা, রম্য উপবন,
গন্ধবহ মন্দ মন্দ মলয় পবন,
কুসুম, কুঙ্কুম, চারু চন্দন লেপন,
নৃত্য গীত মহোৎসব,
যুবার এ স্বর্গ সব,—
যদি প্রেম চক্ষে চায় রমণী-রতন,
নতুবা সকলি তার ব্যথার কারণ!

৩১

যুবা কি কখন ভুলে কাঞ্চন-ছটায়?
লোলুপ সে ললনার কপোল আভায়!
সম ভাতি হীরায় কি লোভ হয় তার?
কভু প্রেমে ঢল ঢল
কভু মানে ছল ছল
নিরখি যুগল লোল লোচন প্রিয়ার!
মঞ্জীর-ঝঙ্কারে কটু নিক্কণ মুদ্রার!

৩২

যার মিলে নারী সনে এ হেন মিলন,
নারী সনে সে যৌবন মিলন কেমন!
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন!
পুরুষ পাষাণ কায়,
যৌবন মিহির প্রায়,
প্রতিবিম্ব তায় তার রটে কি তেমন,
রমণী মণির অঙ্গে ঝলকে যেমন?

৩৩

কৃশাঙ্গীর কলেবরে যৌবন কেমন ?
হবির পরশ ভরে কৃশানু যেমন,
অথবা বসন্তে যেন কাননের কায়,
নদী যেন বরিষার
ধরে না রসের ভার,
লাবণ্য লহরী খেলে ললিত লীলায়,
উছলে উদধি যেন পেয়ে পূর্ণিমায় !

৩৪

ইন্দ্রজালী মতি করে মাটি-গুটিকায়,
যৌবনে বর্দ্ধিত হেন কামিনীর কায় ;
কাল পেয়ে কাল কুঁড়ি কুসুম যেমন ;
ছদ্ম বেশী দেব-বরে
যেন নিজ রূপ ধরে ;
ধূলি-চারী তস্তকীট বালিকা তখন
কি বিচিত্র প্রজাপতি যুবতী এখন !

৩৫

সে দিন না ছুঁইয়াছি যারে ঘৃণা ভরে,
আজ তার স্পর্শ পেলে চাঁদ পাই করে ;
কাল ছুটাছুটি, আজ গজেন্দ্র গমন ;
কাল না চেয়েছি যায়,
আজ সে না ফিরে চায় ;
ধুলা খেলা ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন,
আত্মা-অশ্বে করে কশা-কটাক্ষ শাসন !

৩৬

কোথায় উপমা দিব যুবতী শোভায় ?
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমায় ?
শারদ সরসি বটে পরম শোভার ;
বিমল রসাল কায়,
মন্দ আন্দোলিত বায় ;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আত্মার !—
মদালস সে লোল লোচন লালসার !—

৩৭

প্রাণের ফুল্লতা করে কপোলে প্রচার,
চিত্ত গজ, মত্ততা-গমন সাক্ষী তার,
অন্তর কুটিল, নেত্রে কুটিল সন্ধান,
হৃদির উল্লাস ভার
হৃদে না কুলায় আর,
বাহিরে প্রকটে কুচ বিপুল প্রমাণ !—
কি বর্ণিব বাক্যে, হরে অভিনয়ে প্রাণ !

৩৮

নারী হৃদে ভাব যত কে করে গণন !—
সরল সঙ্কর পুন সংকীর্ণ মিলন !
সে বুঝে যে সুচতুর সুরসিক হয়,
বচনে না ভাষে যায়,
প্রকারে হাঁ বলে তায়,
শুন না নারীর কথা দেখ অভিনয়,
রসনা না, ললনা নয়নে কথা কয় ! •

৩৯

কে শিখায় এ ছল সে মুগ্ধা বালিকায়!
ইক্ষু অঙ্গে বল কেবা শর্করা মাখায়!
কণ্টকের শির সূক্ষ্ম করে কোন জন!
কুসুম ফুটিলে পরে
কে তায় সুগন্ধ করে!
নারিকেলে জল করে কেমনে গমন!
কাঞ্চনের কলেবরে কে দেয় বরণ!

৪০

সহজ-সৌন্দর্য্য-সিন্ধু রমণীর কায়,
যৌবন-হিল্লোলে খেলে লহরী লীলায়!
রূপ সনে যৌবনের মিলন কেমন;—
কাঞ্চন রসান হেন,
কুসুম চন্দন যেন,
সারঙ্গীর সুর সনে সঙ্গীত যোজন,
বিদ্যা আর কবিতার মিলন যেমন!

৪১

শ্রী কান্তি সৌন্দর্য্য ছবি সুষমা আখ্যান,
জগতে কে জানে, রূপ, তোমার সন্ধান!
পুরে দূরে সদা তব সমাগম হয়;
দেখিলে হরষে ভরি
দ্রুত আলিঙ্গন করি,
হেন প্রাণ-প্রিয়বন্ধু আর কেহ নয়;—
সুধালে না পারি কিন্তু দিতে পরিচয়!

৪২

কোথা রূপ বসে, কে বা না জানে সংসারে,
কারে রূপ বলি, কে বা কহিবারে পারে ;
কোথায় কি ভাবে বাস, নয় নিরূপিত ;
নয়ন মেলিয়া চাই,
তোমায় দেখিতে পাই,
আঁখি মুদি দেখি তব বরণ চিত্রিত,
দ্বার রোধি ঘরে দেখি তোমায় উদিত !

৪৩

কৃশ স্থূল কি প্রসার বর্ত্তুল রচন,
কৃষ্ণ সিত নীল পীত পাণ্ডুর বরণ,
শীত উষ্ণ কোমল মসৃণ পরশন,
স্থির ধীর দ্রুত অতি,
কি ঋজু বঙ্কিম গতি,
কি মধুর কটু তিক্ত কষায় লবণ,
যথা তুমি তথা দ্রুত আত্মার গমন !

৪৪

তব যোগে প্রিয় শশী পাণ্ডুর বরণ,
তোমা বিনা অতি ম্লান পাণ্ডুর বদন,
না জানি কি রূপে কর মিলন কোথায় !
ভাল নীল কাদম্বিনী,
ভাল পীত সৌদামিনী,
ধবল বলাকাবলি ভাল সাজে তায়,
তলে ভাল শ্যামলা মেদিনী শোভা পায় !

৪৫

তপনে কিরণ তুমি কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি বদনের হাস,
জড়ে অবয়ব তুমি বিজ্ঞান আত্মার,
তুমি শীত গুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,
মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার,
কাঞ্চনের কান্তি তুমি বল অবলার !

৪৬

তুমি পরিপূর্ণ স্বর্ণ-পান-পাত্র প্রায়,
মত্ত আত্মা লালায়িত আস্বাদিতে যায় ;
হিয়া হিয়া বিয়া করে দূতী তুমি তার ;
প্রকৃতি-প্রিয়ার হায়
অনুরোধ পত্র প্রায়,
যে আনে, সে নিতে পারে সকলি আমার ;—
কিছু না অদেয় তারে কাছে আছে যার !

৪৭

সুন্দর মুখের আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে !
কে কাতর সুকোমল করের প্রহারে !
কে না পালে মৃগাক্ষী-ইঙ্গিত-আবাহন !
ব্যাভার না জানি যার,
আগে দেখি মুখ তার,
প্রকৃতি-পটের পরে আকৃতি দর্পণ !—
গৃহ দেখে বুঝা যায় গৃহস্থ কেমন !

৪৮

রবির প্রকাশ রোধে হেন কোন্ জন !
রূপের প্রভাব রোধে সে নর কেমন।
শিশু বৃদ্ধ যুবা সবে অধীন্ সমান !
ধর বিদ্যা-জ্ঞান-বর্ম্ম,
তথাপি বিঁধিবে মর্ম্ম,
অনিবার্য্য সৌন্দর্য্যের শরের সন্ধান !—
বিশ্বামিত্র পরাশর প্রমাণ পুরাণ।

৪৯

মুগ্ধমতি ব্রহ্মা দেখি নিজ আত্মজায়,
লভে তথ্য সুবোধে রূপক-রচনায় ;—
আত্মায় জনমে রূপ বিমোহ আত্মার !
ঘাতকে হানিতে যায়,
লোলাক্ষী ফিরিয়া চায়,
পড়ে না কৃপাণ বৃথা যত্ন বার বার !
এ হেন মোহন-মন্ত্র হে রূপ তোমার !

৫০

তনুরূপ রথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল,
বল্গা ধৈর্য্যে অঙ্গভঙ্গী নাচে হয় দল,
আপনি রমণী রথী, সারথি যৌবন,
মৃদুহাসি-বীরদাপে
হেলাইয়া ভুরু চাপে
সঘনে কটাক্ষ-শর সন্ধানে যখন,
কোন্ বীর পরাভব না মানে তখন !

৫১

আছে যে বারিতে পারে মদনের শরে,
নাই যে না বাসে রূপ-প্রভাব অন্তরে ;
না থাকে আহারে লোভ, রুচিবোধ রয় ;
হের হর-দৃষ্টিভরে
মদন পুড়িয়া মরে,
স্মরারি সৌন্দর্য্যে তবু উদাসীন নয় !—
পরিচয় হিমাচল-সুতা-পরিণয় !

৫২

বসনে ভূষণে রূপ আবরি বাড়ায়,
যথা কাচ কলস প্রদীপ-কলিকায় ;
নাই, ক্ষতি নাই, ফুলে কি কাজ চন্দন ;
রূপসীর রোষ যত,
প্রাণে তায় চায় তত ;
হাসি দেখে বাসি স্বর্গ-নিবাসী যেমন ;—
প্রাণ দিয়া ইচ্ছা করি অশ্রু নিবারণ !

৫৩

শিশু-হাসি দেখে যার উল্লাসে না মন,
কবিতা-কুসুম-ঘ্রাণ না পায় যে জন,
যে পিয়ে না রস বুঝে সঙ্গীত-সুধার,
নেত্রনীরে অবলায়
দেখে যে না দুঃখী তায়,
রূপের প্রভাবে বটে সে পেয়েছে পার !—
হেন দস্যু যে জন না কাছে যাই তার !

৫৪

হেন রূপ-যৌবনের মিলন যাহায়,
প্রিয়তমা—কোন্ বাক্যে বর্ণিব তোমায়!—
সরাগ যৌবনে প্রেম মিলনে তোমার,
যেন নব জন্ম নিয়া
কোন নব লোকে গিয়া
পেয়েছি পরম রম্য রহস্য প্রচার;
ঘুচিল বালক নাম খ্যাতি মূঢ়তার!

৫৫

সে জ্ঞান কি এই, যাহা লভেছি তোমায়!—
মৃষা-উক্তি মানব পতিত হলো যায়!
এই কি প্রলোভ-ফল আদিম জায়ার!
সত্য বটে আস্বাদনে
নব মতি উঠে মনে,
এ জনমে ভুলিব না সে বিকার আর!—
ক্ষতি নাই যায় স্বর্গ বিনিময়ে তার!

৫৬

পতন-কারণ হেন জানা যদি যায়,
পরম সুলভ তবে উত্থান-উপায়;
যে ভূমে পিছলি পড়ে ধ'রে উঠে তায়,
কণ্টকে কণ্টক হরে,
জলে কর্ণ জল ঝরে,
বিষের ভেষজ বিষ পাই পরীক্ষায়;
সুচতুর বুঝো সার সঙ্কেত কথায়।

৫৭

হে প্রাণ-প্রতিমা! শুনি হেন বিবরণে
অভিমানী হও পাছে, ভয় বাসি মনে;
নয় এ রূপক প্রিয়া তোমার গঞ্জন,—
নর নব নেত্র পায়
হেরে নিজ নগ্নতায়;
তব যোগ ভোগ-তৃপ্তি মুক্তি-নিকেতন!—
তুমি স্বীয়া স্বর্গ-সৌধ-সোপান-শোভন!

৫৮

ইন্দ্রিয় যা চায়, পাই তোমায় সকল,
কামনার কুসুমে ক্রমশ ফলে ফল;—
বন্য জন্তু বশে যথা আনে নরগণ,
নিগড় নিবদ্ধ পায়,
যথাযোগ্য ভক্ষ্য পায়,
ক্রমে বাধ্য হয় পেয়ে শাসন পোষণ;—
রিপু দল শান্ত হয় তোমায় তেমন!

৫৯

অতীব অদম্য কাম দমন তোমায়;—
নাই ঘরে খাই বড়, পাই পরীক্ষায়,
সদা অন্নে হাত যার ক্ষুধা নাই তার;
নিজ ত্রুটি সংখ্যা নাই,
শতবার ক্ষমা চাই,
পেয়ে তবে মনে বুঝি মহিমা ক্ষমার;
পর ত্রুটি বুঝি, দেখে ত্রুটি আপনার!

৬০

নর-হৃদে প্রভুত্বের বাসনা প্রবল,
জায়া তার যথাযোগ্য চালনার স্থল,—
যা চাও করিতে পার আছে অধিকার ;
তুমি সংসারের কর্ত্তা,
স্বামী পতি ভর্ত্তা হর্ত্তা,
কিন্তু পীড়া দিলে হবে পীড়া আপনার .
প্রভু-কার্য্য পালন এ শিখান ভার্য্যার !

৬১

কেহ বলে ধন সব দোষের আধার,
কার মতে হয় ধন সংসারের সার,
প্রিয়ায় পেয়েছি হেন বিরোধ-ভঞ্জন ;—
ধন নিজে দোষালয়,
কিন্তু তায় ধর্ম্ম হয়,
পর তরে বিতরণ অর্জ্জন রক্ষণ,
বহুব্যয়ী কৃপণ বিমূঢ় দুই জন !

৬২

সুখে সুখী, দুখী যদি দুখে পরিজন,
অপরে আত্মতা মোহ কোথায় এমন !
লৌহে লৌহ কাটে কিন্তু বুঝ মনে সার ;—
দেহে আত্ম-ভ্রম যাহা,
মহা মোহাঙ্কুর তাহা,
প্রিয়া-প্রেম-মোহ দেখ মূল তুলে তার ;
ফলে ফুলে ফুরাবে রৌরব ফল যার ।

৬৩

গুণবতী বনিতা নিলয়ে আছে যার,
তার সম মদগর্ব্ব আছে আর কার,
সংসারী সে সংসারের গণ্য এক জন ;
কিন্তু নারী চায় যত,
কে যোগাতে পারে তত,
পদে পদে ঘটে তায় গর্ব্বের ভঞ্জন ;
বুঝ সীতা স্বর্ণ-মৃগে লোভের লক্ষণ !

৬৪

কি মৎসর হই প্রিয়া তোমার কারণে,
জ্ব'লে মরি যদি ভাল বল অন্য জনে ;
কে জানে সন্ধান কত উপকার তায় ;—
যে বা কিছু প্রশংসিত,
পেতে হ'ই ব্যগ্র চিত,
মনে ভয়, পাছে তব অনুরাগ যায় ,—
হেন শুভ মৎসরতা কে আর শিখায় !

৬৫

হলাহলে, হয় যায় জীবের নিধন,
যুক্তিযোগে দেখ তায় বাঁচায় জীবন ;—
বৈদ্য যথা জানে তার শোধন ব্যাভার ;—
নরের প্রকৃতি-গত,
মহা মহা দোষ যত,
প্রাণান্তিক-পীড়া, প্রিয়া, পরিণাম যার,
গুণ হয় সবে তারা গুণেতে তোমার !

৬৬

অশ্বে যথা বল্গা, যথা অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর,
বুদ্ধি বৃত্তি দলে যথা হিতাহিত জ্ঞান,
সিন্ধু-যাত্রি—পথ-হারা
তার যথা ধ্রুব তারা,
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান ;—
তোমা বিনা পথ-ভ্রান্ত পান্থের সমান !

৬৭

অনূঢ়া কালের স্মরি মতি গতি ক্রিয়া,
বিবাহান্ত বিদ্যমানে দেখি মিলাইয়া,
সে পাবে প্রেয়সী তব মহিমা আভাস ;—
সে যেন সে নাই আর,
যেন নব জন্ম তার,
কত দোষ গত, কত গুণের বিকাশ,
এবে অজ্ঞ দ্বিজ বিজ্ঞ কবি কালিদাস !

৬৮

যথা দয়া ধর্ম্ম তথা, অকাট্য বচন ;—
সে দয়ার প্রস্রবণ কে আর এমন !
সে, বেদনা বুঝে কি সন্তান নাই যার !
নিজ হৃদে ব্যথা পাই,
পর ব্যথা বুঝি তাই,
নিজ-সুত হেতু পর-সুত মমতার ;—
দয়ার জনম-ভূমি ঘর আপনার।

৬৯

দোষাশক্তি নর-হৃদে কি আছে এমন ?
জায়ায় না হয় যার তোষণ পোষণ ;—
অন্যে দোষ বাড়ায় বা ছাড়াইতে চায় ;
প্রিয়া কি কৌশল জানে,
লোভ দিয়া লোভ হানে,
দেখ নারী-রঙ্গ চতুরঙ্গ-রচনায়,—
রক্ষোরাজ-রণ-মদ তৃপ্ত লুপ্ত যায় !

৭০

মাতা কাছে শিক্ষা পাই মানি না তখন,
প্রতাপি প্রেয়সী তার শিখায় পালন ;—
তারে ডরি, করে যার দণ্ড পুরস্কার ;—
আমি ভাল বাসি যারে,
সেই সে দণ্ডিতে পারে ;
ব্যবস্থা-স্থাপক হেন ক্ষমতা মাতার ;
প্রাড়্বিবাক্ প্রহরার পদবী প্রিয়ার !

৭১

প্রিয়া শুনে দুঃখী হবে এ চিন্তা যেমন,
কিসেতে নিবারে আর কুকাজ এমন !
মরি মারি নিজ তরে ভয় নাই তার,
প্রিয়ার কি গতি হবে,
স্মৃতি হলে ক্ষমি তবে,
উদ্যত করের অসি করি পরিহার ;
রাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি প্রেয়সী সাকার !

৭২

শীতাতপ-বর্ষা-ক্লেশে বিজন কাননে
যে আশায় ফলাশায় বসে যোগি-জনে ;
লোকালয়ে বসি প্রিয়া তব সঙ্গ ভরে,
অনায়াসে লভি তাই,
পায়স পলান্ন খাই,
বশে এনে পাঁচমিলে তপ করি ঘরে ;—
বেদিয়া ভুজঙ্গ নিয়া খেলা যেন করে !

৭৩

কংস-সভা এ সংসারে কৃষ্ণোদয় প্রায়,
নিজ ভাবে সবে প্রিয়া নিরখে তোমায় ;—
পয়োরূপা কারো কাম-ফণীর আহার,
কেহ হেরে দাসী যেন,
কারো নেত্রে মিত্র হেন,
কেহ দেখে শুধু পুত্র-রতন-ভাণ্ডার,
প্রেম-গুরু কারো বা কন্দুক খেলিবার !

৭৪

সংসার-স্বরূপা স্বীয়া সংসারের সার,
সংসারে না পাই স্থান তব উপমার ;
পরকীয়া সনে তোমা তুলে মূঢ় জন !
কমল কেতকী যেন,
গঙ্গা কর্ম্মনাশা হেন,
আবাস-আহার পর-আতিথ্য ভোজন,
ব্রহ্মানন্দী আর যথা মদ্য-মত্ত জন !

৭৫

পর সঙ্গে পাপ যাহা, পুণ্য তাহা ঘরে,
কলুষের কলুষতা কে বা হেন হরে ;
পর সনে কুকর্ম্ম আখ্যান পশ্বাচার !
তব সঙ্গে সেই কাম,
কাম-জননীর ধাম,
হয় তায় সঞ্চিত সুকৃত-অবতার,—
পুন্নাম নরক-ত্রাণ পুত্র নাম যার !

৭৬

সাধ্বী গর্ভ-ক্ষীরসিন্ধু সুত-চন্দ্র সনে
কুলটার পাপ ফলে তুলে দেখ মনে,
উভয়ের প্রভেদ প্রকাশ পাবে তায় !—
সুধা আর সুরা হেন,
দেবতা দানব যেন,
সুরভীর স্তন-রস অর্ক-ক্ষীর প্রায়,
অথবা প্রভেদ যেন ভক্তি ভাক্তুতায় !

৭৭

পরীক্ষায় পাই হেন প্রভেদ যথন,
কিরূপে কল্পিত বলি শাস্ত্রের লিখন ?
সে শুভ, যে সাধারণে জন-মনোনীত ;
পত্নী সহ বসি ঘরে,
কেবা না বিশ্বাস করে,
পরকীয়া সনে হই সমাজ-বঞ্চিত !
তবু ভেদ বুঝে না সে বিধি-বিড়ম্বিত !

৭৮

অঙ্কে সত্য নাই হেন লিপি প্রকৃতির
ভাষে যায় কেবা স্বামী কোন্ রমণীর ;—
বিবাহ-ব্যবস্থা সত্য মানব-রচন ;—
যথা ইচ্ছা নর নারী,
সঙ্গ করিবারে পারি,
স্বভাবের বাধা তায় না পাই তেমন ;—
বিবাহের মন্ত্র সত্য মুখের বচন ;—

৭৯

বাঁধে বটে করে করে, বসনে বসন,
সত্য তায় বান্ধিতে না পারে মনে মন ;—
দেখেছি দম্পতি-দ্বন্দ্ব দেবাসুর প্রায় ;—
শত স্থলে পরিণয়
হয় শত দোষালয়,
কিন্তু তবু মনের এ বিশ্বাস না যায় ;—
নাই পাপ ব্যভিচার সমান ধরায় !

৮০

বিবাহে প্রকাশ্য আজ্ঞা নাই প্রকৃতির,
ইঙ্গিত-সম্মতি আছে ভেবে দেখ ধীর ;—
বহু কার্য্যে প্রকৃতি-স্বাধীন নরগণ ;—
কিন্তু বহু কাজে তার,
ঘটে পরে অপকার,
চাই তার শ্রেয়প্রেয় বুঝে আচরণ ;
নয় পশু-রীতি অন্ধ স্বভাব চালন।

৮১

পথ্যাপথ্য আহারে সমান অধিকার,
রাখিতে ছাড়িতে পারে তনু আপনার,
শুভাশুভ বিচার কেবল পরীক্ষায় ;
স্বেচ্ছা-রতি যদি হয়
পরীক্ষায় দোষালয়,
বিবাহে অবশ্য তবে স্বভাবের সায় ;
কোন্ যুক্তি কাটিবে প্রত্যক্ষ ঘটনায় ?

৮২

সে স্বভাব, সর্ব্বভূমে যাহার বিস্তার ;
কোথা দেশ, নাই যথা বিবাহ-ব্যভার ;
কোথা নিন্দনীয় নয় যথেচ্ছা-বিহার,—
পরম পণ্ডিত জনে
বিধি দিল যুক্তি সনে,
ধরায় না হলো তবু প্রচার তাহার ;—
কার বিধি, খণ্ডিবে বিধান বিধাতার !

৮৩

হে বিবাহ-প্রজাপতি দেবতা-যোজনা !
এ নর-সমাজ চারু তোমার রচনা,
নরত্বের সীমারক্ত-প্রাচীর স্থাপন ;—
তোমায় লঙ্ঘিয়া যাই,
পশুর পদবী পাই,
কোথা রয় প্রেমময় সম্বন্ধ-বন্ধন !—
পিতা মাতা প্রিয় ভ্রাতা নন্দিনী নন্দন ।

৮৪

প্রাণপণে জনকের যতন পালন,
সহোদর গণে চির প্রেমের মিলন,
প্রাণের প্রতিমা হেন নবীন কুমার,—
দেখা মাত্রে খেলা-ভঙ্গে
ধেয়ে কাছে আসে রঙ্গে,—
বসন্ত মলয় হেন পরশন যার,
সব এ সংসার-সুখ বিবাহ তোমার!

৮৫

তোমা বিনা সংসারের দুর্গতি যেমন,—
ভাবিলে হৃদয়ে কাঁপে সহৃদয় জন;
রয় না এ নর আর, পশু স্বার্থপর,—
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ
সন্তান রোরুদ্যমান,
আহার না দিতে পারে জননী কাতর!
পরস্পরে ধরাপরে সব জন পর!

৮৬

খণ্ড-বস্ত্রে সূচী যেন মিলায় আবার,
খণ্ড-আত্মা যুগে তথা মিলন তোমার;—
তিন দিন মানবের জীবনে প্রধান,—
যেই দিন প্রসবিত,
যেই দিন পরিণীত,
সজ্জিত চিতায় হয় যে দিন শয়ান!—
আদি অন্ত দুঃখ, মধ্য সুখের নিধান!

৮৭

সেরূপ সুখের দিন হইবে না আর,
বর-নাম পরম উপাধি শ্রেষ্ঠতার !—
উত্তমর্ণ রাজার থাকে না অধিকার ;
আমি বসি উচ্চাসনে,
নিম্নে বসে গুরু জনে,
সবে ব্যগ্র সম্পাদনে সন্তোষ আমার ;—
সেই এক দিন পাই পদবী রাজার।

৮৮

রাজ-অনুরূপে দিয়া মুকুট মাথায়,
বাদ্যভাণ্ডে উচ্চ যানে গমন পন্থায়,
অনুচর হেন ভাব সঙ্গী সবাকার,
যুবা বৃদ্ধ নারী নরে
গৃহ-কার্য্য পরিহরে
ধায় সবে হেরিবারে আনন আমার ;—
যে না পায় দেখিতে বিষাদ চিতে তার !

৮৯

সে সময় প্রিয়া তব আছে কি স্মরণ ?
পরশিত মম করে প্রথম যখন
তব কর-কিসলয় অরুণ সঙ্কাশ !—
হৃদয় আবেগ ভরে
ঈষৎ কম্পন করে
নমিত অঙ্গুলি-শিখ—অলক্ত-নিবাস,
কি ক্ষুদ্র মুকুর-ভাতি নখরে প্রকাশ !

৯০

সঞ্চিত-সুকৃত-রাশি-ভোগ-নিকেতন
বাসরের ঘর—দৃশ্য অমর ভবন!—
অপ্সরা প্রবরা তব সখী দল তায়,
প্রাণের প্রবল ক্ষুধা
পানে তব বাক্য সুধা ;
কি বিষম অরি লাজ বসিল তোমায়,
নীরব নিশ্চল স্থির আবরিত কায়!—

৯১

খুলে দিল কোন সখী বদনাবরণ,
হেরিলাম কুঙ্কুমিত লোহিত লপন!
রক্ত পট্টবাসে রক্ত দীপ বিভাসিত!
অচল অলকাবলী,
যেন শত সুপ্ত অলী ;
নিমীলিত নয়ন সঘন বিকম্পিত ;—
অমল পল্লবে মণি-নীলিমা লক্ষিত!

৯২

নাই সে বিবাহ-নিশা বাসর-আগার!
নাই সে উদয়-মুখ যৌবন তোমার!
নাই সে উজ্জ্বল-বাস নাই আভরণ!
এবে গৃহকর্ম্ম ভরে
শীর্ণ ম্লান কলেবরে
ব্যস্ত ভাবে কর তুমি গমনাগমন!—
কি পরম রূপ তবু করি বিলোকন!

৯৩

কাল তব গণ্ড-রাগ করেছে হরণ,
মম হৃদি-রাগ করে সে ক্ষয় পূরণ!
নাই আভরণ তায় নহি বিষাদিত ;—
প্রেম তব ভঙ্গী ভরে
প্রতি অঙ্গে শোভা করে,
আপাদ মস্তক আমি হেরি বিভূষিত ;—
কোন্ মণিকাঞ্চন তেমন বিভাষিত!

৯৪

হে প্রেম—হে সুধাময়-প্রবাহ আত্মার!
অবিচিন্ত্য অবিতর্ক্য মহিমা তোমার!
মানব-বামন-কর-আকর্ষণী-প্রায়!—
যার যোগে মর্ত্ত্য পরে,
স্বর্গফল পাই করে;
যার আকর্ষণ বলে কেহ না এড়ায় ;—
কি বারুণ-পাশ!—বিশ্ব বাঁধা যায় যায়!

৯৫

হেন ওতপ্রোত স্রোত নাহি দেখি আর,
গতায়াত সমভাবে সমকালে যার ;—
দান প্রতিগ্রহ দেখি অভেদ লক্ষণ ;
যার দাস হয়ে রই,
তার আমি প্রভু হই ;
দেখি, দেখা দেই, দুই অভিন্ন কেমন!—
পরস্পরে দেখা মুখ মুকুরে যেমন!

৯৬

হেন যোগ-সিদ্ধির কে বা না করে আশ,
নিজ দেহে থাকি, করি পর দেহে বাস !
এক কালে দু-দেহে দুজনে অধিষ্ঠান !—
একে প্রয়োজন যাহা,
অন্যের কামনা তাহা ;
একে দিতে, নিতে অন্যে আগ্রহ সমান !
না উঠিতে পিপাসা সরসী আগুয়ান !

৯৭

নিয়া সুখ তত নয়, দিয়া বাসি যত ;
যত দেই, বৃদ্ধিসনে ফিরে পাই তত ;
ফিরে পেয়ে লাজে ফিরে দেই আরবার !
হেন মতে উভরায়
নিতে দিতে দিন যায়,
অবিরত নিজ পুরে উৎসব-সঞ্চার !—
জানি না কি ভাবে আছে বাহিরে সংসার !

৯৮

ছাড়ি জড় জগত অসম অচেতন,
আত্মা সনে আত্মার সঘন আলিঙ্গন !—
নিরাকারে নিরাকারে পরম বিহার !
দোঁহে দুই মুখ চায়,
সাকার প্রতিমা প্রায় ;
যদি কভু চোখে পড়ে সংসার বিস্তার !
যা দেখি, দেখি নি শোভা পূর্ব্বে হেন আর !—

৯৯

প্রেমীর নয়নে ধরা কেমন দেখায়!
বিলাসীর গৃহ যেন উৎসব-নিশায়!—
কাচমালা কলসে আলোক তরঙ্গিত,—
রম্য চন্দ্রাতপ তলে
মনোহরা নারীদলে
ঝঙ্কারি মঞ্জীর যন্ত্র গায় প্রেমগীত;
যার মুখ চাই দেখি সেই হরষিত!

১০০

হে প্রেম পরম রবি সংসার-রঞ্জন!
নর-হৃদি-কন্দর-তিমির-নিরসন!
পূর্ব্বরাগ শোভন অরুণ আগে যার,
করুণ মলিন অঙ্গে
অশ্রু শিশিরের সঙ্গে
পিছে মানময়ী সন্ধ্যা বিরহে সঞ্চার;
আলোক পুলক মধ্য মিলন তোমার!

১০১

বিনাশিয়া অন্তরের আদিম আঁধার,
কি প্রভাত পূর্ব্বরাগ প্রচার তোমার!—
স্বপন ছাড়িয়া লভি পরম চেতন;—
হৃদে ভাব হয় হেন,
সৌরভ পাইয়া যেন,
বনে অন্বেষণে ব্যগ্র কুসুম গোপন;—
দূরের সঙ্গীতে যেন আন্দোলিত মন!

১০২

হয়েছিল কিশোরে সন্ন্যাসী সহোদর,—
বহুকাল পরে এলো অতিথি সুন্দর,
সেই মুখভঙ্গী তার সেই কণ্ঠ স্বর,
বারবার কাছে যাই,
জিজ্ঞাসিতে ভয় পাই,
আশা ক্ষোভ সংশয়ে হৃদয় থর থর ,
পূর্ব্বরাগ ভরে হেন বুঝিবে অন্তর !

১০৩

রচনার পূর্ব্বে যথা কবির কল্পনা,
জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী যথা সূক্ষ্ম বিচারণা,
ভোজনের পূর্ব্বে যথা ক্ষুধা-উত্তেজন,
যথা বাহু প্রসারণ,—
আলিঙ্গন পূর্ব্বক্ষণ,
নবনীত আহরণে মন্থন যেমন,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ রীতি বিদিত তেমন ।

১০৪

স্পর্শ হতে দৃশ্য চারু যেমন মণির,
লেপন অধিক প্রিয় ঘ্রাণ কস্তূরীর,
প্রাপ্তি-তৃপ্তি হতে রম্য শোভন আশি[illegible] ;—
তৃপ্তি গুরু তুষ্টি ভরে
ক্লান্তি বাসে কলেবরে,
কুতূহল চপল বিলাস লালসায় ;—
সম্ভোগ অধিক রম্য পূর্ব্বরাগ তায় !

১০৫

পূর্ব্বরাগ ব্যাকুলতা না জানে যে জন,
সে কি পায় প্রেমে পূর্ণ রস-আস্বাদন !
যত্নলভ্য রত্ন বিনা না হয় যতন !
চিতে চিতে দোলাহুলি,
শূন্যে শূন্যে কোলাকুলি,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ খেলা সুন্দর এমন ;
হায় তায় বঞ্চিত অভাগ্য-হিন্দুগণ !

১০৬

জীবনের সুখ দুঃখ প্রস্রবিত যায়,
হেন পরিণয় করি লোকের কথায় !
বিনা পরীক্ষায় নেই মাথা পেতে ভার !—
কি গুণ কি রূপ তার,
কিছুই না জানি যার,
তারে করি সঙ্গী চির জীবন-যাত্রার !
না জানি কিরূপে চলে এরূপ ব্যাভার !

১০৭

ঘটকের বর্ণনায় ভাবি কল্পনায়,
প্রেয়সী রূপসী হবে অপ্সরার প্রায় ;
শুভ-দৃষ্টিকালে ভাঙ্গে সে ঘোর স্বপন !
চীনা কবি চায় যাহা,
প্রিয়ার বদন তাহা,
দম্পতীর হৃদে দুঃখ বিষণ্ন বদন !
পুলকিত বিবাহে অপর সব জন !

১০৮

বহুস্থানে ঘটে রঙ্গ বিবাহে তেমন,
ঘটেছিল পার্ব্বতীর বিবাহে যেমন ;—
কন্যার জননী উচ্চে কাঁদে উভরায় ;
বরের গলিত-দন্ত,
বয়সের প্রায় অন্ত,
শুভ্র কেশ শিরে শোভে রজত বিভায় ;
ইন্দুমুখী বালিকা সোঁপিতে হবে তায় !

১০৯

না দিলে বিবাহ, কন্যা অন্য-পূর্ব্বা হয়,
কেহ না করিবে আর তারে পরিণয় !
কি হইবে ঘটকেরে করিলে প্রহার !
পাত্র দেখেছিল যারে,
দেখিতে না পায় তারে,
বিবাহের বর দেখে অন্য জন আর !
হেন রঙ্গ ঘটকালী বিবাহ প্রথার !

১১০

যত দোষ আছে আরো বিবাহ প্রথায়,
শুন গিয়া শুধাইয়া কুলীন-কন্যায় ;—
প্রৌঢ়া নারী অনূঢ়া অবার ব্যভিচার,
বিবাহের পরে আর
নাই স্বামী-সমাচার,
সধবায় কারো বা অবস্থা বিধবার,
কোন বিধবার বা আচার সধবার !

১১১

না পাই যুক্তিতে, নাই শাস্ত্রের আদেশ;
করেছিল কবে কোন রাজায় নির্দ্দেশ;
প্রজা-হানি ভ্রূণ-হত্যা হেয় ব্যভিচার,
এ সকল দোষাধার,
দেশ হলো ছার খার,
তথাপি না শেষ হয় কৌলীন্য-প্রথার;—
কি প্রবল প্রমাণ হিন্দুর মূঢ়তার!

১১২

হেনরূপে হয়ে থাকে বিবাহ যথায়,
সে মূঢ়, দাম্পত্য-প্রীতি যে চায় তথায়!
আত্মার স্বাধীন স্রোত প্রেম তারে কয়;—
এ দেশে সম্বন্ধ হয়,
আর সবে কথা কয়,
মৌনানন বর পাত্রী দুই জন রয়;—
এ কি রঙ্গ যার বিয়া তার বিয়া নয়!

১১৩

নিজ অভিমতে যারা পরিণীত হয়,
তাদের অপ্রেমে অন্যে নিন্দনীয় নয়;—
মনোনীত দ্রব্যে যদি কভু দোষ পায়,—
আপনার লজ্জা তরে
যত্নে আবরণ করে;
পরদত্ত-ভার-দোষে প্রাণ জ্বলে যায়;
অদ্ভুত সে বিবাহে প্রথমে প্রেম পায়।

১১৪

শিশু মুখে যথাকালে বচন-প্রকাশ,
যথাকালে বালিকার স্তনের উল্লাস,
স্বভাবেতে ঘটে যথা কত কাজ আর ;—
তথা নর নারী মনে
সময়ের সংঘটনে
প্রেম-পূর্ব্বরাগ আসি জুটে একবার ;—
বহু স্থানে ঘটে তায় দোষ ব্যভিচার।

১১৫

বিবাহের পূর্ব্বে নাই পূর্ব্বরাগ-লেশ,
ধর্ম্ম রক্ষা পালে পিতা মাতার নির্দ্দেশ,
পরে পরস্পরে ঘর করে দেশাচারে ;
পূর্ব্বরাগ জুটে প্রাণে,
চায় তায় পর পানে,
জাতি খ্যাতি বিচারণা, নিবারিতে নারে !
স্বভাবের নিয়মে নিয়ম সব হারে !

১১৬

কিসে পূর্ব্বরাগ হবে বিবাহে ঘটন ?
ধূলায় খেলায় বালা বিবাহ তখন !—
পুতুলের বিয়া দেয় নাম জানে তায় ;
রাঙ্গা বরে হবে বিয়া
হেন বাক্যে ভুলাইয়া
সাজাইয়া বিয়া দেয় পুতুলের প্রায় !—
সে কি জানে কত সুখ দুঃখ আছে তায় !!

১১৭

পর-গৃহে করে পরে বালিকা গমন,
শিখে নাই হাতে তুলে ভুঞ্জিতে যখন ;—
পিতা মাতা সঙ্গী স্মরি কাঁদে উভরায়,
শাশুড়ী ননদী যারা
সদা গালি দেয় তারা ;
গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন প্রাণান্তিক দায় ;—
শমন সমান দেখে আপন ভর্ত্তায় !

১১৮

জননীর লালনের বয়ঃক্রম যার,
সে হলো জননী—সুত প্রসবিত তার !
অকালের ফলে শুভ না হয় কথন ;—
ভগ্নবপু প্রসূতির,
নিত্য পীড়া সন্ততির,
অকালে জনমে পায় অকালে নিধন ;—
যদি বেঁচে রয়, হয় ব্যাধি-নিকেতন !

১১৯

জাতি মধ্যে হিন্দুজাতি দয়াশীল অতি,
সে হিন্দু নিষ্ঠুর হেন নারী জাতি প্রতি !
কীট নাশে পাপ বাসে যে জন এমন !—
কন্যা জায়া ভগ্নীগণে,
অকাতরে সেই জনে
নানামতে ব্যথা দেয় এ আর কেমন !
বিসদৃশ রীতি নাই কোথাও এমন !

১২০

সুতায় না কিছুমাত্র করে শিক্ষাদান,
দেয় তার বিবাহ না বিকশিতে জ্ঞান ;—
ধন লোভে কেহ করে অপাত্রে অর্পণ ;
কেহ কুল-রক্ষা তরে,
চিরানূঢ়া রাখে ঘরে ;
স্বামী সনে কারো নাই এ জন্মে মিলন !—
রমণী কোথাও নাই দুখিনী এমন !

১২১

পীড়া দিয়া কোন্ কালে ভাল হয় কার !
অনাথের নাথ নিজে বৈরী হন তার ;
হিন্দু রাজ্যে সুখ নাই যেখানে যাইবে,—
রোগে শোকে ধনে জনে,
সকাতর সব জনে
বিব্রত বিষাদ গত দেখিতে পাইবে ;
পাপে বিধি প্রতিকূল নিতান্ত জানিবে।

১২২

বিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্ব হতে অধিক এখন ;
করিতেছে বহুবিধ দেশ দরশন ;
বাড়িয়াছে বাণিজ্য শিখেছে শিল্প চয় ;—
দেশময় কি কারণ,
দুখী তবে সব জন,
দিন দিন অধোগতি কেন তবে হয় ?
পাপ প্রবলতা ভিন্ন হেতু অন্য নয়।

১২৩

অভ্যাসে প্রাচীন নাহি ছাড়ে দেশাচারে,
অবিরত মত্ত তারা বিষয়-ব্যাপারে ;
হঠ-বুদ্ধি যুবাদল বাক্যের সাগর,
বাক্যে দেবতার প্রায়,
কার্য্যে প্রেতে লাজ পায়,
ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়-কিঙ্কর ;
হেন দেশে শুভ চায় সে জন বর্ব্বর।

১২৪

প্রাণ-পণে কতিপয় মহোদয় জন,
সাধিতে দেশের শুভ যত্ন অনুক্ষণ ;—
ধন্য ধন্য তোমরা হে কৃপা-নিকেতন !
ছাড়িয়া বিষয়-আশা,
নিজ-তনু-ভালবাসা,
নর-হিত মহাব্রত করেছ ধারণ ;—
কবে তোমাদের মত হবে মম মন !

১২৫

কবে সে তৃতীয়-নেত্র ফুটিবে আমার !
দেখিব সকল ধরা এক পরিবার !
হেরি নর-মুখ হর্ষে ফুলিবে অন্তর !
আত্ম পর বিবেচনা,—
ক্ষুদ্রাশয় বিচারণা,
পাশরিব অভিমান ঘৃণা লাজ ভয় !
হবে হৃদি বিমল শারদ সরোবর !

১২৬

সে পরশ-মণি আমি পাইব কোথায়!
লৌহ হৃদি স্বর্ণ হবে পরশিয়া যায়!
সে নিগূঢ় মন্ত্র আমি পাইব কেমনে!
পরে খায়, পরে পরে,
আমি বসি নিজ ঘরে,
আকর্ষিব রস তার অতি সংগোপনে;
পর নামে মম যশ গাবে দশ জনে!

১২৭

প্রাণের পরম অংশ হে প্রেম-নিবাস
প্রণয়িনী প্রিয়া, মম পূর্ণ কর আশ;—
প্রেমের পরম রীতি দেখাও যতনে;—
পর-সুখ-দুখ যাহা
কিসে নিজ হয় তাহা;
নিজ প্রাণ পর প্রাণে মিলায় কেমনে;—
কেমনে অভিন্ন একে হয় অন্য জনে!

১২৮

হে প্রেম অদ্বৈত-জ্ঞান-নলিন-তপন!
পতিত-মানব-কুল-তারণ পাবন!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আয়ত্ত তোমার;
কাঞ্চন শৃঙ্খল তুমি,
বিপুল এ বিশ্ব ভূমি
এক প্রান্তে আছে বাঁধা প্রলম্বিত যার,—
অপরান্ত কীলে—পদ-প্রান্তে বিধাতার!!

১২৯

পূর্ব্ব-রাগ-ভাব তব করেছি বর্ণন,
সে বুঝিবে সাধু-মতি সুজন যে জন ;
রবিকর সম তুমি ব্যাপক সংসার,—
কোথাও কমল ফুটে
প্রিয় পরিমল ছুটে,
কোথাও বা উঠে বাষ্প পূতিগন্ধিকার ;
স্থান ভেদে ফল-ভেদ পরশে তোমার !

১৩০

পরিণয় মানি বহু মঙ্গল আধার—
যদি প্রেম হয় প্রাণে তোমার সঞ্চার ;
তোমা বিনা বিবাহ কি বিভ্রাট ব্যাভার !
হৃদে প্রেম-ভাব রয়,
বাহ্য-কার্য্য পরিণয়,
করে যথা মুদ্রা, হৃদে ধ্যান দেবতার ;
কোন্ ফল ধ্যান-শূন্য-মুদ্রা-ধারণার !

১৩১

বেঁধে দেয় করে করে বসনে বসনে,
প্রেম বিনা কে বাঁধিতে পারে মনে মনে !
দুই দেহে হবে এক প্রাণের সঞ্চার ;—
শাস্ত্রে হেন বলে যাহা,
যুক্তি সনে মিলে তাহা ;
সংসার তলাসি পাই বিপরীত তার !—
পতি পত্নী যেন দেব দৈত্য অবতার !!

১৩২

ইহ-পর-কাল-সব-শুভ-নিকেতন!
মানব-অভাব-হর-পরশ-রতন!
বিমল-প্রদীপ ভব-আঁধার নিস্তার!—
দম্পতীর প্রেম হায়,
যোগী-যোগসিদ্ধি প্রায়;
ভাগ্যবশে লভ্য প্রিয়া তোমার আমার!—
ভাবী ভাগ্য পাছে পুন বৈরী হয় তার!

১৩৩

প্রেমে হরিয়াছি দোষ বিবাহ-প্রথার,
জানিবে প্রেয়সী ইহা কৃপা বিধাতার;
বিবাহের পূর্ব্বে দোঁহে না জানি দুজন;—
কিন্তু পরিণয় পরে,
ব্যবহারে পরস্পরে,
পেয়েছি তোমায় ছিল বাসনা যেমন;—
তব মনোগত কথা না জানি কেমন!

১৩৪

বিধিমতে করি তব প্রেম-সুধা পান,
প্রাণের অশুভ ক্ষুধা সব অবসান!
সুখ নাই ধনে কিম্বা লোকের পীড়নে,
বিদ্যায় না সুখ তত,
শাস্ত্রে পড়িয়াছি যত
নিশ্চিত বুঝেছি সব তোমার মিলনে—
সুখ লাভ হয় সুধু সুখ বিতরণে!

১৩৫

প্রেম-ভোগে-পরিতৃপ্ত-সুশীতল-মন
নিজানন্দ দিতে পরে ব্যাকুল এখন !
সকলে বিরক্তি বাসে ক্ষুধিত যে জন ;—
মিটেছে বুভুক্ষা যার,
প্রফুল্ল আনন তার,
পর ক্ষুধা মিটাইতে সে পারে তখন ;—
নিঃস্ব নিকেতনে কোথা ধন বিতরণ !

১৩৬

যা আমি ছিলাম পূর্ব্বে যা আমি এখন,
অন্তরে ভাবিয়া বাসি একাকী দুজন !
শত ধন্যবাদ ইথে দেই বিধাতায় !
সব শুভ দাতা তিনি ;
তার পরে প্রণয়িনী,
সকৃতজ্ঞে করি শত-চুম্বন তোমায় !—
সাক্ষাৎ কারণ তুমি শোধিতে আমায় !

১৩৭

সুরভাবে ফিরায়েছ অসুরের মন !
পরকাল-পথ-কাঁটা করেছ হরণ !
কেবল কি এই শুভ লভেছি তোমায় ?—
ঐহিকের সুখ যাহা,
তোমায় পেয়েছি তাহা,
কত যত্নে ভুষিয়াছি ভোগ-লালসায়—
ভুঞ্জিয়াছি রাজ-সুখ দরিদ্র দশায় !

১৩৮

এ বিশ্ব সংসারে পান ভোজন শয়ন,
সব জীবে করে, করে সব নরগণ ;—
করে সবে শুধু প্রাণ ধারণ কারণ ;—
পুণ্যফলে যার ঘরে
প্রণয়িনী নারী ধরে,
সেই পায় এ সবে বিশেষ আস্বাদন ;—
সে বুঝে প্রকৃতি তৃপ্তি ভোগ বিশেষণ !

১৩৯

শত সূপকারে করে যদ্যপি রন্ধন,
সে কি হয় প্রেয়সীর পাকের মতন !
শত দাসে স্নান-সুখ হয় কি তেমন !
হেন শয্যা পাতিবারে
কিঙ্করী কি কভু পারে !
কোন্ জন করে হেন যতনে ব্যজন !
কে হেন যোগায় যথাকাল-প্রয়োজন !

১৪০

সম্পদে কি সুখবাসে একাকী যে জন !
হৃদে হৃদে প্রতিঘাতে উল্লাসে যেমন !
এক মাত্র হৃদে সুখ না হয় তেমন !—
বিপদ যামিনী-যোগে,
অসহায়ে তম-ভোগে,
কি যাতনা জানে তাহা একাকী যে জন !
কে সঙ্গিনী সুখে দুখে প্রেয়সী যেমন !

১৪১

প্রখর নিদাঘ-তাপে তপ্ত কলেবর,
নিদ্রা-শূন্য শয্যাপরে বিলুণ্ঠিত নর,
কি করিবে হেন গ্রীষ্মে, প্রিয়া নারী যার !
চন্দনের জল দিয়া,
ফুল পাখা রসাইয়া,
শয্যা-প্রান্তে বসিয়া বীজন অনিবার !—
নির্ব্বিঘ্নে নিবসে নিদ্রা নেত্রে আসি তার !

১৪২

সুগন্ধি কষায় দ্রব্যে রঞ্জি কেশপাশ,
স্নান-স্নিগ্ধ-অঙ্গে দিয়া সুচিকণ বাস,
সুগন্ধি তাম্বুল রাগে অধর রঞ্জিত,
শীতল মৃণাল প্রায়,
হেন প্রেয়সীর কায়,
পরশনে নিদাঘের প্রভাব ভঞ্জিত ;—
তায় প্রিয়া করে কায় চন্দন চর্চ্চিত !

১৪৩

শীতল চন্দন-জল, অঙ্গুলি শীতল,—
পরশে শিহরে অঙ্গ অনঙ্গ চঞ্চল ;
সে চন্দন-চর্চ্চা বাসি হিম জলে স্নান !
সুরসিত শর্করায়,
কর্পূর জম্বীর তায়,
প্রিয়ার রচিত হেন পেয় পুন পান ;—
ভীম গ্রীষ্ম ভুলে বাসি হিম বিদ্যমান !

১৪৪

শশি-বিভাসিতা-নিশা, মধুর পবন,
সৌধ-শিরে পরিপাটী পাটীর আসন!
গাঁথি প্রিয়া অল্প ফুল্ল মল্লিকার হার,—
সিঞ্চিয়া চন্দন জলে,
থরে থরে দেয় গলে!
হেন মতে যার গ্রীষ্ম যামিনী বিহার,—
স্বর্গবাসী ঈর্ষাভরে হেরে সুখ তার!

১৪৫

খর-পূর্ব্বরাগ পরে মিলন যেমন,
তীব্র গ্রীষ্ম অন্তে স্নিগ্ধ বরিষা তেমন!
বিচিত্র জলদাবলী আবরে গগন,
তায় চপলার মেলা,
কামিনী ইঙ্গিত-খেলা!—
ক্ষণে আল ক্ষণে তম ক্ষণে বরিষণ;—
অভিনীত যেন ইহ মানব জীবন!!

১৪৬

ক্রমে দিবা যামিনীর ভেদ নাই আর!
সিতাসিত দুই পক্ষ একই প্রকার!
ঝঞ্ঝানাদে স্থূলধারে ঘোর বরিষণ;—
ভেকের সঙ্গীতভরে,
নীলকণ্ঠ নৃত্য করে,
কদম্ব সুগন্ধে বহে শীতল পবন!
এ কালে কি প্রাণে বাঁচে প্রিয়া-হীন জন!

১৪৭

অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গে জলদ-গর্জ্জন ;
জেগে শুনি অবিরাম বর্ষণ-নিস্বন,
দামিনীর দ্যুতি করে গবাক্ষ রঞ্জন ;—
প্রণয়িনী শঙ্কাভরে,
গাঢ় আলিঙ্গন করে ;—
পরস্পর দুই অঙ্গ মিলিত যখন,
কে না জানে অঙ্গ পায় অনঙ্গ তখন !

১৪৮

ভৃষ্ট তিল তণ্ডুল গোধূম ঘৃতপ্লুত,
(কালোচিত উপাদেয়) গন্ধচূর্ণ যুত,
প্রণয়িনী সযতনে পুলকে ভুঞ্জায়।
অঙ্গদ্যুতি নীলাম্বরে,
কাঞ্চিদাম তার পরে,—
সচপলা মেঘমালা শক্রধনু তায় !
ফুটে প্রাণ-কদম্ব শিহরে প্রেমকায় !

১৪৯

বরিষান্তে শরতের আদর কেমন !—
কলহান্তে সন্ধিযোগে শান্তির যেমন !
ঝঞ্ঝাবাত জলপাত অশনি গর্জ্জন,
সব উপদ্রব শেষ,
প্রকৃতির ধীর বেশ,
ছিন্ন ভিন্ন ইতস্তত মেঘের গমন,—
সমরান্তে যেন শ্রেণী-ভঙ্গ-সেনাগণ !!

১৫০

জল স্থল নভস্তল সকলি অমল,
ফুটিল কমল কাশ গ্রহ তারাদল,
দিনে ভানু খর, শশী সুরম্য নিশায়,
নিশা অবসানে শীত,
প্রিয়াকায় আলিঙ্গিত,
অর্দ্ধ জাগরিত অর্দ্ধ জড়িত তন্দ্রায়,
অর্দ্ধ আকর্ষিত অর্দ্ধ মিলিত ইচ্ছায় !

১৫১

গঙ্গা অঙ্গে ঢাকা কিবা রক্ত পট্টবাস !
লোহিত কমল বন পশ্চিম আকাশ !
নাহি সন্ধ্যা রম্য হেন শরতে যেমন !
পুন বসি সৌধপরে,
শূন্যে হেরি নিশাকরে,—
পার্শ্বে হেরি প্রেয়সীর অমল আনন !
কালোচিত নানামত ভোগ আয়োজন !

১৫২

ক্রমে রবি-গর্ব্ব-হর শিশির-প্রকাশ,
উষায় সধূম ধরা—কুয়াসা উচ্ছ্বাস,
প্রভাত-আতপ রম্য কাঞ্চন বরণ ;—
তত শীত বোধ নয়,
বহ্নি যায় প্রিয় হয় ;
মধ্য দিনে বাসি তাপ শরতে যেমন ;—
পুর-ধূমে ঘোরা সন্ধ্যা তুহিন-পতন !

১৫৩

এ কালে দিবস অন্তে শিশির বর্ষণ,
বাহিরে না যেতে ইচ্ছা করে কোন জন ;
প্রিয়া-হীন ঘরে বাস কোন্ সুখ তায় !
বসন আবরি অঙ্গে,
প্রাণ প্রণয়িনী সঙ্গে,
বাক্যালাপ কাব্যপাঠ কৌতুককথায়,
সে সুখী, যে কাটে কাল ললিত ধারায় !

১৫৪

নানামত শাক শালি জনমে নূতন ;
নানামত এ কালে ভোজন আয়োজন ;—
সুগন্ধ তণ্ডুলে রম্য পায়স রন্ধন,
খর্জ্জুরের রস যোগে,
পিষ্টকের উপযোগে,
উদর রসনা সম তৃপ্ত দুই জন !—
প্রিয়া বিনা কে করে এ ভোগ আয়োজন !

১৫৫

ক্রমশ হেমন্ত ঋতু প্রকটে ধরায় ;—
শার্দ্দূল সলিলে, সুধা বহ্নি-প্রতিমায়,
অতপ্ত আতপে ভ্রান্তি হয় চন্দ্রিকার ;
কাননে তরুর পরে,
উষার শিশির ঝরে,
শব্দ হয় যেন মৃদু মন্দ বরিষায় !
শয্যা-ত্যাগে শোক বন্ধু-বিয়োগ প্রকার।

১৫৬

তরুণী তপন তুল্য শীত-নিবারণ,
দেখ কবি বাক্যে অগ্রে তরুণী গণন!
সে সুখী যে প্রিয়া অঙ্গ আলিঙ্গি শয়ান!
যদি ভুলে দূরে শুই,
শীতে আসি মিলি দুই,
জানি নানা মত অঙ্গ-বন্ধন-সন্ধান;
শীতে যত মিলায় তত না ফুলবাণ!

১৫৭

কিশোরান্ন পলান্ন সধূম উষ্ণতায়,
ঘৃত-যোগে সযতনে প্রেয়সী ভুঞ্জায়;
প্রিয়া-পাকশালে করি অনল সেবন,—
স্নান শৌচ আচমন,
উষ্ণ জলে সমাপন,
কি করিবে শীতে যার অঙ্গনা এমন!
সব কালে কালোচিত ভোগ-নিকেতন!

১৫৮

যোগী-যোগ পরীক্ষিতে, বিয়োগী বধিতে,
কামিনী-কটাক্ষ-শস্ত্রে তীক্ষ্ণ শাণ দিতে,
সাজাইতে পৃথিবীরে, বসন্ত উদয়;—
কুহু কুহু পিক ডাকে,
অলি উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
কুসুম সুগন্ধে মন্দ সঞ্চরে মলয়!—
কোমল বিকারময় জীবের হৃদয়!

১৫৯

পক্ষী না ছাড়িতে চায় পক্ষিণীর পাশ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে ধেনু সনে বৃষের বিলাস,
থাকুক সজীব কথা নির্জীব কেমন !—
রাগ কিসলয় পরে
হাস্য কুসুমের ভরে
তরুর পুলক, পেয়ে লতা-আলিঙ্গন ;
দেখে কি ধৈরজ মানে মানবের মন !

১৬০

দর্পকের দর্প নাহি সাজে তার কাছে,
কুটীল-কুন্তলা-কান্তা কাছে যার আছে ;
মলয় সেবন সুখে কুসুম চয়ন,
পুন বা যৌবন যেন
ফিরে এলো বাসি হেন,
অনঙ্গ উৎসবে সদা উল্লাসিত মন,
কাছে প্রিয়া পরিধিয়া বাসন্তী বসন।

১৬১

কত গুণ প্রিয়া তব করিব বর্ণন,
সব কাল সুখদা ভোগের নিকেতন !—
গ্রীষ্মের বীজন তুমি, বর্ষা আবরণ,
তুমি শশী শরতের,
তুমি রবি শিশিরের,
তুমি বহ্নি হেমন্তের,—শীতের গুঞ্জন,
বসন্তের বর্ম্ম,—ফুলশর নিবারণ।

১৬২

দিবা-নিশা-মান তব সমান যতন,
অগ্রে জাগরিতা, সর্ব্ব পশ্চাৎ শয়ন ;
অবিরত কার্য্যে রত ক্রীত দাসী প্রায়,
নিজ সুখে নাহি মন,
অনলস অনুক্ষণ
নানা মতে শুধু মম তুষ্টি সাধনায় ;
প্রকাশিব প্রেম কত লিখিয়া কথায় !

১৬৩

এ সংসারে আশা-ভঙ্গ, অরির পীড়ন,
খলের খলতা, নাহি ভোগে কোন্ জন !—
সব দুখ ভুলি দেখে বদন তোমার !
বাঁচে মরে মম তরে,
আছে হেন ধরাপরে,
এ হতে কি আছে আর ক্ষোভ-প্রতিকার !
আছে হৃদি নির্ভরিতে হৃদয় আমার !

১৬৪

যখন যখন ঘটে স্বাস্থ্যের পতন,
প্রিয়া তব প্রেম কত বুঝেছি তখন !
অনলসে অনশনে রাত্রি জাগরণ ;
ব্যথায় ব্যথিত তুমি,
হেন নাহি ধরে ভূমি ;
শুশ্রূষায় করে অর্দ্ধ আময় হরণ ;—
না পারে সংসারে হেন আর কোন জন !

১৬৫

বালক-ভর্ত্তার তুমি খেলার সঙ্গিনী,
যুবার সর্ব্বস্ব তুমি অনঙ্গ-তোষিণী,
বৃদ্ধ জনে ভাব তব দ্বিতীয় মাতার ;—
বৃদ্ধকালে নারী-হীন,
তার সম নাই দীন,
শত সুতবান্ যদি তবু দুখ তার,
নয় তুষ্টি মত নিদ্রা শয়ন আহার !

১৬৬

হেন মতে যে কালে যে কিছু প্রাণে চায়,
পাই পূর্ণ পরিমাণে প্রেয়সী তোমায় ;—
সেবায় কিঙ্করী তুমি, জননী ভোজনে,
বিপদে ভ্রাতার প্রায়,
বন্ধু হেন মন্ত্রণায়,
গণিকা গণিতা তুমি সুখদ শয়নে,
বন্দনায় বন্দী তুমি গুণের বর্ণনে !

১৬৭

শ্রেষ্ঠ নেত্র-সুখ মানি তব দরশনে,
নাই আলাপন হেন যথা তব সনে,
পরশনে হেন রস বাসি আর কার !
সব শ্রেষ্ঠ সুখ যায়,
কিসে উপমিব তায় !
আছে কি এ দেহে হেন কোন ভোগ আর,
সব ভোগ বিশেষে সম্ভোগ নাম যার !

১৬৮

বলুক কপট ভণ্ড যা বলিতে হয়,
সে ভোগ সময় মত নিন্দনীয় নয় ;—
নর বাক্যে খণ্ডিবে না ইচ্ছা বিধাতার
ভূত ভাবী বিদ্যমান,
হারাই তিনের জ্ঞান,
হেন তীক্ষ্ণ উগ্র পূর্ণ সুখ কোথা আর !—
ব্রহ্মানন্দ বিনা নাই স্থান উপমার !

১৬৯

প্রজা-সৃষ্টিকারী প্রতিনিধি বিধাতার,
তদুচিত সুখভোগ সে সময়ে তার ;—
সম সুখ দুঃখ এক মতি এক প্রাণ,—
এক কার্য্য ফল যাহা,
দোঁহে তুল্য লভ্য তাহা,
দুই জীবে হেন এক জীবের বিধান,—
কেবল মিথুনে মাত্র পাই বিদ্যমান !

১৭০

যদিও না কাম বটে প্রেমের কারণ,
প্রেম হতে হয় কিন্তু কামের জনন ;
দোঁহে দোঁহা সুখ চায় প্রেমী দুই জীন ;—
দেহ সুখ হেন আর,
নাহি ধরে এ সংসার,
পরস্পর দিতে তায় হয় ব্যগ্র মন ;
এরূপে বুঝিবে প্রেম কামের কারণ।

১৭১

ধিক্ হেন রীতে যার বিপরীত ঘটে,
কাম হতে পামরের প্রেমভাব রটে ;—
প্রেম আর কামাচারে প্রভেদ বিস্তর ;—
কাম নিজ-সুখ চায়,
পর-সুখ সাধনায়
কায় মনে প্রেমীর যতন নিরন্তর ;—
করুণা-নিকেত প্রেমী, কামী স্বার্থপর !

১৭২

চাটু বাক্যে মন তোষা বাস ভূষা দান,
না হয় প্রেমের ইহা নিশ্চিত প্রমাণ ;
সেই সত্য প্রেম, হেতু নাহি পাই যার !
সে প্রেম না প্রাণে যথা,
কি সুখ সম্ভোগে তথা,
স্বাদু-রুচি-হীন শুধু ক্ষুধার আহার ;—
এ নয় মানব রীতি পশুর ব্যাভার !

১৭৩

প্রেমে পূর্ব্ব-রাগ পরে মিলন সঞ্চার,
মিথুন-মিলন বাহ্যে অনুক্রিয়া তার ;
দেহ মিলে কি সুখ, না মিলে যদি মন !
দেহে কি তেমন পারে
পরস্পর মিলিবারে !
কাষ্ঠে কাষ্ঠ হেন দেহে দেহের মিলন,
মনে মনে—দীপশিখা-যুগল-যোজন !

১৭৪

অবয়ব-মাধুরী বা উজ্জ্বল বরণ,
বাহ্য-রূপ আকর্ষণ রয় কতক্ষণ!—
গন্ধ পান পরে ফুল না বাসি তেমন!
ভোজন উচ্ছিষ্ট যাহা,
হোক্ উপাদেয় তাহা,
তথাচ ঘৃণার সহ করি বিলোকন;
পরিধানে ম্লান হয় উজ্জ্বল বসন।

১৭৫

প্রেমের বিলাস যথা সঙ্গীত শ্রবণ,—
শুনি যত হৃদে তত কামনা বর্দ্ধন;—
প্রত্যেক বিরাম তার ক্ষোভের কারণ!
যখন উদয় মনে,
বাঞ্ছা হয় সেইক্ষণে,
তৃপ্তি অবসাদ তায় না হয় কখন;—
সুখ দুঃখে রয় স্মৃতি হৃদয়-রঞ্জন!

১৭৬

প্রেমে পূর্ব্ব-রাগ পরে প্রথম মিলন,—
অটনের ক্লান্তি অন্তে সুষুপ্তি যেমন!
না থাকে আশঙ্কা ক্ষোভ কামনা তখন;
আত্মা পূর্ণ ভাব ভরে,
আত্মায় বিহার করে!
জাগিয়া হৃদয়ে পাই করি অন্বেষণ
শুধু এক মোহময় সুখের স্মরণ!

১৭৭

হেন সুখ বর্ণিবারে শক্তি বটে তার,
হইয়াছে হেন সুখ স্বাভাবিক যার!
সুরার অভ্যস্ত জন টলে না সুরায়;
আমি বৃথা যত্ন করি,
যদি হৃদে ভাব ধরি,
আলুলিত হয়ে যায় তুলিতে কথায়;—
ভাবুক বুঝিবে ভাব নিজ ভাবনায়!

১৭৮

পূর্ব্ব-রাগ মিলন এ দুই ভাব পরে,
উদিত বিরহ ভাব প্রেমীর অন্তরে;
হে প্রেমী বিরহ নামে করো না বিদ্বেষ!
সুখ ভোগে যোগ্য সেই,
দুখে নয় দুখী যেই,
সুপাত্রের আছে এই পরম বিশেষ;
সে প্রেমী যে ভুঞ্জে প্রেম আদি মধ্য শেষ!

১৭৯

বিরহ ত্রিবিধ পুন শুন সাবধান,
মান কিম্বা প্রবাস বা প্রেম-অবসান;—
আরাধনা ত্রুটি হয় মানের কারণ,
নিজে যার মান আছে,
মান সাজে তার কাছে,
মান বুঝে সেই পুন মর্য্যাদা বাড়ায়;
কিম্বা মান মাপ প্রেম পরিমিত যায়।

১৮০

নীলাম্বরে ঢাকা তনু বিবর্ত্ত বদন,
কাছে সকাতর কান্তে নাই দরশন,
যত স্তুতি অভিমানে তত গলে মন ;
চরমে পরম যুক্তি,
আছে জয়দেব-উক্তি,
"দেহি পদপল্লব" মানের সমাপন ;—
মিলন মানান্তে—শশী মেঘান্তে যেমন !

১৮১

প্রেমে দুখ নাহি হেন প্রবাস যেমন,—
হৃদয়-কমলে যেন তুষার পতন !
যার সনে মিলনে ব্যাঘাত বাসি হার,—
জনপদ নদ বন,
প্রবীণ পর্ব্বত গণ,
কেমনে সহিতে পারি ব্যবধান তার !
এ হতে যাতনা প্রাণে কিসে হয় আর !

১৮২

এক আকাশের তলে জীবিত দুজন,
এক রবি শশী দোঁহে করি দরশন,
পরস্পর দুজনে না দেখি দুই জন !
যে দিকে নিবসে প্রিয়া,
আসে বায়ু তথা দিয়া,
সে দিকে অনা'সে উড়ে যায় পাখিগণ,—
আমি চেয়ে দেখি বৃথা করি আকিঞ্চন !

১৮৩

অস্তগত ভানু ক্রমে শশাঙ্ক উদিত,
যেন ইন্দ্রজালে বিশ্ব বর্ত্তিত রঞ্জিত !—
কাননের শিরে নদী হেম-কান্তিমার !
লুপ্ত জন-কোলাহল,
প্রশান্ত মেদিনীতল,
প্রবাসীর সুখ দুখ জড়িত বিকার !
বিচিত্র চিত্রিত ছায়া মাঝে চন্দ্রিকার !—

১৮৪

কাল ভুজঙ্গিনী হেন লক্ষিত রজনী,—
শির পরে বিধু যেন বিরাজিত মণি !—
পূর্ব্ব-স্মৃতি ফণা তুলি দংশে বার বার !
যত সুখ লভিয়াছি,
যত কটু কহিয়াছি,
এখন সে সব হৃদে উঠে অনিবার !—
নাই রাত্রে অশ্রুপাতে ব্যাঘাত লজ্জার !

১৮৫

প্রবাসে যে না গিয়াছে ছাড়িয়া প্রিয়ারে,
কত ভাল বাসে তা কি সে জানিতে পারে !
প্রবাস, পরম কষ্টি প্রেম-পরীক্ষায় !
যে জন প্রবাসে গিয়া
ভুলে থাকে পর নিয়া,—
সে কপট, প্রেম তার কেবল কথায় !
প্রবাস, আহুতি সত্য প্রেমের শিখায় !

১৮৬

হেন প্রবাসের পরে মিলন কেমন,—
রাজগৃহে জাতিস্মর জনম যেমন !—
বিদ্যমান সুখে পূর্ব্ব দুখের স্মরণ ;—
হৃদে না হরষ ধরে,
অবসাদ কলেবরে,
অনিবার অশ্রুধার হৃদয়-নর্ত্তন !
অকস্মাৎ দুখনাশ দুঃসহ এমন !

১৮৭

মন ভেঙ্গে যায় হয় প্রেম অবসান,
প্রেমে প্রবঞ্চনা হয় ইহার নিদান ;
যথা কামাচার তথা এইরূপ হয় !
বিষম খলের মেলা,—
মেঘে সৌদামিনী-খেলা
ক্ষণমাত্র, পরক্ষণ অন্ধকারময় !—
অশনির সম্ভাবনা প্রাণান্তিক ভয় !

১৮৮

বিরহ বিদিত এক অপর প্রকার,
অনিবার নাই যার প্রতিকার আর !—
প্রেমের উৎসবে মত্ত দুজন যখন,
বিনা প্রিয়-মুখ ধ্যান,
নাহি আর কোন জ্ঞান,
সন্ধি বুঝে সংগোপনে অশান্ত শমন
এক জনে হরে লয়, রয় অন্য জন !

১৮৯

হৃদে হৃদে পরস্পরে হেরিতে হেরিতে,
দুজনে মরিতে পারে হাসিতে হাসিতে;
একে মরে অন্যে রয় সে হয় কেমন,—
শার্দ্দূল অৰ্দ্ধেক কায়
দশনে চর্ব্বিয়া খায়,
অপরার্দ্ধে রয় যথা বেদন চেতন!
পূর্ণ-মৃত্যু হ'তে হেয় অপূর্ণ-জীবন!

১৯০

হেন শোক হৃদি-পুরে প্রবেশিত যার,
জীবন গণিত তার জরার প্রকার;—
সুখ দুখ তার কভু বাড়িবে না আর!
লক্ষ জন মাঝে রয়,
তথাচ সে লক্ষ্য হয়;
কভু না উৎসাহ তার উৎসবে ধরার,—
সঙ্কীৰ্ত্তনে শব যেন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার!

১৯১

বিষাদ-প্রতিমা হেন যে দেখিতে চায়,
দেখুক সে আসিয়া হিন্দুর বিধবায়!—
বসনে ভূষণে পানে অশনে শয়নে,
কিছুতে না সুখলেশ,
ধরা হয় মরুদেশ;
দিন যায় দীর্ঘশ্বাস অশ্রু-বরিষণে!—
দিনশেষে দিন দিন শেষ-দিন গণে!

১৯২

পূত মনে যার হেন সত্য আচরণ,
পবিত্র সে পুর, নারী যেখানে এমন!
কিন্তু ভোগ-লালসা প্রবল হৃদে যার,
সমাজ-শাসন ডরে,
বাহ্যে মাত্র ভাণ ধরে,
সংসারে না অভাজন সমতুল তার!
অতি সে নিষ্ঠুর দেশ নিষ্ঠুর ব্যাভার!

১৯৩

লোকে কি কখন পারে লোকের কথায়
নিবাইতে অনিবার প্রকৃতি-ক্ষুধায়!
ক্ষুধিতে না পায় যদি উচিত ভোজন,
হিতাহিত জ্ঞান যায়,
গোপনে অভক্ষ্য খায়,
লোক-নিন্দা কি করে সে গণে না মরণ!
বৃথা নিন্দা মানবের—মানবের মন!

১৯৪

ভাল ছিল হিন্দু-দেশে সবলে বান্ধিয়া
বিনাশিত বিধবায় চিতায় দহিয়া;—
একদিনে এড়াইত জীবনের দায়,
দিন দিন আমরণ
দহিত না অনুক্ষণ
শাসন-বন্ধনে শুয়ে ক্ষোভের চিতায়!—
না কাটিত করাতে মরিত অসি ঘায়!

১৯৫

হিন্দুর আশ্চর্য্য কিবা লজ্জার সংস্কার !
অতিলাজ বাসে দিতে বিয়া বিধবার !—
কন্যা ভগ্নী ব্যভিচার লাজ নাই তায় !—
শত ভ্রূণহত্যা করে,
সে পাপে না কেহ ডরে ;
নরকে না ডরে, ডরে নরের কথায় !!
যাক্ ধর্ম্ম, দেশাচার রক্ষা যদি পায় !!!

১৯৬

স্বাধীন যুক্তির সনে না হয় মিলন,
যে আচারে হয় মাত্র জীবের পীড়ন,
দেশময় যার দোষে যায় ছারখার ;—
হিন্দু বিনা হেন কেবা,
সে আচার করে সেবা,
থাকিতে স্থলভ হেন প্রতিকার তার !—
সমাজের অধীন সমাজ-ব্যবহার।

১৯৭

শাস্ত্রের বিধানে যদি কর কেহ বল,
নয় শাস্ত্রে অনুরাগ কেবল সে ছল ;—
পালিতেছে শাস্ত্রের বিধান কোন্ জন !—
ব্রাহ্মণের ক্রিয়া যাহা,
ব্রাহ্মণ কি করে তাহা,
তবে কেন কর শুধু অবলা-পীড়ন !
বিশেষতঃ শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝে কয় জন।

১৯৮

সমাজের শুভ যাহা নিজ কালে গণে,
বিজ্ঞগণে লিখে তাহা অজ্ঞের শাসনে ;—
কালগতে সে শাস্ত্রে না ফল পাই আর ;
বাল্যের বসন যাহা,
এবে পরিধিলে তাহা,
শীতাতপ কখন কি হয় প্রতিকার !
যথা জন-সমষ্টি সমাজ তথা তার !

১৯৯

অতএব ছল ছাড়ি ভারতীয়গণ,
বিধবার নেত্রনীর কর নিবারণ ;
পুরুষ বিহনে নাই বন্ধু অবলার।
শুভ অনুষ্ঠান যাহা,
বিফল হবে না তাহা,
দেশ হিতে পাবে হিত প্রতিপরিবার ;
কানন বাড়িলে বাড়ে সব তরু তার।

২০০

বয়স্থা বিধবা নারী ঘরে আছে যার,
দেখ দেখি কোন্ দিন সুখ আছে তার !
পিতা মাতা দহিতে সে জলন্ত অনল !
অন্তরের ক্ষোভ ভরে,
সদা সে কলহ করে,
জ্বালাতন করিবারে সদা চায় ছল ;
যারে সুখী দেখে তারে ভাবে পরদল।

২০১

অতি মহাজন তিনি, দুখ বিধবার
প্রতীকারে ভারতে প্রথম যত্ন যাঁর !
বিচ্ছেদ আত্মীয় সনে, লোক তিরস্কার ;
এ সব না গণি মনে,
বুঝালে অবোধ গণে,
শাস্ত্রযুক্তি সাপক্ষ বিবাহে বিধবার ;
ধন্য মহোদয় তব মতি করুণার !!

২০২

তবু ভারতীয় গণ অবোধ এমন,
দূষ্য-দেশাচারে বলে ধর্ম্ম-সনাতন !
করে দল-চ্যুত বিবাহিতা বিধবায় !
চিরব্যক্ত ব্যভিচার,
ভ্রূণহত্যা জানে যার,
অম্লান বদনে মনে তার অন্ন খায় ;
এ হেন মূঢ়তা আর কোথায় ধরায় !

২০৩

হে প্রেয়সি ! বলি শুন মম অভিপ্রায়,
চির-স্থায়ী নয় কভু মানবের কায় ;
তব অগ্রে আমি যদি ছাড়ি এ ধরায়,—
দেহ-সুখ সম্ভোগিতে,
বাঞ্ছা যদি বাসো চিতে,
কুণ্ঠিত না হবে কভু সমাজ-শঙ্কায় ;—
করিবে বিবাহ পুন আপন ইচ্ছায় ;—

২০৪

কিন্তু পাত্র বিচারিয়া করিবে বরণ,
তব যোগ্য সেই,—বিজ্ঞ ধার্ম্মিক যে জন ;
পরলোক হতে আসি যখন তখন,
তব সুখ নিরখিয়া,
সুখী হবে মম হিয়া,
ভাগ্যবান্ সে জনে করিব দরশন ;
স্মরিবে কি প্রণয়িনি আমায় তখন ?

২০৫

তোমা ছেড়ে পরলোকে যেতে যদি হয়,
তবু জেনো কভু আমি তোমা ছাড়া নয় !—
অলক্ষ্যে চরিব সদা নিকটে তোমার ;
তব ভাবী বিঘ্ন যাহা,
আমি যদি জানি তাহা,
আগেতে সঙ্কেতে দিব সমাচার তার ;—
উপস্থিত বিপদে সাধিব প্রতীকার !

২০৬

নরাঙ্কিত, আকস্মিক উদ্বেগ-স্বপন,
এ সব মানিবে মম সঙ্কেত বচন ;
পতিত-পদার্থ যদি নাহি লাগে গায় ;—
জানিবে আমার করে,
ফেলিয়াছে স্থানান্তরে ;
বিষধর দেখ যদি কাছ দিয়া যায়,—
জানিবে সে দংশিল না মম তাড়নায় !

২০৭

প্রভাতে হাসিব আমি বসিয়া তপনে,
হেরে তব রক্ত-মুখ নব জাগরণে !
দ্বার-রন্ধ্রে রবিকর নয়ন আমার ;—
অলস-কলুষ ভরে
বসিবে শয্যার পরে,
চিরদৃষ্ট সে সুষমা হেরিব তোমার ;—
বেশভূষা দলিত, গলিত বেণীভার !!!

২০৮

প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি সমীর-শঙ্কায়,
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়,
হেরে উচ্চ রক্ত-শিখা প্রকম্পিত তার,—
জেনো আমি রাগভরে,
বসিয়া সে শিখা পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার !!
নিবিলে জানিবে, খেলা কৌতুক আমার !!

২০৯

সৌধ পরে যখন সেবিবে সমীরণ,
প্রলম্ব-অলকা-পুঞ্জ উড়িবে কেমন !
বাসিবে কপোলে অতি শীত-পরশন,
অঞ্চল চঞ্চল হবে,—
বাতাসের মৃদু রবে,
সুকরুণে তোমায় করিব সম্ভাষণ ;—
"বাসো বা না বাসো প্রিয়ে বিয়োগ বেদন !!"

২১০

কালের নিষ্ঠুর ক্রিয়া ভুলিয়া যখন,
অবশ নিদ্রায় তুমি ভুঞ্জিবে স্বপন ;
তুমি আমি সেই যেন পুর্ব্বের সংসার,
সেই পূর্ব্ব আলাপন,
সেই প্রেমময় মন ;—
অলীক ভেবো না হেন মিলনে আত্মার !
আমি কি ভুলিতে পারি প্রণয় তোমার ?

২১১

চাই না সে স্বর্গ, যথা না পাই তোমায় !
ভুলে কি আমার মন অমর-বালায় !
কোথায় পাইব প্রেম করুণ এমন !
নাই দুখ-লেশ যথা,
করুণা না বসে তথা ;—
বেদনা বিহনে কোথা প্রেম আস্বাদন !
অপ্রেমের ভোগ সে ব্যঞ্জন অলবণ !!

২১২

হে মাত ধরণি ! বসি হৃদয়ে তোমার,
সুখে দুখে কিশোরান্ন আহার আমার ;
পরলোক পায়সান্ন নাহি চায় প্রাণ ;
তব ভাল মন্দ যাহা,
আমার অভ্যাস তাহা,
পরলোক,—পর-লোক সংশয়-নিদান,
বিশেষ তোমায় মম প্রিয়া বিদ্যমান !

২১৩

সব সুখ পারি ধরা ছাড়িতে তোমার,
কেমনে ছাড়িব হায় প্রেয়সী আমার!
স্থানান্তর হতে নারি, যাব লোকান্তর!
হে বিধাত নিবেদন,
এক যোগে দুই জন,
যাই যেন এক স্থানে বসি নিরন্তর;—
আর হিতাহিত সব তোমায় নির্ভর!

২১৪

আত্মার মিলন রস তুমি কর পান
প্রাণনাথ! জন্তু, নল-যন্ত্রের সমান!
হেন রসে অরি হবে না বাসি এমন;—
কিন্তু না বলিতে পারি,
লক্ষমুদ্রা-অধিকারী,
এক মুদ্রা নাশে ক্ষোভ বাসে কি সে জন?
বিশেষত কার্য্য তব গঠন ভঞ্জন!

২১৫

হে প্রিয়ে অন্তরে তুমি হৈও না নিরাশ,
পায় না প্রেমীর প্রেম কখন বিনাশ;
কাম, লোভ, কোপ, হেয় বৃত্তি সমুদয়,
এরা চিরস্থায়ী নয়,
দেখ তার পরিচয়,
উদয় হইয়া পুন ত্বরা লয় পায়;
চির-বৃদ্ধি-শীল প্রেম পাই পরীক্ষায়!

২১৬

প্রেম যদি রয়, রবে অবশ্য ভাজন ;
আছে ক্ষুধা, নাই অন্ন, না হয় এমন ;
দুজনার প্রেমের ভাজন দুই জন ;
যে ভাবে থাকিব যথা,
থাকিব দুজনে তথা,
বিশেষ বিশ্বাস ইথে ধরে মম মন ;
আশা ছাড়া প্রেম হায় রহে কতক্ষণ !

২১৭

রেখে আশা ভবিষ্যতে প্রণয় অন্তরে,
প্রণয়িনি কাট কাল পুলকের ভরে ;
সাবধানে কর প্রেম পালন ধারণ ;
প্রেমিকের করে ধরা
প্রেম কাঁচা পারা ভরা,
চঞ্চল হইলে তার তখনি পতন !
প্রেম রক্ষা করা প্রিয়া কঠিন এমন !

২১৮

সাগরে তরঙ্গ তত না হয় সঞ্চার,
উঠে যত তরঙ্গ ধরায় ঘটনার ;—
জীবে জীবে বিচ্ছেদ ঘটায় সদা যায় ;
রোগ শোক বিড়ম্বনা,
কুলোকের কুমন্ত্রণা,
নিজ সুখ ভ্রমে মন দেহ সুখ চায় ;
প্রেমরক্ষা এ সব বিভ্রাটে বড় দায় !

২১৯

শাস্ত্রে বলে জল হতে জন্ম পৃথিবীর ;
আপন আকর-দোষে সে চির অস্থির ;
তা হতে অস্থির আরো মানবের মন,—
যতক্ষণ নাই যাহা,
ততক্ষণ প্রিয় তাহা,
ব্যবহার অন্তে তার অতি অযতন ;—
হারায়ে ইচ্ছায় পরে পরম শোচন !

২২০

এ হেন জটিল কিছু ধরে এ সংসার ?
যোগ্য যাহা মানব-মনের উপমার ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকে যে কিছু ব্যবস্থিত,
মানবের অভ্যন্তরে,
সে সব বিরাজ করে ;
ভাবিয়া আপন ভাব আপনি বিস্মিত !
গতি, মতি, রীতি, নীতি, বুদ্ধির অতীত !

২২১

এ হেন চঞ্চল যার অন্তর রচিত,
সে জীবে প্রণয় স্থির রয় কদাচিত ;
বিশেষতঃ প্রেমে এক অরি আছে আর,—
দুজন দুজনে চায়,
তবু তায় প্রেম যায়,
অপ্রত্যয় সংশয় কারণ প্রিয়ে তার ;
নাই প্রেমে হেন আর হেতু যাতনার !

২২২

"মনে ভালবাসে অন্যে, আমায় কথায়,"
এ সংশয়ে প্রেম কভু প্রেমী মারা যায় ;
প্রকাশিতে বাসি চিত্তে লাজ আপনার !
নিশ্চিত প্রমাণ নাই,
অথচ যে দিকে চাই,
দেখিবারে পাই যথা মনের সংস্কার ;—
পীত নেত্রে যথা পাণ্ডু রোগীর সংসার।

২২৩

প্রাণে গুপ্ত রবি করে প্রাণের দহন,
তরুর কোটর-গত অনল যেমন ;
অতি দুখে নিজ মৃত্যু বাঞ্ছা করে নরে ;
এ যাতনা পেলে প্রাণ,
মরণে না বাসে ত্রাণ ;—
বিঘ্নহীন হবে অরি নিজ মৃত্যু পরে !
অথচ না কিছু রুচি বাঁচিবার তরে।

২২৪

অথচ কি অপরূপ ব্যাপার ধরায়,
সত্য প্রেম যথা, সত্য সংশয় তথায় ;
আত্ম ভাবে পর ভাব তুলে নরগণ ;—
"আমি ভাল বাসি যারে,
সবে ভাল বাসে তারে,
অলৌকিক রূপে আমি বাতুল যেমন,
নিরখিয়া সে রূপ, সেরূপ অন্য জন !"

২২৫

প্রণয়-সংশয়ে আছে অপর কারণ ;—
নিজ ক্রটি জ্ঞাত, যার না হয় পূরণ,
নিশি দিন সংশয়ে জ্বলিবে তার মন !
প্রেয়সীর বাঞ্ছা যাহা,
আমায় না পায় তাহা,
যার কাছে পেতে পারে কাছে হেন জন ;
কে না জানে তথা প্রেম যথা প্রয়োজন !

২২৬

হে হেন-অভাগ্য-জন দুখের আধার।
আপন অজ্ঞতা হেতু যাতনা তোমার।
শত ক্রটি থাকে তব ক্ষতি নাই তায় ;—
জান না নারীর মন,
সুধু প্রেম-পরায়ণ,
প্রেম ভিন্ন রমণী না আর কিছু চায় ;—
সে প্রেমে ঢাকিবে তব ক্রটি সমুদায় !

২২৭

কর অকপট প্রেম রমণীর প্রতি ;—
যদ্যাপি জঘন্য হয় তোমার মূরতি,
তথাপি হেরিবে নারী সাক্ষাৎ মদন !
নাহি থাকে ভোগ সুখ,
পায় যদি শত দুখ,
প্রেম সুখে সে সবের রবে না স্মরণ ;—
শ্রেষ্ঠ তব রবে না ধরায় অন্য জন !

২২৮

নারী প্রতি অপ্রত্যয় ভারতে যেমন,
আর নাহি লক্ষ্য হয় কোথাও এমন !
"কখন না বিশ্বাস করিবে ললনায়,"
একে একে জনে জনে,
সুধাইলে হিন্দুগণে,
এক বাক্যে এ কথায় সবে দিবে সায় ;—
ছোট বড় বিজ্ঞ অজ্ঞ প্রাচীন যুবায়।

২২৯

আপনার ঘর হয় কারাগার কার ?
এ প্রহেলি উত্তর—"হিন্দুর মহিলার !"
কেন না বাহিরে যেতে অধিকার তার ?
আত্মীয়-পুরুষ সনে,
কেন বাধা আলাপনে ?
কেন দোষ স্বামী সনে স্বাধীন ব্যভার ?
কেন অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত ভাব তার ?

২৩০

"স্বাধীন ব্যভারে হবে স্বভাব দূষিত,"
হায় হায় হেন ভ্রম অজ্ঞের উচিত !
বান্ধা-জল স্রোত-জল দেখেছে যে জন,
সে জেনেছে পরীক্ষায়,
কে আগে বিকার পায় ;
বহু দোষ তথা যথা বহু আবরণ !
কে দেখে উৎসুকে তত বিমুক্ত বদন ?

২৩১

মানব সন্তাষ আশ মানবে কেমন!
সে জেনেছে যে বসেছে বিজনে কথন।
স্বাভাবিক আসক্তি রোধিবে সাধ্য কার?
যদি রোধ কর তার
উচিত প্রচার দ্বার,
গোপনে কুটিল পন্থা করিবে প্রচার!
ক্ষত পথ-নিরোধিত ব্রণের প্রকার।

২৩২

তরু-ফল বৃদ্ধি পায় বসন বেষ্টনে,
কামিনীর কেশ বাড়ে কবরী বন্ধনে,
অনল সবল, পেলে ভস্ম আবরণ,
ঝড়ে বন নাড়ে যত,
তরু বদ্ধমূল তত,
সেতুর বাধায় হয় স্রোতের গর্জ্জন,
প্রাতরোধে প্রকৃতির প্রভাব বর্দ্ধন!!

২৩৩

প্রহার করিলে শিশু হবে সুশিক্ষিত,
সতী রবে রমণী রাখিলে আবরিত,
অজ্ঞ চিত এ সকল ভ্রমের ভাণ্ডার!
দৈত্য-শির-বিরাজিতা,
পেটিকায় নিরোধিতা,
ভাবো মনে সে ললনা আরব্য-কথার;—
বুঝো মর্ম্ম স্মরি তার অঙ্গুরীর হার!!!

২৩৪

হেন দৈত্য-সম হয় আচরণ যার,
হেন দৈত্য-সম সে ভাজন বঞ্চনার!
আত্মীয় নিকটে অবগুণ্ঠন লম্বিত,
পথ দিয়া চলে যারা,
পরিচিত আছে তারা,
সে নারীর মুখ বুক কেমন রচিত!
গবাক্ষের দ্বার তার চির বিকশিত!

২৩৫

অজানিত অশিক্ষিত ভৃত্য হেন জন,
তার সনে করে বধূ হাস্য আলাপন,
আত্মীয়ের সম্ভাষণে বাধা সুধু তার!
প্রথম ঋতুতে ঢোল,
হুলাহুলি মহাগোল;
ধন্য ধন্য বাঙ্গালীর লাজের প্রকার!!
কোথা আছে হেন বিসদৃশ ব্যবহার?

২৩৬

সদা রক্ষনীয়া বটে রমণী ভর্ত্তার,—
সে রক্ষার মূল শিক্ষা স্বীয় ব্যবহার;
হিতাহিত পাপ পুণ্য বুঝেছে যে জন,
স্বামী যার শুভাচারী,
শুভাচারী সেই নারী;
আত্ম দোষী বৃথা করে নিগড় বন্ধন,
সে নিজ পাপজ মাত্র শঙ্কার লক্ষণ।

২৩৭

পাখী পালে যারা তারা জানে বিবরণ,
পোষমানা পাখী নাহি করে পলায়ন,
অবাধ্য নিরুদ্ধ পাখী নিয়ত চঞ্চল।
দম্পতীর প্রীতি যথা,
স্বাধীন ব্যভার তথা,
ঘটাইতে কভু নাহি পারে অমঙ্গল;
হিন্দু জনপদে হায়। সে প্রীতি বিরল!

২৩৮

মনে মনে অতি ফাঁক জায়ায় ভর্ত্তায়,
হেন সব বাহিরের আঁটা আঁটি তায়!—
হিন্দু দেশ ভাক্ত তায় হত হয় হায়!
একে নারী অশিক্ষিতা,
কুনিয়মে বিবাহিতা,
ব্যভিচারী পুরুষ এ দেশে সব প্রায়!
কার সাধ্য সতী রাখে বলে অবলায়?

২৩৯

সতীত্ব শুধু কি হয় ধর্ম্ম রমণীর?
সতীত্ব কি ধর্ম্ম নয় পুরুষ জাতির?
উভয়ে সমান গণ্য পাপ ব্যভিচার।
পুরুষেরা অকাতরে,
কেন ব্যভিচারে তরে?
কেন ধৃত দোষ শুধু হয় ললনার?
নাহি বুঝি সংসারের কেমন ব্যাভার?

২৪০

কি হেতু পুরুষ হেন গৌরব-ভাজন ?
কি হেতু ললনা হেন জঘন্য গণন ?
চাই বটে উভয়েতে বিশেষ ইতর ;—
তথাচ না যোগ্য হেন,
এক জন রাজা যেন,
অন্য জন তার যেন বর্ব্বর কিঙ্কর !
কি লাজ পীড়ন হেন অবলার পর।

২৪১

কবে হায় ধরা হতে হবে অন্তরিত
সে নিয়ম, কেবল যা বলের স্থাপিত !
ন্যায়-প্রেম-পর কবে হবে নারী নর !
কবে পরস্পর প্রতি
ব্যবহারে হবে মতি,
আপনার প্রতি যথা চায় পরস্পর !
কবে হবে সকলে স্বভাব-পথ-চর !

২৪২

হায় ! কেন এমন, না কিছু বুঝা যায় ;—
প্রেম মাত্র যে জীবের সুখের উপায়ঃ
প্রেমে জন্মে প্রেমে যার জীবন বাঁচায়,
উন্নতি বিচারি যার,
প্রেম দেখি মূলাধার,
সে জীবে লালসা কেন পরের পীড়ায় ;
বিসদৃশ দৃশ্য হেন স্বভাবে কোথায় !

২৪৩

নখ শৃঙ্গ স্বাভাবিক শস্ত্র নাই নরে,
জীঘাংস্থক জীবে যায় যুঝে পরস্পরে ;
কি স্থখে কি দুখে একা থাকিতে না চায় ;
শুধু এক তার বলে,
একাধিপ ধরাতলে ;
আর সব জীববর্গ কিঙ্করের প্রায় ;
একা হলে এক দিন প্রাণে বাঁচা দায় ;

২৪৪

হেন নর চরিত্র চর্চ্চিয়া বিশেষত,
পাই অভ্যন্তর তার দ্বেষ-ভাবে রত ;—
পিতা পুত্র পতি পত্নী সোদরা সোদর,
সবে পরস্পর প্রতি,
অন্যায় পীড়নে মতি ;—
স্নেহভাব যার, সে নিশ্চিত স্বার্থপর !
হায় অকপট প্রেম ! কোথা তব ঘর !

২৪৫

যে যার আয়ত্ত, করে তারে সে পীড়ন ;—
পীড়ন এ পৃথিবীর প্রভুত্ব লক্ষণ !
পরদুখ নিজে নাই ভাগ্য বাসি তায়,
আপনার দুখ যাহা,
পরে যদি পাই তাহা,
সে উদাহরণ হয় প্রবোধ উপায় ;—
কিন্তু মরি হেরি পর-সম্পদ হিংসায় !

২৪৬

রমণীয় যন্ত্র হেন মানব রচিত !—
হায় কোন এক তা'র কিলক গলিত !
নতুবা সম্ভব কিসে এ হেন বিকার ?—
পূর্ণ রূপে প্রয়োজন,
কভু নয় সম্পাদন ;
আছে কি এ হেন শিল্পী ধরাপরে আর,
যে করিতে পারে হেন যন্ত্রের সংস্কার ?

২৪৭

হে শোভিতা শ্যামলা সফলা বসুমতী !
বিদরে হৃদয় ভাবি তোমার দুর্গতি !
বনস্পতি ঔষধি মধুর ফুল ফল ;
মধুময়ী স্রোতস্বতী ;
মধুর ঋতুর গতি ;
যত কিছু ধর তুমি মধুর সকল ;
অমঙ্গল মূল মাত্র মানব কেবল !

২৪৮

প্রবঞ্চনা, অনাদর, তাচ্ছিল্য, পীড়ন,
কোপদৃষ্টি, কটু বাক্য, তাড়ন, বন্ধন,
হায় হায় কবে যাবে এ সব তোমার !
ভুজঙ্গে দংশিলে পরে,
হয় ত্বরা প্রাণে মরে,
না হয় ভেষজ-বলে পায় প্রতিকার ;
নরে নর দংশিলে ঔষধ নাই তার !!!

২৪৯

নরের পীড়নে নর কাতর যখন,
পারো কি ধরণী ব্যথা হরিতে তখন !
ফুল-ফুল-সৌরভ বা মধুর মলয়,
যে কিছু মধুর তব,
অতি তিক্ত হয় সব,
কিছুতে শীতল নয় তাপিত হৃদয় ! -
চায় মৃত্যু—মৃত্যু তার আজ্ঞাকারী নয়।

২৫০

হায় হায় বিচিন্তিয়া কম্পিত অন্তর।—
শ্বাপদে শ্বাপদ হেন নরে হানে নর।
নিবিড় নিশীথে আসি দস্যু বধে প্রাণ !
সৈন্যদলে পরস্পরে
রণভূমে মারে মরে !
সংগোপনে ভোজনে শত্রুর বিষ দান।
হা অবনী কে অভাগা তোমার সমান !!!

২৫১

এ সকল হয় চিতে যখন স্মরণ,
দুঃস্বপন হেন মানি মানব-জীবন ;
অথবা যামিনী যেন ঘোর ঝটিকার,
সমাধান শীঘ্র যত,
সুমঙ্গল মানি তত ;
হেরি ধরা যেন ধূম-পূরিত আগার,
নহি সুস্থ যাবৎ না করি পরিষ্কার !

২৫২

হে প্রেম করুণাপতি আনন্দ-কেতন!
এসো এসো ধরা পরে দেহ দরশন!
তোমা বিনা কে হরিবে যন্ত্রণা ধরায়!
বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি যত,
নরে নর দ্বেষী তত,
সভ্যতা প্রসূতি হায় দেখি খলতার!
হৃদে হলাহল, মুখ মধুর আধার!

২৫৩

দয়া দ্বেষ দোঁহে জন্মে নিজ নিকেতনে,
ক্রমশ সঞ্চরে পরে বাহিরে ভুবনে;—
স্বজনে যে প্রেমী নয় সে কি হয় পরে?—
দম্পতি বিরুদ্ধ যথা,
পূর্ণ পরিমাণে তথা,
কখন না হয় স্নেহ সন্ততির পরে!—
কেমনে তা দিব পরে নাই যাহা ঘরে!

২৫৪

অতএব সযতনে নরনারীগণ!
দাম্পত্য-প্রণয় লাভে লুব্ধ কর মন;
অকপট প্রেম যদি হয় ঘরে ঘরে;—
শত্রু মিত্র বা উদাসী
প্রতিবাসী ধরাবাসী,
ক্রমে সবে সেই প্রেম সঞ্চারিবে পরে;—
প্রবাহিত নদী যথা জন্মিয়া নির্ঝরে।

২৫৫

প্রতিগৃহ যদি প্রেম-নিকেতন হয়,
কেন প্রেম তবে না রটিবে ধরাময় ?
কখন নির্দ্দয় নয় প্রেমিকের মন ;—
বহ্নি আর বারি যথা,
প্রেম নিষ্ঠুরতা তথা,
একাধারে নাহি রয় উভয় কখন ;—
প্রেমিকের সব জনে প্রেম আচরণ।

২৫৬

মকরন্দ-পূর্ণ অরবিন্দ সুকোমল,
সুকোমল সুরসাল কমলার ফল,
কোমল প্রভাত-তারা অমল তরল,
প্রবালের আভা ধারী
কোমলা নবীনা নারী,
আরো সুকোমল তার কপোল যুগল,
এ হতে প্রেমীর প্রাণ অধিক কোমল !!

২৫৭

সংসার-কলহ দূরে কর পরিহার,
ছেড়ে দেও প্রলোভন বিষয় সুরার,
প্রেমিক হও হে প্রিয় বান্ধব আমার,
প্রেমিক হও হে তুমি,
প্রেমময় হবে ভূমি,
নবীন তৃতীয় নেত্র ফুটিবে তোমার,
হেরিবে পৃথিবী পরি-পুরীর প্রকার।

২৫৮

এই রবি শশী তারা, এই স্থল জল,
এই তৃণ তরু লতা, এই ফুল ফল,
এই জীব জন্তু, হবে আত্মীয় তোমার ;—
নয়ন ফিরাবে যথা
নব নব শোভা তথা
প্রতিক্ষণে নয়নে হেরিবে অনিবার ;—
অকারণে নয়নে ঝরিবে অশ্রুধার।

২৫৯

সুখের সে রোদন কোমল বেদনায়,
যাতনার জলন্ত দংশন নাই তায়,
পাপ কঠোরতা মাত্র হবে বিগলিত ;—
চিত তব পট প্রায়,
অশ্রু ক্ষার-জল তায়,
ঘুচাইবে সব তার কলুষ সঞ্চিত ;—
ভাবের পুত্তলি চারু ফুটিবে চিত্রিত।

২৬০

"রে অভাগ্য নর তুমি করিবে রোদন !"
এ অদৃষ্ট-লিপি তব না হবে খণ্ডন ;—
ইচ্ছায় না কাঁদিলে কাঁদিবে অনিচ্ছায় ;
বসন্ত আময় যেন,
রোদন স্বভাব হেন,
আবাহন ভাল তার আপন চেষ্টায় ;—
আপনি আসিলে হয় প্রাণান্তিক দায়।

২৬১

প্রেমে পরতরে সুখে নাহি কাঁদ যদি,
নিজ তরে কেঁদে দুখে বহাইবে নদী ;—
পরতরে কাঁদিলে, কাঁদিবে ফিরে পরে ;
কাঁদিবে আপন তরে,
হেরিয়া হাসিবে পরে ,—
এ হতে লাঞ্ছনা আর কি ঘটিবে নরে !
অতএব অশ্রু ত্যাগ কর পরতরে।

২৬২

যত কিছু উপদেশ বর্ণিত হেথায়,
হে প্রাণ-প্রতিমা সব শিখেছি তোমায় ;
আমি স্বতঃ কুমতি কুপন্থা পরায়ণ ;—
পাপ-রোগে এত দিন,
হইতাম অতি ক্ষীণ,
কিম্বা লভিতাম অতি দুর্গতি-মরণ !
তুমি মম আরোগ্য আরাম সংশোধন।

২৬৩

আত্মার স্বাধীন গতি প্রেম নাম তার ;
সে প্রেম ধরায় মাত্র প্রেয়সী তোমার,
জননীর শুদ্ধ প্রেম স্বভাব-বেদন ;—
কলেবরে ব্যথা যথা,
স্বতঃ কর যায় তথা,
তার না বলিতে পারি ইচ্ছার মনন।
নেত্রে পীড়া ভয়ে যথা সহজ রোদন।

২৬৪

বাক্যে গুণ বলে তব সাধ্য হেন কার !
যে যা বলে, সেও প্রিয়া, শিখান তোমার ;
কঠোর শাসন তব যতন লালন ;
পরম প্রণয়-দাত্রী,
পরম প্রণয়-পাত্রী,
ভব-ভোগ-সুখের ভাণ্ডার বিরচন !
স্বর্গপথ-দর্শী সঙ্গী অগ্রগামী জন।

২৬৫

যে কিছু রহিল ত্রুটি করিতে বর্ণন,
নিজ প্রেমগুণে প্রিয়া, করিবে পূরণ ;
অবয়ব-রেখা মাত্র রহিল অঙ্কিত ;—
নিজ নিজ কল্পনায়,
যোগ্য বর্ণ যোজনায়,
ভাবুকে করিবে পট পূরিত রঞ্জিত ;—
প্রিয়তমা-মূরতি, যেমন মনোনীত !

সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—বিডন ষ্ট্রীট—১৬ নং নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১৩০৩।

কলিকাতা—বাগবাজার :
১০ই ফাল্গুন—১২৭৮। ২১এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭২।

ভগ্নী ।*

“হে কবি-কল্পনা মায়া, সত্যের সোণালা ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতি !
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা থাক ক্রীড়াবতী ;
চড়িয়া পুষ্পক-রথে,
ভ্রম গিয়া ছায়া-পথে,
কর ইন্দ্র-চাপ বিরচন,
কিম্বা কর পরী সনে চন্দ্রিকা ভোজন,
আমি না করিব দেবী ! তব আবাহন ।

২

বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে,
যে কবির মহতী কামনা,
সে কবি করিবে দেবি ! তব উপাসনা ।
তোমার মুকুর পরে,
সে হেরে হরষভরে
ছায়া তার,—কায়া নাই যার ;
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার ;
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার ।

---

* অসম্পূর্ণ,—যদি কেহ সুরেন্দ্রনাথের সমান-ধর্ম্মা বিদ্যমান থাকেন, কিম্বা কালে প্রাদুর্ভূত হইয়া অগ্রণীর সংকল্প সফল করেন, তাঁহার সম্মানার্থ কবিতা কয়েকটি আমরা এই স্থলে সংরক্ষিত করিলাম ।

৩

হে সরলা স্মারকতা ! (সঞ্চিত পূর্ব্বের কথা
অঞ্চল-সম্পুটে বাঁধা যাঁর)
কৃপা করি উর দেবি ! অন্তরে আমার ;
এ সংসারে হয় যাহা,
কাল সব গ্রাসে তাহা,
তুমি রাখ ছবি তুলে তার ;
দেখাও সে হারা-নিধি-নিকর ভাণ্ডার,
হবে তায় প্রয়োজন পূরণ আমার।

৪

তোমার পরশ পায়, উলটি উজান ধায়
কাল-নদী, কৌতুক এমন !
বাসে বৃদ্ধ পুন নিজ সরাগ যৌবন,
প্রবাসীর হর দুখ,
দেখাও প্রিয়ার মুখ,
কি সুখের স্বপন তোমার !
কৃপা করি হৃদে দেবি ! জাগাও আমার
সহোদরা প্রণয়ের সরল ব্যভার।"

* * * *

প্রথম অংশের টিপ্পনী।

অবতরণিকা সম্বন্ধীয়।

(১) মঙ্গো পার্ক নামক জনৈক ইংরাজ আফ্রিকা খণ্ডে পর্য্যটন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত এই বর্ণনার বিশেষ সংস্রব আছে। বিশাল-মরুভূমি, নানাপ্রকার-হিংস্রজন্তু, অতিনির্দ্দয়-প্রকৃতির মনুষ্য,—এবম্প্রকার ভূভাগে পর্য্যটন করিবার সময়ে কোন কোন দিন ক্ষুধা, পিপাসা ও আশ্রয়স্থানাভাব নিবন্ধন, পার্কের প্রাণান্তিক বিপদ্ উপস্থিত হইত। "একদা [তিনি লিখিয়াছেন] আমি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোন ব্যক্তিই আমাকে স্থান দিতে সম্মত হইল না; সকলেই ভয় ও বিস্ময়ের সহিত আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, সুতরাং সমস্ত দিন অনশনে একটি তরুমূলে উপবিষ্ট রহিলাম। ক্রমে রাত্রি আগতপ্রায় হইল, আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও প্রবল বায়ু বহমান হইতে লাগিল, বারিবর্ষণের সম্ভাবনাও দেখিতে পাইলাম; চতুর্দ্দিকে অসংখ্য হিংস্র শ্বাপদকুল! কি করি, ভাবিয়া আকুল হইলাম। সূর্য্যাস্তের সময়ে আমার অশ্বের বন্ধন খুলিয়া দিলাম, এবং আপনি বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া রাত্রি

যাপনের সংকল্প করিয়া তাহারই উদ্যোগ করিতেছি, এরূপ সময়ে একটি কৃষক-কামিনী ক্ষেত্রকার্য্য সমাপনান্তে গৃহে যাইবার পথে আমাকে অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসু হওয়ায় আমি আত্ম-অবস্থা সবিস্তার বিবৃত করিলাম। সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া রমণী, অতি সকরুণ দৃষ্টি প্রদানান্তে, অশ্বের পর্য্যাণ ও বল্গা নিজ-মস্তকে লইয়া আমাকে তাঁহার আলয়ে যাইতে আহ্বান করিলেন। নিজ কুটীরে উপনীত হইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আগারতলে একটি মাদুর পাতিয়া আমাকে তথায় বিশ্রাম করিতে কহিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি একটি দগ্ধ মীন আনিয়া আহারার্থে আমাকে অর্পণ করিলেন। এইরূপে আতিথ্যক্রিয়াসমাপনান্তে আমাকে বিশ্রাম করিতে কহিয়া গৃহ স্বামিনী অন্যান্য কামিনীগণকে সুতা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আবাহন করিলেন। তাঁহারা সুতা প্রস্তুতের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এতাবৎ বিস্ময়ের সহিত আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; এক্ষণে সুতা প্রস্তুত করিতে করিতে গান করিতে লাগিলেন, একটি গীত আমার সম্বন্ধে, একটী নবীনা রমণী তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন, অন্যান্য রমণীরা তাঁহার সহিত ধুয়া ধরিতে লাগিলেন। সুরটি অতি কোমল ও সুমধুর। গানের বাক্যার্থ এই "বাতাস গর্জ্জন করিতেছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, নিরাশ্রয় শ্বেতকায় মনুষ্য ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া আসিয়া আমাদিগের বৃক্ষমূলে বসিলেন। তাঁহার মাতা নাই যে তাঁহাকে দুগ্ধ আনিয়া দিবে, তাঁহার স্ত্রী নাই যে তাঁহাকে শস্য পিষিয়া দিবে;" ধুয়া "শ্বেতকায় মনুষ্যকে আমাদের, দয়া করা উচিত, তাঁহার মাতা নাই যে" ইত্যাদি। এই গানের কথা গুলি পাঠকের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হইবে কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় ইহাতে আমার অন্তর অত্যন্ত বিচলিত

হইয়াছিল। ঈদৃশ অসম্ভাবিত দয়ার প্রভাবে আমি অতীব অভি-ভূত হওয়ায় আর আমার নিদ্রা হইল না। প্রভাতে উঠিয়া গৃহ-স্বামিনীকে আর কি দিব, গাত্রাবরণে চারিটি পিতলের বোতাম ছিল, তন্মধ্য হইতে দুইটি তাঁহাকে উপহার প্রদানান্তে তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

PARK'S TRAVELS.—CHAPTER XV.

উক্ত গ্রন্থ হইতে স্ত্রীজাতির দয়াসূচক আরো একটি উদাহরণ বিবৃত করিতেছি। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সমস্ত দিবস একদা অনশনে থাকিয়া "আমি পথপ্রান্তে বসিয়া ক্ষুধার উত্তেজনায় তৃণ চর্ব্বণ করিতেছি; সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় হইল, এরূপ সময়ে একটি ক্রীত দাসী, মস্তকে একটি টুকরি লইয়া যাইতে যাইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি আহার করিয়াছি কি না। দেশের লোকের প্রকৃতিঅনুসারে আমি মনে করিলাম যে, তিনি আমাকে পরিহাস করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার বাক্যে উত্তর প্রদান করি-লাম না। আমার সমভিব্যাহারী বালক উত্তর প্রদান করিয়া কহিল যে, রাজপুরুষেরা আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। এতৎ-শ্রবণে কৃপাপরায়ণা প্রাচীনা, অকপট করুণদৃষ্টিসহ টুকরি নাবা-ইয়া দেখাইলেন যে, তাহাতে কতকগুলি ফলচূর্ণ রহিয়াছে এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার তাহা আহার করিতে ইচ্ছা হয় কিনা। আমি সম্মতিসূচক উত্তর প্রদানমাত্রে তিনি কতিপয় অঞ্জলি আমাকে অর্পণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অব-কাশ না দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।" এই সামান্য ঘট-নায় আমার অতীব সন্তোষ জন্মিয়াছিল শিক্ষাবিহীনা ক্রীতদাসীর ঈদৃশ আচরণ, আমি মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম;

আমার চরিত্র ও অবস্থায় কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া কেবল স্বীয় অন্তরের উত্তেজনা পালন করিয়া গমন করিলেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা কিরূপ, বোধ হয় নিজ পরীক্ষার দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন। নিজের দুঃখে অন্যের দুঃখে দুখ বোধ করিতে শিখিয়াছেন।

CHAPTER V

আরো একটি উদাহরণ প্রকটিত করা হইল।

"এই গ্রাম মুরজাতির অধিকৃত শুনিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইব কি না ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু অশ্বটি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, দিনও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা আর কি বলিব, সুতরাং অবশেষে গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম। গ্রামের মণ্ডলের বাটীতে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিলাম না। নিজের নিমিত্ত অথবা অশ্বের নিমিত্ত এক অঞ্জলি শস্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে কতকগুলি কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইলাম, ভাবিলাম দয়া বড়বাটীতে প্রায় বাস করেন না। একটি কুটীরের দ্বারে একটী প্রাচীনা নারী বসিয়া সুতা প্রস্তুত করিতেছিলেন, ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁহাকে ভোজনপ্রার্থনা জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আরবী ভাষায় আমাকে আবাহন করিলেন। আমি অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া উপবেশন করিলাম, তিনি গত রাত্রের রন্ধিত কাউস্‌কাউস্ নামক অন্ন আনিয়া দিলেন। তাহাই ভোজন করিয়া উপহার স্বরূপে তাঁহাকে একখানি রুমাল প্রদান করিলাম। পরন্তু অশ্বের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শস্য প্রার্থনা করিলাম, তাহাও তিনি তৎক্ষণাৎ দান করিলেন।"

CHAPTER XIV.

* এক্ষণে দেখা যাইতেছে পিতা মাতা হইতে অপত্য জন্মিতেছে; কিন্তু প্রথম উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, তাহার অনুমানের পোষকতায় কোন বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন আরব দার্শনিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, পিতা মাতার অভাবেও সন্তান জন্মিতে পারে; আমরা কহিতেছি সে বিষয়ে যুক্তি তর্কের প্রয়োজন কি? তাহা জন্মিতে না পারিলে প্রথম পুরুষ কিরূপে উৎপন্ন হইলেন! প্রথম পুরুষ অবশ্যই যৌবনাবস্থা ও জীবন এক যোগেই লাভ করিয়াছিলেন; যেহেতু পিতা মাতার অভাবে নিঃসহায় শৈশব অবস্থায় জন্মিলে জীবন রক্ষার সম্ভব কি? আমাদিগের পুরাণের মতে প্রথম পুরুষের নাম স্বয়ম্ভুব (স্বয়ং উৎপন্ন) মনু, তাঁহার শরীরের বামার্দ্ধ স্ত্রী-আকার ও দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষাকার হয়। কোন পুরাণের মতে তিনি স্বয়ং পুরুষাকার ছিলেন, এবং শতরূপা নাম্নী তাঁহার এক বনিতা হয়। মনুর সন্তানগণের নাম মানব। মুসলমান, হিব্রু ও খৃষ্টীয়ানগণের মতে আদিপুরুষের নাম আদম। সে যাহা হউক প্রথমে একমাত্র পুরুষ ও স্ত্রী উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কি বহুসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন বানরই কালে নররূপী হইয়াছে। আমাদিগের এস্থলে সে সকল তর্কের প্রয়োজন নাই। প্রথমে পুরুষ উৎপন্ন হয়েন, কি প্রথমে স্ত্রী উৎপন্ন হয়েন, অথবা উভয়ে একযোগে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই বিষয়ের সহিত আমাদিগের কিঞ্চিৎ সংস্রব আছে; প্রথমে পুরুষের উৎপত্তি, আমাদিগের মতসিদ্ধ, তাহার প্রমাণ কেহ চাহেন দিতে পারি, কিন্তু পদ্য

* এই টিপ্পনীটি একাদশ কবিতার; কিন্তু আমরা উক্ত কবিতার যথাস্থানে চিহ্ন দিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

লিখিতে দার্শনিক আন্দোলনের আবশ্যক নাই। স্ত্রী না থাকিলে একা পুরুষ জগতে জন্মিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এস্থলে তাহাই বর্ণিতব্য।—পুরুষের যে শোচনীয় অবস্থা তাহাতে উপস্থিত হয়, বোধহয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইংরাজ কবি ক্যাম্বেল নরের উৎপত্তি ও তাহার সুখশূন্য অবস্থার বর্ণনা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"And man the hermit sighed till woman smiled."

এস্থলে একজন সংস্কৃত কবির উক্তিও লিখিলাম :—

"নিঃসারে জগতি প্রপঞ্চজড়িতে সারঃ কুরঙ্গীদৃশামিম্যাদি।"

[যন্ত্রস্থ]

ঋষিকবি ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কৃত

সুরেন্দ্র-পারিজাত

কবিতা সুদর্শন, ফুলরা, মাদকমঙ্গল, বর্ষবর্ত্তন,

অন্যান্য খণ্ডকাব্য ও অনুবাদিত কবিতা,

প্রভৃতি একত্রে গ্রথিত।

সুরেন্দ্রনাথের কবিতা লহরী বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়, প্রিয় পাঠক! আপনি অনেক কবিতা পড়িয়াছেন সুরেন্দ্রনাথের এগুলি একবার দেখুন।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

এখন পোষ্টকার্ডে লিখিয়া গ্রাহক হউন, পুস্তক প্রকাশিত হইলে পাইবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

২৩৩নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিম্বা

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।